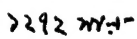


22271

মায়োৎসব



	23277
	44 50
	NA-1
	NR



ভূমিকা ।

ব্রাহ্ম-সমাজের সাংসারিক মহোৎসবে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজে গত বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে, সেই সমুদায় সংগ্রহ করিয়া এই ষট্‌ত্রিংশ সাংসারিক উপহার নামক পুস্তক খানি প্রস্তুত হইল । মাসের একাদশ দিবসীয় বক্তৃতা প্রস্তুত করিলে সংক্ষেপে ব্রাহ্ম-ধর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ই জ্ঞান

পারে । যে অবধি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্মোপলক্ষে ১১

আহ্বান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি ব্রাহ্ম-

এবং গত হইবার একটি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছে । সম্বৎসরান্তে ব্রাহ্ম-ধর্ম সংক্রান্ত যে সকল আলোচনা হইয়া গম্ভীর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এবং যে সকল কার্য অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয়, প্রতি বৎসরের বক্তৃতাগুলি সেই সকল আলোচনা ও কার্য-কলাপের দর্পণ স্বরূপ—ব্রাহ্ম-ধর্মের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্তের মার চুষক স্বরূপ । যেমন “মতান্তর শিবং সুন্দরং” সকল দর্শনশাস্ত্রের সাব বলিয়া পরিগণিত হয়, তেমনি এই বক্তৃতাগুলিও সম্বৎসরকালীয় আলোচনার সাব । সাংসারিক বক্তৃতা সম্বৎসর পরিপালিত জ্ঞান-রূপ তরু কুসুম রূপ, হৃদয়-রূপ পদ্মের গন্ধ রূপ, ব্রাহ্ম-ধর্ম রূপ সুগন্ধ প্রচণ্ড বসন্ত মারুত স্বরূপ এবং ব্রাহ্ম-ধর্মের সমুদয়তির চিত্র স্বরূপ । ব্রাহ্ম-ধর্ম যাহারদের জন্মের ধর্ম, তাহাদের উজ্জ্বলিত ভাবের প্রতিমূর্তি স্বরূপ, যেন হৃদয়ে একটি আকৃতি পরিণত নিশ্চয় স্বরূপ এবং বিশ্ববচনে সম্বৎসর ব্রাহ্ম-ধর্ম আলোচনার উপহার স্বরূপ । ভক্তিবোধিনী পত্রিকা-রূপ পরমার্থ-তত্ত্ব-বুদ্ধি প্রথম বসন্ত কালীন কুসুমের ন্যায় মাসিকাদশ দিবসীয় বক্তৃতা কুসুমে সরস একাবলী বিরচন করিয়া অদ্যকার এই মাস মহোৎসব মহামত্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণে ভক্তি পূর্বক প্রণত হইয়া তথায় সম্বৎসরের উপহার ধারণ করিলাম তিনি প্রসন্ন নয়নে ইহার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করুন ইতি

১১ মাস

১৮৭৭ শক

}

প্রোহেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর ।

ওঁ তৎ সৎ

১৭ ৬৫ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা ।

আমারদিগের এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্বে যিনি নানাবিধ
সুখের উপযোগি সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকটে
আমরা কি প্রার্থনা করিব? বালক ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র অতি
যত্ন পূর্বক রক্ষিত হইবেক এনিমিত্তে তিনি মাতার মনে সুখ-
জনক স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারের নিয়ম এই যে
যাহা হইতে কোন ক্লেশ পাওয়া যায় তাহার প্রতি স্নেহ করা
দূরে থাকুক তাহাকে শত্রুজ্ঞানে তৎপ্রতিফল ততোধিক ক্লেশ
দিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু মাতার মনের ভাব এস্থলে সম্পূর্ণরূপে
তাহার বিপরীত দৃষ্টি হইতেছে। দশমাস পর্য্যন্ত যাহার
দ্বারা সমুহ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়েন এবং যাহার ভূমিষ্ঠ হইবার
কালীন জীবনের আশা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়, তাহাকে কোন যন্ত্রণা
দেওয়া দূরে থাকুক মাতা আপনার প্রাণ হইতেও তাহাকে
অধিকতর স্নেহ করেন। সেই বালকের পীড়া হইলে তাঁহার
পীড়া হয় এবং সেই বালকের সুস্থ শরীর হইলে তাঁহার সুস্থ
শরীর হয়, সুতরাং সেই বালক অতি পরিপাটীরূপে রক্ষিত হয়।
পিতাও তরুণ স্নেহ পূর্বক যাবজ্জীবন নৈপুণ্য রূপে ঐ পুত্রের
বিদ্যা ধন মান প্রভৃতি সুখোপার্জনার্থে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন
এবং যাহারা আপনা হইতে অন্য কাহাকে অধিকতর বিদ্বান্
ধনি বা সম্ভ্রান্ত দেখিলে দ্বেষ করেন। তাঁহারাই আপনা হইতে
পুত্রের অধিকতর বিদ্যা ধন সম্ভ্রম দেখিয়া আপনারদিগকে
কৃতার্থ রূপে মানা করেন। ক্ষুধাতুর বা শীতার্তি হইয়া দুঃখ
জানাইবার নিমিত্তে বালক রোদন করিলে মাতা তাহার রোদ-
নের কারণ অবগত হইলে পরে অন্ন বা বস্ত্র দ্বারা তাহার সেই
দুঃখ নিবারণ করেন কিন্তু সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে আমারদিগের

দুঃখ কোন চিহ্ন দ্বারা জানাইতে হয় না ; তিনি দুঃখ উপস্থিত হইবার পূর্বে দুঃখ উপস্থিত হইলে যে রূপে তাহার শান্তি হয় এমন নিয়ম আমারদিগের মনে সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা একদেশ মাত্র দর্শি কোন বস্তু হইতে আমারদিগের মঙ্গল এবং কোন বস্তু দ্বারা অমঙ্গল হইবে তাহা আমরা সম্যক রূপে বোধ গম্য করিতে অক্ষম, ইহাতে যদি পরমেশ্বর প্রার্থনা মতে আমার দিগের কামনা পূর্ণ করিতেন তবে আমারদিগের অসুখের আর সীমা কি থাকিত ? বালক অপকারজনক আহারের নিমিত্তে রোদন করিলে মাতা কি তাহাকে সেই আহার দিয়া থাকেন ? তদ্রূপ পরমেশ্বরের নিকটে সাংসারিক সুখ ভ্রমে যে কিছু প্রার্থনা করিয়া থাকি তাহা তাঁহার নিয়মের বিপরীত স্মৃতিতে আমরা দিগের অনিষ্টজনক, তাহা কেন পরমেশ্বর পূর্ণ করিবেন ? যাহা আমরা তাঁহার নিকট কখন প্রার্থনা করি নাই তাহাও যখন প্রাপ্ত হইতেছি এবং যাহা সর্বদা প্রার্থনা করিতেছি তাহাও যখন প্রাপ্ত হই না তখন তাঁহার নিকটে প্রার্থনা হইতে একেবারে নিরস্ত হওয়াই কর্তব্য।*

এই বিচিত্র জগতের কারণ স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর আ-
মারদিগের মনে নিরন্তর চৈতন্য রূপে অবস্থিতি করিতেছেন,
পুনঃ পুনঃ এই প্রকার জ্ঞানের আবৃত্তি করা এবং সূচাকরূপে
সংসার নির্বাহের নিমিত্তে পরমেশ্বর ফেসকল নিয়ম সংস্থাপিত
করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া সাবধান পূর্বক তদনুযায়ি
কর্ম করিতে চেষ্টা করা পরমেশ্বরের মুখোপাসনা হইয়াছে।

ফলকামনাতে আক্রান্ত থাকিলে মনের চাঞ্চল্য নিমিত্তে
পরমেশ্বরের উপাসনা বিধি মতে হয় না। ফলকামনাতে
আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ যদি বিজ্ঞ থাকেন তবে
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে তিনি তাঁহার পিতাকে কি নিমিত্তে
ভক্তি করেন ? ইহাতে যদি বলেন যে পিতা তাঁহার জন্ম দাতা

* যাহারা স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারা তাঁহার
নিকটে বিষয়-সুখ প্রার্থনা করা অকর্তব্য বলিয়াই জানেন।

এবং তাহার সুখ চেষ্টি তিনি প্রাণ পণে করিতেছেন এনিমিত্তে তিনি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি করেন তবে তিনি সাধু ব্যক্তি অতএব তাঁহার প্রতি এ উপদেশ করা যায় যে পরমেশ্বর তোমাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন ও তিনি তোমার পিতার পিতা হইয়াছেন ও আমরণ তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং উপযুক্ত মত তোমার সুখ বিধান করিতেছেন তবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি এবং তাঁহার উপাসনা না কর কেন !

এই ফলকামনা যুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অত্যন্ত অধম এবং অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি পিতাকে এ নিমিত্তে ভক্তি করে যে তিনি যত্ন সময়ে তাহাকে তাঁহার সমুদয় ধনের অধিকারি করিবেন, এবং তাঁহার সেই ধন প্রাপ্তির প্রতি ব্যাঘাত হইবে কেবল এই ভয়ে তাঁহাকে তুচ্ছ এবং অভক্তি করিতে সে পারে না। এইরূপ মৌখিক পিতৃ ভক্তিকে যেমন কৃত্রিম ভক্তি কহা যায় তদ্রূপ যে কোন সোভি ব্যক্তি ফলকামনা বিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞাদি বা প্রতিমাদির দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করে তাহার উপাসনাকেও কৃত্রিম উপাসনা কহা যায়, কারণ পুত্র বা রাজ্য বা ইন্দ্রপদ তাহার প্রযোজন হইয়াছে। যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির আশা না থাকিত এবং প্রতিমাদি পূজার দ্বারা ধন পুত্র সৌভাগ্যাদি প্রাপ্তির আশা না থাকিত তবে সে ব্যক্তি অশ্বমেধযজ্ঞ বা প্রতিমাদির অর্চনা আর করিত না। ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির কারণ যে অশ্বমেধ যজ্ঞ তাহাকে যদি পরমেশ্বরের উপাসনা কহা যায় তবে রাজ্য লাভের কারণ বিপক্ষ রাজার সহিত যুদ্ধ করাকেও পরমেশ্বরের উপাসনা কহা যাইতে পারে। পরমেশ্বরেতে যাহারদিগের প্রীতি নাই তাহারদিগকে কুরুষ হইতে নিরস্ত করিবার নিমিত্তে বেদে যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম শ্রুত হইতেছে।

কুর্যমেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং স্বয়িনান্যথেতোস্তি নকৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥

বাজসনেয় শ্রুতিঃ ॥

অগ্নিহোত্রাদি কৰ্মের অনুষ্ঠান করত এক শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক। এইরূপ নরাভিমানি যে তুমি এই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম ব্যতিরেকে আর অন্য কোন প্রকার নাই বাহাতে অশুভ কৰ্ম তোমাতে লিপ্ত না হয়।

বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া যিনি আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে মনকে অভিনিবেশ করত নির্মল আনন্দের অনুভব করেন তিনি ব্রহ্মের যথার্থ উপাসক হইবেন। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বা তাঁহার নাম শ্রবণ হইলেই যাহার মনে আনন্দের উদয় হয় তিনি যে প্রকার যথার্থ বন্ধু সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রতিপাদ্য বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহার জ্ঞানালোচনাতে যাহার আনন্দ হয় সেই ব্যক্তিই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক। বন্ধুতা দ্বারা পরস্পর উপকার উদ্দেশ্য না হইলেও যে পরস্পর বন্ধুর উপকার সহজে হয় তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই, তদ্রূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় সাংসারিক সুখ উদ্দেশ্য না হইলেও সহজেই সে সুখের উপস্থিতি হয়।

মনের সুখের নিমিত্তেই যদি সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন হয় তবে যে পরমেশ্বরের উপাসনা নিম্প্রয়োজন তাহা বলা যাইতে পারে না কারণ পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক আপনাদি মনকে আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মেতে সমাধান করিয়া যে প্রকার অখণ্ড আনন্দের অনুভব করেন তাহা তিনিও বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারেন না, অন্য দ্বারা কি প্রকারে তাহা অল্পভূত বা ব্যক্ত হইবে।

• নিত্যোইনিত্যানাং চেতন চেতনানাং

একোবহুনাং যোবিদধাতি কামান্ ॥

তমাব্ধাৎ যেন্নপশ্যন্তি ধীরাঃ

ভেষাং শান্তিঃ শাস্তী নেতরেষাং ॥

কঠশ্রুতিঃ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হইবেন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হইবেন, একাকী অখণ্ড যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে

সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখই ইতরদিগের সে সুখ হয় না ।

যাঁহারা এই আনন্দ স্বরূপকে চিন্তনের দ্বারা জ্ঞানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইতর সুখের নিমিত্তে আর ব্যস্ত হয়েন না ; যিনি সূর্য্য কিরণ দ্বারা সমুদায় বস্তুকে স্পষ্ট রূপে দর্শন করিতে-ছেন তিনি আর প্রদীপের আলোককে প্রার্থনা করেন না ।

সত্যোতে যাঁহার প্রীতি আছে সূতরাং সৰ্ব্বদা যিনি সত্যের অনুসন্ধান সৰ্ব্বতোভাবে করেন তাঁহার প্রতি সত্য প্রসন্ন হইয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন তখন সেই সাধক কৃতার্থ হয়েন এবং বারম্বার সেই সত্যের আলোচনার দ্বারা যখন তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হয় তখন তিনি সম্পূর্ণ আনন্দের উপভোগ করেন । যেমন কোন ক্ষুধাতুর বানপ্রস্থ অনেক পর্যাটনে কোন ফলপূর্ণ বৃক্ষকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তদ্রূপ সংসারানলে দীপ্ত শিরা কোন পুরুষ বহু অনুসন্धानে যখন সত্য-স্বরূপ অমৃতকে লাভ করেন তখন তাঁহার সে আনন্দের পরিসীমা কে করিতে পারে ?

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম

যো বেদ নিহিতং গুহ্যং পরমে ব্যোমন্

সোঃশ্রুতে সৰ্ব্বান্ কামান্

সহ স্রজ্ঞা বিপশিচতেতি ।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ ।

যে ব্যক্তি হৃদয়াকাশস্থিত বিশুদ্ধ মনে সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানেন তিনি সেই জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সকল কামনাকে উপভোগ করেন ।

যে ব্রহ্মোপাসক আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মোতে মনকে সমাধান করিয়া আনন্দের অনুভব করিয়াছেন তিনি জানেন যে পরমেশ্বরের কিঞ্চিৎ মাত্র নিয়মোপলব্ধ করিলে এবং ইন্দ্রিয়গণকে যথা উপযুক্ত মত নিয়োগ করিতে না পারিলে সমাধিকালে ব্রহ্মোতে চিন্তের অভিনিবেশ করিতে পারা যায় না সূতরাং ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তি হয় না । যেমন জলের চাঞ্চল্য হইলে তাহাতে আপ-নার রূপ দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ মনের চাঞ্চল্য হইলে তাহাতে

পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। অতএব যাহারা পরব্রহ্মের অন্বেষণ করেন তাঁহারা স্বভাবতঃ সৰ্বদা পাপ কৰ্ম হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন ইহাতে ব্রহ্মোপাসক দ্বারা সাংসারিক কৰ্ম নিয়ম পূৰ্ব্বক যেরূপ নির্দাহ হইতে পারে এমত অন্য কোন উপাসক দ্বারা সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের নিয়মকে আলোচনা করিয়া তদনুযায়ী কৰ্ম করা যেমন পরব্রহ্মের উপাসকদিগের উপাসনা ইহা আছে এমত অন্য কোন উপাসকের উপাসনা নহে।

বিজ্ঞান সারথিৰ্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবারয়ঃ।

সৌঃ হনঃ পারমাপ্রোতি তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং।

কঠশ্রুতিঃ।

যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু বাহার বশে থাকে সে পুরুষ সংসার রূপ পথের পার যে সৰ্ব-ব্যাপি ব্রহ্মের পদ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়েন।

পরমেশ্বরের নিয়মের অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারে দুঃখেতু বাহুলা হইতেছে, যদি পরমেশ্বরের নিয়ম মত সংসার নির্দাহ সকলে করিত তবে এই পৃথিবী স্বৰ্গতুলা হইত। পুরুষ যদি পরস্ত্রী গমন না করে এবং স্ত্রী যদি পতিব্রতা সতী হয় পিতা যদি তাঁহার সকল পুত্রকে সমান স্নেহ করেন এবং পুত্রেরা যদি পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করে এবং কেহ যদি মিত্রদ্রোহী মিথ্যা-বাদী কৃতঘ্ন বিশ্বাস ঘাতক চতুর শঠ ও পিঙ্গল না হয় অথচ তদ্বিপরীত গুণ বিশিষ্ট মিত্রৈক্যকারী সত্যবাদী কৃতজ্ঞ বিশ্বাসী দরল ও শান্ত পরোপকারী হয় তবে এ পৃথিবীতে আর সুখের সম্ভাব কি থাকে? এই রূপে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করা ব্রহ্মোপাসকদিগের উপাসনা হয় সূতরাং যদি সকলে ব্রহ্মোপাসক হইয়েন তবে এই পৃথিবী সাংসারিক সমূহ সুখের স্থান হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধি কালে পূৰ্বানন্দকে উপভোগ করিয়া এবং চাবহার কালে সাংসারিক সমূহ সুখে সুখী হইয়া অন্ত্যকালে পরব্রহ্মের সহিত লীন হইয়েন।*

* ইহা বৈদান্তিক মত, ইহা ব্রাহ্ম ধর্মের সম্মত নহে।

প্রধান আচার্য।

যথা নদাঃসান্দ্যমানাঃ সমুদ্রেইন্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথাবিদ্বান্নাম রূপাধিমুক্ত পরাংপরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যং।
যেমন নদী সকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপনাপন নামরূপের
পরিভাগ পূর্বক সমুদ্রের সহিত একা ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার
অ্যায় জ্ঞানি ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাংপর
প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন।*

সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে বহির্মুখ হইয়া অনর্থ
মূলক কাল্পনিক উপাসনাতে রত থাকিলে এসংসার যে প্রকার দুঃখে
পরিপূর্ণ হয় তাহা এক্ষণে এই বঙ্গদেশ নিরীক্ষণ করিলে বিলক্ষণ
বিদিত হইবেক। এই কাল্পনিক উপাসনা হইতে এই দেশকে
মুক্ত করিবার নিমিত্তে এবং সর্বশাস্ত্রোৎকৃষ্ট বৈদ্যান্ত প্রতিপাদ্য
সত্য ধর্মের প্রচার করিতে প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল মহাত্মা
শ্রীমুক্ত রামমোহন রায় অগ্গুর হইয়াছিলেন; ইহাতে তিনি
কি কি ক্লেশ সহ্য না করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে বিপক্ষ দ্বারা
বেষ্টিত হইয়াও নদীর প্রতিশ্রোতে গমনের ন্যায় ঐ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
মহাত্মা কতিপয় বন্ধুর সাহায্য দ্বারা ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ
দিবসে এই স্থানে এই ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত করেন। তদবধি
এপর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা ক্রমে উন্নতি জন্য অদ্য
যে এই ব্রাহ্মসমাজের শোভা হইয়াছে ইহা যদি ঐ মহাত্মা
এপর্যন্ত জীবিত থাকিয়া সন্দর্শন করিতেন তবে পুর্কের সমুহ
ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তিনি আনন্দ নীরে মগ্ন হইতেন এবং
আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। যদি এসময়ে তিনি
অবর্তমান জন্য আমাদিগের ক্ষোভ জন্মিতেছে তথাপি
তাঁহার প্রধান সহযোগী পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
যিনি আমার সম্মুখে আচার্য্যাসনে উপবিষ্ট আছেন তিনি
এপর্যন্ত আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ থাকিতে
পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ করিতেছি। হে আচার্য্য পূজ্যপাদ

* ইহা বৈদান্তিক মত, ইহা ব্রাহ্ম ধর্মের সম্মত নহে।
প্রধান আচার্য্য।

আপনি যখন ইহার পূর্বকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া অদ্যকার এই সমাজের সমারোহ এবং এই সমাজস্থ তাবৎকে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি আগ্রা দেখিতেছেন তখন আপনার মনে যে কি আনন্দের অল্পভব হইতেছে তাহা আপনি ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি অল্পভূত করিতে সমর্থ হয়? হে সমাজস্থ মহাশয়েরা এই ক্ষণে আপনারা যদি উৎসাহ যুক্ত এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই মহাত্মা ব্যক্তিদিগের পরিশ্রমের সহস্রাংশের একাংশ মাত্র পরিশ্রম করেন তবে এই দেশে সম্যক্ রূপে এই ধর্ম প্রচারের বিস্তর কাল বিলম্ব হইবেক না ।

ধর্মমতিভবতু বঃ সততোখিতানাং

সহোকএবপরলোকগতস্য বন্ধুঃ ।

অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেবামানাঃ ।

নৈবাগুভাব মুপয়াস্তি নচ স্থিরত্বং ॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৬৫ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

যখন একাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রের মধ্যে সেই শাস্ত্র অতি শ্রেষ্ঠ রূপে গ্রাহ্য হইতেছে যে শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে, যথা সজ্জদয় বেদের মধ্যে উপনিষৎ, মহাভারতের মধ্যে ভগবদ্গীতা, ও তন্ত্রের মধ্যে মহানির্ঝাণ তন্ত্র; এবং যখন পূর্বকালের মহাত্ম-ভব ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং মান্যরূপে গণ্য হইয়া বিখ্যাত আছেন যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানি ছিলেন, যথা মনু, ব্যাস, পরাশর, শৌনক, যাজ্ঞবল্ক, জনক, রামচন্দ্র ইত্যাদি তখন এই অজ্ঞান তিমির আচ্ছন্ন কালের পূর্বে যে এক অদ্বি-তীয় নিত্য পরমেশ্বরের উপাসনা এদেশে বিস্তীর্ণ ছিল এবং

অতিশয় প্রকার সহিত তাহা গৃহীত হইত তাহার প্রতি কোন সংশয় হইতে পারে না । বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞানী যে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা মানবীয় ধর্ম শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইতেছে, যথা—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ ।

বুদ্ধিমত্ত্ব নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতা ॥

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎস্ব কৃতবুদ্ধয়ঃ ।

কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্ণযু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥

মম্বঃ ॥

স্বাধার জন্মের মধ্যে কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বুদ্ধি-জীবী পশু সকল শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা মম্বষা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কর্তব্যতা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাঁহারা ঐ কর্তব্যতা জ্ঞান পূর্বক অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, এবং সর্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হয়েন ।

প্রতিমা পূজাদি কাল্পনিক ধর্ম সকল, যাহা এই ক্ষণে এ দেশময় ব্যাপ্ত দেখিতেছি তাহা প্রথমে কেবল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি-দিগের মন স্থিরের জন্য ভগবান্ বেদবাস প্রভৃতি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল । কিন্তু যে সূত্রে এ দেশ হইতে এক ব্রহ্মের উপাসনা প্রায় লুপ্ত হইয়া কাল্পনিক ধর্মই লোকের সাধারণ ধর্ম রূপে অভ্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল তাহা স্মরণ করিতে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইতে হয় । যবনরূপ দুর্দান্ত দানবেরা ভারত বর্ষকে অধিকার করিতে হিন্দুধর্মের চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হইবার আর বিলম্ব ছিল না । তাহারদিগের কেবল এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল যে যে উপায় দ্বারা হউক এ দেশীয় ধর্মের উচ্ছেদ করিবে । মামুদসাহ প্রভৃতি যবন দৈত্যের দৌরাত্ম্য ভাবনা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় । তাহারদিগের অভিচারে জ্ঞানের আলোচনা থর্ব হইল, জ্ঞানের হ্রাসতা প্রযুক্ত বেদের অর্থ অনবগম্য হইল, এবং ধর্ম পথে নানাপ্রকার প্রবঞ্চনার প্রবলতা জন্য এ দেশবাসি মম্বষা সকল ভণ্ড ধর্মজালে বদ্ধ হইল । বিদ্যার যে সকল প্রাচীন বীজ ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল, সুতরাং

এ দেশে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর হইল, ইহাতে ভারত বর্ষে সত্য ধর্মের পথ প্রায় একে বারে রুদ্ধ হইল। এবং প্রাক-কাল সময়ে ঈশ্বর প্রসাদে এ দেশ ইংলণ্ডীয় সুপণ্ডিত ন্যায়বান্ মনুষ্যদিগের অধিকৃত হওয়াতে অন্য দিক্ অর্থাৎ ইউরোপ হইতে বিদ্যার স্রোত প্রবাহিত হইয়া এ দেশস্থ লোকের অন্তঃকরণকে অজ্ঞানরূপ মলিনতা হইতে পরিষ্কার করিতেছে। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের প্রসন্নতাবশতঃ তাঁহার যথার্থ উপাসক, ভারত বর্ষের পরমহিতৈষী স্বদেশোজ্জ্বলকারী, আশার্চ্যা বুদ্ধিমান, এক অসাধারণ মনুষ্য বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্বার এক সর্বশক্তিমান্ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিলেন—এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়। তিনি স্বয়ং একাকী তর্কের দ্বারা সকলকে নিরস্ত করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে এক অপ্রত্যক্ষ পরব্রহ্মের আরাধনাই যথার্থ ধর্ম, এবং কেবল ইহাই বেদাদি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, এবং তাঁহার আলোচনা জনা ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এতৎ ব্রাহ্মসমাজ এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সমাজ যদিও অতি দুঃসাধ্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তথাপি ইনি যে ক্রমশঃ কৃতকার্য্য হইতেছেন তাঁহার সংশয় নাই। ইহার স্থাপন কর্তা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের সময়ের সহিত এ সময়ের তুলনা করিলে এই ক্ষণে ব্রাহ্মজ্ঞান প্রচারের বাস্তব্য প্রমাণ হইবে। তাঁহার প্রথম কালে কণ্টকিনের মধ্যে এক চম্পক বৃক্ষের ন্যায় তিনি এ দেশস্থ অজ্ঞানদিগের মধ্যে এক মাত্র জ্ঞানী দীপ্তবান্ ছিলেন। তিনি শারীরিক আয়াস, মানসিক পরিশ্রম, দেশ পর্য্যটন, অর্থের ব্যয়, মানের ক্রটি, পরিবারের যত্ন ইত্যাদি নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও ঈশ্বরজ্ঞান প্রচারে কাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন; তথাপি প্রায় সমুদায় স্বদেশস্থ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভাব বাতীত এক দিনের নিমিত্তে মিত্রভাবে কটাক্ষপাত করে নাই। কিন্তু এ সময়ে তিনি অসন্তোষ ও কট ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছায় তাঁহার পশ্চাদ্ধর্ত্তি হইয়া ব্রাহ্মজ্ঞান প্রচারের নিমিত্তে ব্যগ্র হইয়াছেন,

ভক্তবোধিনী সভা স্থাপিত হইয়া নানা উপায় দ্বারা এই ধর্মের বিস্তার করিতেছেন, যে সভা হইতে বংশবাণীতে এক পাঠশালা সংস্থাপন হওয়াতে বালক পর্য্যন্তও ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা করিতেছে, এক যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠা প্রযুক্ত অনেকবিধ জ্ঞানজনক গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়াতে তদর্শনে আবাল বৃদ্ধ সকলের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। আহা এই কাল যদি মহাত্মা রামমোহন রায়ের বর্তমান কাল হইত তবে এ সমুদয় ঘটনা কি তাঁহার প্রতি সামান্য আফ্লাদের কারণ হইত? বিশেষতঃ অদ্যকার এই আনন্দপূর্ণ সমাজে আমারদিগের সহিত উপবেশন পূর্বক এই ব্রহ্মোপাসক মহোদয় মণ্ডলীকে দর্শন করিলে তাঁহার অন্তঃকরণে কি সামান্য আফ্লাদের সঞ্চার হইত?

যে বঙ্গদেশে কোন সভার জীবন সম্বৎসর হওয়া দুষ্কর, এবং যেখানে বিজাতীয় ধর্ম মহাপরাক্রম দ্বারা চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে, সেখানে যে এই সমাজ পূর্ণ চতুর্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে ইহা নিতান্ত কেবল এই ধর্মের সভ্যতার ফল। কিন্তু হে সভাস্থ ব্রহ্মজ্ঞানোৎসাহি মহোদয়গণ! এ সমাজ কিঞ্চিৎ বলবান্ হইয়াছে, এই ক্ষণে যেন আর যত্নের আলস্ত হয় না। বিবেচনা করিলে অধুনা পূর্বোপেক্ষা অধিকতর যত্ন আবশ্যক। যেরূপ কোন বৃক্ষের বীজ রোপণের কাল অপেক্ষা উন্নতির কালে অধিক শক্ত বৃদ্ধি হয়; কীট সকল তাহার মূলচ্ছেদন করে, পশুগণ তাহার শাখা পল্লবাদি ভক্ষণ করে এবং চৌরেরা তাহার ফল পুষ্প অপহরণ করিতে চেষ্টিত হয়, তদ্রূপ এ সমাজের বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সহিত তাহার বিপক্ষদলেরও অধিক শক্ততা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং যে পরিমাণে ইহার উন্নতি হইতেছে, সেই পরিমাণে তাহারদিগেরও দ্বেষের আধিক্য হইতেছে। অতএব যেরূপ বৃদ্ধিকালে সেই বৃক্ষকে কীট চৌরাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধিক যত্ন আবশ্যক, তদ্রূপ এ ক্ষণে এই সমাজকে শক্তির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধিক যত্ন আবশ্যক হইয়াছে। সাহসকে আশ্রয় কর,

উৎসাহকে প্ররোচিত কর, এবং সমাজের কর্ম সাধন জন্তু যাঁহ
 হও। আমাদিগের কার্য অতি মহৎ, আশা অতি দীর্ঘ, ফল
 অতি আশ্চর্য্য, তৎপরিমাণে আমাদিগের পরিশ্রমও অতি বৃহৎ
 হইবে। অসাধারণ কার্য্য কি অসাধারণ ক্লেশ বিনা সিদ্ধ হয়
 এবং ঐহিক সাধনা বিনা কি পারমার্থিক সুখ প্রাপ্ত হয় আমি ?
 পুনর্বার উচ্চারণ করিতেছি যে অতি কঠিন কর্মের ভার আমরা
 গ্রহণ করিয়াছি, যেহেতু এ দেশের অধিপতিরা আমাদিগের
 বিদ্যম্বী স্বদেশস্থ লোক আমাদিগের বিপক্ষ, এবং কি আক্ষেপ !
 কি লজ্জার বিষয় ! যে আপন পরিবার আমাদিগের বিরোধী।
 এই সকল ভয়ঙ্কর কণ্টক দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এক জনের উৎ-
 সাহে, কি এক জনের যত্নে, কি এক জনের সাহায্যে নির্ভর করিয়া
 আমরা 'স্বয়ং অলস রহিব ? এবং চির কাল কি সমভাবে কাল
 ক্ষেপণ করিব ? অদ্য অপেক্ষা কল্যাণ অধিক উৎসাহি হও, এবং
 কল্যাণ অপেক্ষা তৎপর দিবস অধিকতর যত্ন কর। যদিও ব্রহ্মো-
 পাসক সমুদায় মহোদয়দিগের শরীর সর্ব্বদা একত্র হওয়া চুক্কর,
 কিন্তু যখন তাঁহাদিগের মনের ঐক্য আছে তখন তন্মধ্যে যিনি
 যেখানে যে অবস্থায় থাকুন, কেবল ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার তাঁহার সকল
 কার্য্যের মূলীভূত হইবে। সকল বিবাদ পরিভাগ পূর্ব্বক আমা-
 দিগের মধ্যে কেবল এই বিবাদ থাকিবে যে এই মহৎ কার্য্যে
 কে অধিক সাহায্য করিতে পারে। ফলতঃ আমাদিগের চেষ্টা
 নিষ্ফলা ইহবার আর সংশয় নাই, যত কাল জ্ঞানালোচনার অল্লাভ
 ছিল, তত কাল এ ধর্ম্মের ক্ষয়িতা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে এই
 ক্ষণে এ দেশের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে যেখানে
 ছাত্রেরা যুক্তির দ্বারা কেবল এক পরমেশ্বরের উপাসনাই সত্য
 ধর্ম্ম জানিতেছে, এবং গৃহে যে সকল কাল্পনিক প্রতিমা পূজাদির
 অল্পশীলন দেখে, তাহাকে কাল্পনিক ধর্ম্ম রূপে বোধ করিতেছে,
 অতএব তাঁহাদিগকে এই মাত্র উপদেশ দেওয়া আবশ্যক যে
 তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া জানিতেছেন, তাহাই আমাদিগের
 শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, সুতরাং ইহা হইলে তাঁহারা এই ক্ষণে আমা-
 দিগের বিপক্ষ আছেন, তাঁহাদিগের সন্তানেরাই আমার

দিগের স্বপক্ষ হইবেক; তখন ঈশ্বরপ্রসাদে এ দেশ ব্যাপিয়া বংশবাটীর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ন্যায় বিদ্যালয় সকল স্থানে স্থানে স্থাপিত হইবে যেখানে বালকেরা যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রাপ্ত হইবে। এমত আশ্লাদজনক কাল উপস্থিত হইলে সূর্য্যাকিরণের ন্যায় অথগু ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই ভারত বর্ষ পূর্ণ থাকিবে, তৎকালাবধি ব্রহ্মজ্ঞানের হ্রাস হইবার আর সম্ভাবনাও থাকিবে না। আমার-দিগের ভারত বর্ষে এমত স্নেহের কাল কোন্ দিন উপস্থিত হইবে!

আদ্যকার সমাজ দর্শনে এ সমাজকে অনেক কৃতকার্য্য দেখিয়া অন্তঃকরণ বেকম প্রফুল্ল হইতেছে, তাহাতে কোন ক্ষোভ, কোন আশঙ্কা চিন্তাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, কেবল এই আশা হইতেছে যে ভবিষ্যৎ বৎসরে স্বদেশের অধিক ভাগে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভা বিকীর্ণ দেখিব।

হে জগদীশ্বর এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা ব্রাহ্ম-দিগের প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৬৬ শক।

সাংসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা।

পঞ্চদশ বৎসর গত হইল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্বজ্ঞান-শ্রেষ্ঠ এবং ঐহিক আনন্দ ও পারত্রিক মুক্তির সোপান-স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার জন্য শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম দ্বারা এই ব্রাহ্ম-সমাজ ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এই স্থানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার পরিশ্রম ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে চিন্ত কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। তাঁহার জীবিতাব-স্থায় বঙ্গ ভূমির এক দিগে বিজ্ঞাতীয় ধর্ম্ম-সংস্থাপকেরা দেশের

প্রত্যেক পল্লীতে এবং নগরস্থ প্রত্যেক পথে দলবদ্ধ হওত তন্ত্ৰে ধর্ম পুস্তকান্তর্গত গ্রন্থ সকল বিতরণ এবং পাঠশালা সংস্থাপনাদি বিবিধ উপায়ের দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্মের জাল বিস্তীর্ণ করিতেছিল, অন্য দিগে এই দেশস্থ ধর্মোপদেশকেরা পুরাণ তন্ত্রামুযায়ি কাল্পনিক পৌত্তলিক ধর্মে মত্ত থাকিয়া সংস্কারবলে বহু কালের পুরাতন শাস্ত্রার্থের বিতাক করত দেশস্থ লোকের মন তমোবৃত্ত করিতে ছিলেন; কিন্তু সেই মহাত্মা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম প্রচারের দ্বারা এই খ্রীষ্ট-ধর্ম-জালচ্ছেদন করিতে এবং লোকের মনকে অজ্ঞকার হইতে মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি যে তাঁহার উৎসাহে আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার পথ মুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার সহযোগি পূজাপাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকেও ধন্যবাদ করি যে তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থামুসারে বিধি পূর্বক ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করত আমারদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। এই ক্ষণে পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা যে এই পুণ্য ভারত ভূমি পুণ্যাবান ব্রাহ্ম দ্বারা আশু পরিপূর্ণ হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

. ১৭৬৬ শক ।

সাধ্ব্যসঙ্গিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

কোন ধর্ম বিধি পূর্বক গৃহীত না হইলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, এবং সাধকের মনে দৃঢ়তা থাকে না; এই ব্রাহ্মধর্ম কোন বিধি ও নিয়ম পূর্বক গৃহীত না হওয়াতেই লুপ্ত প্রায় হইতেছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যে বিধি পূর্বক ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করাইতে পারেন নাই ইহাতে তাঁহার এ বিষয়ে ক্রটি বলা যায় না; কারণ যে রূপ কোন

বন্য ভূমিতে সুফল বৃক্ষ রোপণ করিবার নিমিত্তে অগ্রে তাহার বন্যবৃক্ষচ্ছেদনাদি দ্বারা তাহাকে আধার করিয়া পশ্চাৎ মনো-গত বৃক্ষের রোপণ করিতে হয়, সেই রূপ ঐ মহাত্মার এ প্রদে-শকে অজ্ঞান কণ্টক হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞান বীজ রোপণের আধার করিতেই সময় ক্ষেপণ হইয়াছিল; বরঞ্চ তাঁহার সহ-যোগী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহা-শয়ের নিকট অবগতি হইয়াছে যে এই রূপে ব্রাহ্মবিদ্যা প্রদান করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু লোক সকল মলিনাস্তঃকরণে ও বাবহারিক ভয়ে তাহা গ্রহণ না করিতে সুতরাং তাঁহাকে ক্ষান্ত এবং দুঃখিত থাকিতে হইয়াছিল। এই ক্ষণে পরমেশ্বর প্রসাদাৎ অধিক আত্মাদের বিষয় এই যে সেই রামমোহন রায়ের যত্নে এত কালে লোকের মনঃক্ষেত্র-পরিষ্কৃত হইয়াছে যে তাঁহার সেই সহযোগী শ্রীযুক্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য রূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারা-র্থানুসারে বিধি পূর্বক এই ব্রাহ্মধর্ম লোক সকলকে উপদেশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। তন্নিয়মে উপদিষ্ট অনেক ব্রাহ্মকে অদ্যকার সমাজে স্থানে স্থানে দেখিয়া কি আনন্দে মন মগ্ন হইতেছে! হে পরমেশ্বর! যেন আগামি বৎসরের এই সপ্তম-সরিক ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

ॐ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৬৬ শক।

সাংসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

তৃতীয় বক্তৃতা।

নিয়ম পূর্বক বিধিবৎ ঔষধ সেবন দ্বারা যেরূপ পীড়ার আশু শান্তি হয়, সেইরূপ নিয়মমত প্রতিজ্ঞার সহিত কার্যা-রস্ত করিলে তাহার সুসিদ্ধি অবিলম্বে সম্ভব হয়। অতঃপাশ্চ

দ্রুত হইলেও মেরুপ সংঘত প্রতিজ্ঞাশীল সুবোধ সারথির শাসন দ্বারা ক্রমশঃ বশীভূত হয় এবং সুপথে গমন করে, সেই রূপ ইন্দ্রিয়গণ চাঞ্চল্যমান হইলেও যথাবিধি নিয়ম প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাশীল ব্যক্তির যত্ন দ্বারা অবিলম্বে তাহার শান্ত হইতে পারে। অতএব সকল কার্য্য বিশেষতঃ ধর্ম্মের আশ্রয় বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্তব্য। এই সমাজের স্থাপনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এই রূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসকের দল স্থাপন করিবার জন্য দৃঢ়তর উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও দ্বৈষের আধিক্য প্রযুক্ত সে উদ্যোগ বিফল হইল, কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইল না। ঈশ্বরপ্রসাদে উক্ত মহাত্মা কর্ত্তক রোপিত জ্ঞানাকুর বল প্রাপ্ত হওয়াতে কালবশে এই ক্ষণে সেইরূপ বিধিনিষেধিত প্রতিজ্ঞাশীল ব্রহ্মোপাসক অনেকে হইতেছেন যাহারা ব্রাহ্ম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ফলতঃ অধিক আক্সাদের বিষয় এই যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রধান সহকারী যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি তৎকালে ব্রাহ্মদল স্থাপনে অধিক উৎসাহী ছিলেন, তিনিই এইক্ষণকার ব্রাহ্মদিগের আচার্য্য হইয়াছেন। তিনি এক বার এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রাচীন কালে সেই প্রাচীন আশাকে পূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আক্সাদযুক্ত হইয়াছেন, এবং সে আক্সাদ তিনি ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনেক ব্রাহ্মই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এই ক্ষণে যে বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা দেশ উজ্জ্বল হইবে তাহার অতিশয় আশা হইতেছে। হে জগদীশ্বর এই আশা অচিরাৎ ফলবতী করিয়া এ দেশ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা পূর্ণ কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭১ শক।

সাংসারিক ব্রাহ্মসমাজ।

আত্মানমেব শ্রিয়মুপাসীত।

কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন যে যখন বিপদ কিংবা অন্য কোন সময়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে তিনি আপনার অথবা নিয়ম সকল কখন উল্লঙ্ঘন করেন না, আর যখন কোন পৃথিবীস্থ রাজার ন্যায় স্তুতি বন্দনা তাঁহার তুষ্টিকর হয় না তখন তাঁহার উপাসনার আবশ্যক কি? এরূপ আপত্তি কারকেরা বিবেচনা করেন না যে যদ্যপি ঈশ্বরোপাসনার প্রতি কোন সাংসারিক কামনার সাফল্য নির্ভর করে না বটে, তথাপি তাহা নিতান্ত কর্তব্য কর্ম। যিনি মঙ্গল অভিপ্রায়ে প্রাকৃতিক সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যিনি জল বায়ু আলোক প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সকল এমন প্রচুররূপে দিয়াছেন যে সে সকল মূল্য দিয়া আহরণ করিতে হয় না, যিনি মনের ক্ষুধা নিবারণ নিমিত্ত বিদ্যার নিয়োগ করিয়াছেন, যিনি ভাষা বালকের পোষণ নিমিত্ত মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চয় করেন, যিনি কি পুণ্যবান কি পাপী কি ব্রহ্মনিষ্ঠ কি নাস্তিক সকলেরই উপজীবিকা বিতরণ করিতেছেন, আর পিতা-কর্তৃক নির্ধারিত হইলেও এবং প্রভুর কোপে জীবিকাচ্যুত হইলেও যিনি বাস ও জীবিকা প্রদান করিতে ক্ষান্ত হয়েন না, হা! তাঁহার প্রতি কি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্তব্য কর্ম নহে? তাঁহার প্রতি আন্তরিক প্রজ্ঞা-অর্পণ করা কি উচিত বোধ হয় না? যখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইল তখন পিতা, মাতা, ও বন্ধু স্বরূপে তাঁহার প্রতি আমরা যদিগের যে কর্তব্য কর্ম তাহাও সাধন করিতে হইবেক। “মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোং।” পরমেশ্বর আমাদেরকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। হে অকৃতজ্ঞ পুঞ্জেরা! তোমাদের পিতাকে তোমরা স্বরণ না কর, তাঁহার প্রতি তোমরা প্রজ্ঞা

না কর, কিন্তু তিনি তোমারদিগের প্রতি যে রূপ করুণা বর্ষণ করিতেছেন তাহা বর্ষণ করিতে কান্ত থাকিবেন না। পরমেশ্বরের উপাসনা কেবল কর্তব্য কর্ম নহে তাহা অত্যন্ত আনন্দ জনক হইয়াছে। জগদীশ্বর যত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তন্মধ্যে এই এক নিয়ম যে ব্রহ্ম চিন্তাতে অত্যন্ত সুখোৎপত্তি হয়। বোধাতীত সুকৌশল সম্পন্ন মহৎ বিশ্ব কার্য্য আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা প্রতিপন্ন করা যে কি আনন্দজনক তাহা বাক্য পথের অতীত। সে সুখ যে ব্যক্তি যথার্থরূপে আনন্দজনক করেন তাঁহার নিকট পৃথিবীর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ও শোভনতম মুকুট সকল তুচ্ছ বোধ হয়। যখন মন ঈশ্বরের কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া তাঁহার মহিমা স্বভাবতঃ এইরূপ কীর্ত্তন করে যে “হে পরমাত্মন! তোমার মঙ্গলানন্দোৎপন্ন এই বিচিত্র জগৎ কি আশ্চর্য্য রচনা! কি নিরূপম কৌশল! কি অনন্ত ব্যাপার! ভুরি ভুরি গূঢ় কার্য্য সহিত এই এক ভুলোকই কি প্রকাণ্ড পদার্থ! এই ভূমণ্ডল অপেক্ষা অতুল পরিমাণে বৃহত্তর কত অসংখ্য অসংখ্য লোকমণ্ডল গগণে বিস্তৃত রহিয়াছে! অক্ষকার রজনীতে ঘন বর্জিত আকাশে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উজ্জ্বল নক্ষত্র গহন কি অগণ্যরূপে প্রকাশ পায়! নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, সূর্য্যের পর সূর্য্য! এমত সূর্য্য সকলও আছে স্বাহারদিগের রশ্মি নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে অদ্যাপি আসন্ন হইতে পারে নাই! হে জগদীশ্বর! তোমার শক্তি বাক্য মনের অগোচর এমত ব্রহ্মাণ্ড তুমি এক কালে সৃজন করিলে, তুমি চিন্তা করিলে আর এ সমস্ত তৎক্ষণাৎ হইল! তোমার জ্ঞানের কথা কি কহিব? যখন এক বৃক্ষ পত্রের রচনা আমরা এ ক্ষণ পর্য্যন্তও সম্যক-রূপে জ্ঞাত হইতে পারি নাই তখন আমরা তোমার জ্ঞান-সমুদ্র সম্ভরণ দ্বারা কি প্রকারে পার হইব? দিব্যরাত্র ঘড়ীতুর কি সূচক বিবর্তন! পঞ্চ ভূতের পরস্পর সামঞ্জস্য কি চমৎকার নিয়ম! জীবশরীর কি পরিপাটি শিল্পকার্য্য! মহাশয়ের মন কি নিপুণ কৌশল! তুমি সৃষ্টির সময়ে যে সকল নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলে অদ্যাপি সেই সকল নিয়ম দ্বারা জগতের কার্য্য

অশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ হইতেছে; প্রথম দিবসে তোমার সৃষ্টি
 যে রূপ মনোহর দৃশ্য ছিল অদ্যাপি তাহা সেই রূপ মনোহর
 দৃশ্য রহিয়াছে। মহৎ তোমার কীর্তি, জগদীশ্বর! অনন্ত তোমার
 মহিমা! কোন্ মন তোমাকে অমুখাবন করিতে পারে? কোন্
 জিহ্বা তোমাকে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? যখন ঈশ্বরের কার্য
 আলোচনা করিয়া মন এ প্রকারে আপনা হইতেই সেই পরম
 পাতার মহিমা কীর্তন করিতে থাকে তখন সে কি বিপুল ও
 বিমলানন্দ সম্ভোগ করে! কলতঃ সকল পদার্থ হইতে যিনি
 শ্রেষ্ঠতম তাঁহার স্বরূপ চিন্তা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ হইবে ইহাতে
 আশ্চর্য্য কি? এমত শ্রেষ্ঠতম পদার্থের প্রতি—এমত প্রীতিযোগ্য
 পদার্থের প্রতি যে পরিমাণে প্রীতি প্রগাঢ় হইতে থাকে সেই
 পরিমাণে ব্রহ্মোপাসনার আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকে। “আত্মা-
 নমেব প্রিয়মুপাসীত।” যিনি মঙ্গল-সঙ্কল্প-জ্ঞান, যিনি নির্মলান-
 ন্দস্বরূপ পদার্থ, বাঁহার সহিত আমারদিগের নিত্য সম্বন্ধ, যিনি
 আমারদিগের শেষ গতি, যিনি ইহ কালে মঙ্গল বিতরণ করিতে-
 ছেন এবং পর কালে ক্রমে ক্রমে অধিকতর মঙ্গল বিতরণ করিবেন,
 যিনি অবশেষে আমারদিগকে এক আনন্দ পরিচ্ছদ প্রদান করি-
 বেন যাহা কখনই জীর্ণ হইবেক না, তাঁহাকে চিন্তা করিলে কোন্
 সুস্থ মন প্রীতিরূপ পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে অগ্রসর না
 হইবেক? মনুষ্যের শরীর ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যের মন পরিবর্তনের
 আকর। পরমেশ্বরের প্রতি যিনি প্রীতি করেন তাহার সুস্থদের
 সহিত তাঁহার কখন বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই “সব্বাত্মা-
 নমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হ্যস্মি প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি”। মনুষ্যের
 যে নিজোন্নতির বাসনা আছে তাহা মোক্ষাবস্থা ব্যতীত, পরম-
 পুরুষার্থ ব্যতীত, আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না? ঈশ্বর-
 ব্যতীত, আর কোন বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া তিনি প্রীতির
 সার্থকতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না ব্রহ্ম ব্যক্তি ইহা আপনার
 অত্যন্ত সৌভাগ্য জ্ঞান করেন যে এই প্রধ্বংসমান সংসারে তিনি
 এমত এক পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন বাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপন
 করিয়া বাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি তাহাতে সুস্থির

থাকিতে পারেন। যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় পরমাত্মাকে
 হর্ষণ করেন, সর্বব্যাপিরূপে আপনাত্ত্বিক আশ্রয় অস্তরে
 প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত সন্তোষাম্বুতে সিক্ত হয় এবং
 বিশ্ব সংসার পরম মঙ্গল ও নির্মলানন্দের আলংকরণে প্রতীত
 হইয়া সকল বস্তু তাঁহার সম্মুখে সুখের আকর হয়। কৰ্ত্তব্য কৰ্ম
 অঞ্চল পরম উৎকৃষ্ট আনন্দজনক ব্রহ্মোপাসনা সূচ্যরূপে সম্পা-
 দন করা, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি বাহাতে উত্তরোত্তর গাঢ় হয়
 তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্থায়ী হয়, এমত অভ্যাস
 করা, জীবনের মুখ্য কৰ্ম হইয়াছে কারণ প্রতীত হইতেছে যে
 পরমেশ্বর যে নিত্য পূর্ণ সুখের অবস্থা আমারদিগকে প্রদান করি-
 বেন তাহার সুখ কেবল এই সুখ। হে পরমাত্মন! প্রীতিপূর্ণ
 মনের সহিত তোমার আলোচনার সময়ে যে সুস্মিৎ সুমির্মল
 মহদানন্দ দ্বারা চিত্ত কখন কখনো প্রাণিত হয়, তোমার নিকটে
 এই প্রার্থনা যে সেই আনন্দ তুমি চিরস্থায়ী কর তাহা হইলে
 আমি পরিত্রাণ ও কৃতার্থ হইলাম। ঈশ্বরের প্রতি উত্তরোত্তর
 যত গাঢ় হইবে তাঁহার প্রত্যক্ষ উত্তরোত্তর যত অধিক স্থায়ী
 হইবে ততই আমারদিগকে মুক্তির নিকটতর জ্ঞান করিতে
 হইবেক।

কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনাতে এ প্রকার আনন্দ প্রতিভাত হয়
 না, এ প্রকার কল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুদ্যপি সেই উপাসনার
 এক অঙ্গ সাধন অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন না হয়। যেমত
 রাজার নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহাকে কেবল অভিবাদন
 করিলে তাঁহার নিকট তাহা গ্রাহ্য হয় না তদ্রূপ ঈশ্বরের নিয়ম
 প্রতিপালন না করিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে সে উপাসনাও
 তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। অন্তর বিগুহ না হইলে ঈশ্বরজ্ঞান
 তাহাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় না। “জ্ঞানপ্রসাদেন বিগুহ-
 সত্ত্বস্তত্ত্ব জ্ঞং পশ্যতে নিষ্কলং ধায়মানঃ” ইহা অত্যন্ত আশ্চে-
 পের বিষয় যে এ ক্ষণে অনেকের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান কোন আনন্দ
 জনক বিদ্যার স্থায় আলোচিত হইয়া থাকে, কার্যের সময় তাহা
 কিছুই প্রকাশ পায় না। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! নরকস্বরূপ

তোমার মনের সহিত সেই পরিশুদ্ধ অপাপবিন্দু পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে কি প্রকারে তোমার ভরসা হয়? অশুভ স্বরে অতি পরিপাটীরূপে বেদ পাঠই কর আর উপনিষদের ভুরি ভুরি শ্লোক কণ্ঠস্থই থাকুক, আর সূচারূপে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের সন্দেহ সূতর্ক দ্বারা নিরাকরণই কর তথাপি অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে? বরঞ্চ পরমেশ্বর অজ্ঞ পাপী অপেক্ষা বিদ্বান্ পাপীর প্রতি অধিক রুঢ় হইবেন। অজ্ঞ ব্যক্তি কুপে পতিত হইয়া থাকে; চক্ষুঃ থাকিতে কুপে পতিত হইলে কোন প্রকারে ক্ষমার বোধ্য হইতে পারে না। বিদ্বান্ পাপী অপেক্ষা অজ্ঞ সাধু মহত্তর ব্যক্তি। হে বিদ্বান্! আমি মানিলাম যে তুমি বিবিধ শাস্ত্রে অতি ব্যুৎপন্ন, জ্ঞানোপদেশ প্রদানে অভিদক্ষ, নানা শাস্ত্র হইতে ভুরি ভুরি সমীচীন শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্যোত্তর করিতে পার কিন্তু যে পর্যন্ত তুমি তোমার চরিত্র শোধন না কর, তোমার ব্যাখ্যাতে উপদেশ সকল কার্য্যেতে পরিণত না কর, সে পর্যন্ত তুমি কেবল এক ঐশ্বর্য্যাক চতুষ্পদ তুল্য। “নায়ামায়া বলহীনেন লভ্যঃ”। পরমায়া ইন্দ্রিয়লোল ব্যক্তিদ্বারা কখন লব্ধ হইবেন না। “নাবিরতোদুষ্চরিতান্নাশান্তোনাঃসমাহিতঃ। নান্নানুমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমায়াপুয়াৎ”। অশান্ত অসমাহিত দুষ্চরিত্র ব্যক্তি কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বরের নিয়ম কি সূচারূপে অনুধাবন! মন রিপুলকল বশে রাখিয়া ও হিতৈষণা দ্বারা আত্ম থাকিয়া কি সুস্থ ও প্রকৌল্যতা দ্বারা জ্যোতির্জ্ঞান থাকে! ইন্দ্রিয় নিগ্রহে চরিত্র শোধনে প্রথম অনেক কষ্ট কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহজ হইয়া পরিশেষে অপর্য়্যাপ্ত সুখ লাভ হয়। অদ্য তুমি নিত্য আচরিত কুকর্ম্ম হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত হও, কল্যা নিবৃত্ত হও। অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, পরশ্বঃ তদপেক্ষা এই রূপে ক্রমে তুমি পাপ রূপ পিশাচীর লৌহশরীরের আলিঙ্গন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে ধর্মাচল আরোহণ করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট বোধ হয় কিন্তু তাহাতে আরোহণ করিলে শান্তির সুষম হিল্লোল সেবিত পরমোৎকৃষ্ট আনন্দ কুঞ্জে অবস্থিতি

করত মুমুকু ব্যক্তি কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হয়েন তাহা বর্ণনাজীত । ইহা নিঃসন্দেহ যে সেই আনন্দের স্বরূপ যদি এক বার পাপাঙ্গা ব্যক্তির প্রতি প্রতিভাত হয় তবে সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে বিরত হইতে সম্যক্ চেষ্টাবান হয় । ধর্ম কি রমণীয় পদার্থ, ধর্মের কি মনোহর স্বরূপ ! “ ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু, ধর্ম্মাৎ পরং নান্তি ” সকল বস্তুর মধ্যে ধর্ম মধু স্বরূপ হইয়াছে, ধর্ম হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই । “ হে পরমাত্মন মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া ও দুর্শ্রুতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রেষ্ঠা ও শ্রীতিপূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরমমঙ্গল ও নির্মলানন্দ স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর যাহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই ” ।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭২ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা ।

অদ্য কি শুভ দিন ! অদ্য আনন্দরূপ সুধাকর কিরণে জগৎ স্পর্শোদ্ভিত দেখিতেছি ! ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অদ্যকার সুখ-ময় সময় অতিশয় পবিত্র ও পরম প্রার্থনীয় । যিনি অদ্য সমাজস্থ হইয়া কেবল উজ্জ্বল দীপ-জ্যোতি ও বাহ্য শোভা মাত্র সম্ভর্ষণ করিয়া নিরস্ত রহিয়াছেন, তিনি অদ্যকার সমাজের অপূর্ব্ব অল্পপম শোভার কিছুই দেখিলেন না । বাহ্য সৌন্দর্য্যের অপেক্ষায় কোটি গুণ উজ্জ্বল ও অনন্ত গুণ শোভাকর যে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় রমণীয় জ্যোতিঃপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পরমেশ্বর-পরায়ণ সচ্ছরিত সাধুদিগের হৃদয়াকাশ পূর্ণ করিতেছে, তাহা তাঁহার অদৃষ্ট হইল না । এক বৎসরের পরে আমরা সাম্বৎ-

সরিক সমাজের কার্য সাধনার্থে—জগদীশ্বর সমিধান্নে আমা-
রদিগের ধর্মোন্নতি ও জ্ঞান বৃদ্ধির পরিচয় প্রদানার্থে একত্র
সমাগত হইয়াছি। গত সাংসরিক সমাজের পর সম্পূর্ণ এক
বৎসর অতীত হইয়াছে,—সূর্য্য ক্রমে ক্রমে আর এক বার দ্বাদশ
রাশি ভোগ করিয়াছেন, সমুদায় ঋতু একাদি ক্রমে আর এক বার
পরিবর্ত্ত হইয়াছে, পৃথিবীও আর এক বার প্রজা পরিপালন
কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপনার অপার উদার্য্য গুণের পরীক্ষা
প্রদান করিয়াছেন। এই রূপ ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু পরমেশ্বরের
শুভকর শাসনানুযায়ে স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক সংসারের
উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছে। এ ক্ষণে, হে ব্রাহ্মগণ! এই
অতীত দ্বাদশ মাসে আপনারা আপনারদিগের উন্নতি সাধনে
কত দূর সমর্থ হইয়াছেন, তাহা এক বার অনুধাবন করিয়া দেখা
উচিত। এ উন্নতি শব্দে ধন বৃদ্ধি নহে, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি নহে, মান ও
প্রভুত্ব বৃদ্ধিও নহে। তদপেক্ষায় কোটি গুণ—অনন্ত গুণ উৎকৃষ্ট
অমূল্য ধনের উন্নতি জিজ্ঞাসা আমার উদ্দেশ্য। আপনারা স্বকীয়
স্বরূপ মার্জিত ও পরিশুদ্ধ করিতে—পরম পিতা পরমেশ্বরের
প্রতি প্রীতি ও প্রজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিতে—
নির্ভয়ে ও সানন্দ হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিতে—প্রকৃতরূপে
ব্রাহ্মধর্ম পালন করিতে কত দূর সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অদ্য
আলোচনা করা কর্তব্য। হে জগদীশ্বর! এ সমাজে যেন এমন
কোন ব্যক্তি না থাকেন, যে তিনি গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর
আপনাকে অধর্ম্মপক্ষে অধিক নিমগ্ন দেখিয়া তোমার “উদ্যত
বজ্র” ভয়ে তোমাকে স্মরণ করিতে শঙ্কিত হইতেছেন। আমার-
দিগের ইহা সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম রাখা উচিত, যে আমাদেরদিগের এই
ধর্ম্ম যেন কেবল মৌখিক ধর্ম্ম না হয়। ভূমণ্ডলে এ প্রকার অত্যা-
ৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। এই ধর্ম্মই ঈশ্বরানুপ্রোত
মথার্থ ধর্ম্ম এবং পরম পুরুষার্থ সাধনের একমাত্র উপায়। পৃথি-
বীস্থ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানাপন্ন মহাত্মারা ইহা স্ব স্ব দেশ-
প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াও এই ধর্ম্ম অবলম্বন
করেন। ইহা আমাদেরদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যে আমরা

আমাকে একমুখ হইয়া এই পরম ধর্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হই-
 ডেছি। ব্রাহ্মেরা যৎপরিমাণে এ ধর্ম পালন করিতে পারিবেন—
 ব্রাহ্ম-ধর্মোচিত কৰ্ত্তব্য কর্ম সকল অনুষ্ঠান করিতে শক্ত হইবেন,
 তৎপরিমাণে তাঁহারদিগের ব্রাহ্মত্ব রক্ষা পাইবে, স্বধর্ম প্রবল
 হইয়া স্বদেশের কল্যাণ হইবে, পরমেশ্বরের স্তুতকর অভিপ্রায়
 সম্পন্ন হইবেক, এবং যিনি এ দেশে এই ধর্ম প্রথম প্রচার করেন,
 তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

তাঁহাকে স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে আর অন্য কোন বিষয়
 স্থান পায় না। অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্জ হইয়া, ভক্তি
 প্রকৃতিতে পূর্ণ হয়, শরীর লোমাক্ষিত ও প্রেক্ষণিক বিনির্গত হয়।
 সেই পরমেশ্বরপরায়ণ অসাধারণ আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিই
 প্রথমে এ দেশে অজ্ঞান বন ছেদন ও জ্ঞানাস্কর রোপণের পথ
 প্রদর্শন করেন। ব্রাহ্মধর্মের মূল, অন্বেষণ করিলে তিনিই এই
 ব্রাহ্ম-সমাজরূপ সুরমা বৃক্ষমূলে বীজরূপে দৃষ্ট হইবেন। এখনও
 তাঁহার নাম উচ্চারিত হয় নাই বটে, কিন্তু অদ্য সমাজস্থ
 হইয়া কোন ব্যক্তি রামমোহন রায়কে অন্তর হইতে অন্তর্হিত
 করিতে পারে? যাহাতে ভারত বর্ষের বিষম দুঃখবস্থা দূরীকৃত হয়,
 বিশেষতঃ কাল্পনিক ধর্ম সকল নিরাকৃত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-
 কারণ এক মাত্র অদ্বিতীয় নিরবয়ব পরাংপর পরমেশ্বরের
 উপাসনা প্রচলিত হয়, তাহাই তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত
 কার্যের উদ্দেশ্য ছিল। জননী জন্ম-ভূমির দুঃখ মোচনার্থে যে রূপ
 বল করা কৰ্ত্তব্য, তাহা তিনিই জানিতেন ও তিনিই করিয়া
 গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মস্ত ও চেষ্টা কি কেবল এই ক্ষুদ্র বঙ্গ
 দেশের উপকার মাত্রে পর্যাপ্ত ছিল? তাঁহার স্বভাব যেমন
 উদার ও অভিপ্রায় যেমন মহৎ তাঁহার কার্য ও সেই প্রকার
 অসাধারণ। বেগবান সিন্ধুনদ, সুবার-মণ্ডিত হিমালয় এবং আবা
 ও আসামের বন্যকীর্ত্তি পর্যন্তও তাঁহার জন্ম-ভূমির সীমা ছিল
 না। তাঁহার জন্ম-ভূমি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চতুর্দিশা-
 সাগর দ্বারা আবদ্ধ ছিল। তিনি সমুদায় ভূমণ্ডলকে স্বকীয়
 দেশ এবং ভারত বর্ষকে গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তিনি

সকলকেই স্বদেশীয় মনুষ্য বোধ করিডেন, এবং তিনি স্বয়ং যে জ্ঞান রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব সাধারণকেই বিতরণ করিবার নিমিত্ত ব্যাণ্ট ছিলেন। এক মাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা পৃথিবীর সর্ব স্থানে ব্যাপ্ত হয়, ইহাই তাঁহার ব্যক্তি ছিল। যে পরম ধর্ম সমুদায় মনুষ্যের মানস-পটে ও সকল বাহ্য পদার্থের সর্ব স্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এই বিশ্বরূপ অভ্যন্ত গ্রন্থই যে ধর্মের সাক্ষী, স্তম্ভরূপ বাহার প্রামাণ্য বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় নাই, তাহাই প্রচার করণার্থে তিনি প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ মাত্রকে পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিডেন, এবং তদীয় আলোচনা এবং তদ্ব্যবহার গ্রন্থাভ্যুদয় দ্বারা স্বয়ং চরিতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি নানা দেশীয় নানা জাতীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিডেন, এবং তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় শাস্ত্র হইতে সত্য ধর্ম উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদেরিগের বোধ-স্থলত করিয়া দিডেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার কালে স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ করিডেন, সেইরূপ মোসলমানদিগের সহিত বিচার কালে কোরাণের প্রমাণ এবং খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচার কালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিডেন, কারণ সত্য-স্বরূপ মহারত্ন সর্ব স্থান হইতেই লভনীয়। তিনি এই রূপ বিচারে সমুদায় প্রতিপক্ষ নিরস্ত করিয়া স্বীয় পক্ষ স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান তিনেরই মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে আপন ধর্মে নিবিশ্বাস করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বি ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনা-স্থান, এবং সকল দেশে তাঁহার যে ধর্ম প্রচারের অভিলাষ ছিল, তাহাই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম। তাঁহার এই প্রকার মহৎ অভিপ্রায় ছিল, যে পরাংপর পরমেশ্বর আমারদিগের সকলেরই পরমপিতা, সকলেরই পরমারাধ্য এবং সকলেরই পরম প্রীতিভাজন। তিনি “সর্বস্ত প্রভুশীর্ণানং সর্বস্য শরণং স্মৃৎ” সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণা, সকলের স্মৃৎ।

তিনি “সর্বোৎকৃষ্ট ভূতানামধিপতিঃ সর্বোৎকৃষ্ট ভূতানাং রাজা” সকল প্রাণির অধিপতি ও সকল প্রাণির রাজা। তাঁহার নিকট জাতি নাই, বর্ণ নাই, উপাধি নাই, অতিমানও নাই। আমরা সকলেই সেই “অমৃতস্য পূজাঃ” এবং সকলেই তাঁহার তত্ত্ব রস পানে অধিকারি। সকলেরই প্রজ্ঞাতিবিক্ত হইয়া সমবেত স্বর নিঃসারণ পুরুষের তাঁহার গুণগান করা কর্তব্য। যে দেশীয় যে জাতীয় যে কোন ব্যক্তি আপনার হৃদয় আসনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি রূপ পবিত্র পুষ্প প্রদান করুন, তিনি তাঁহারই আরাধনা গ্রহণ করেন। অতএব শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এই পরম শুভকর অভিপ্রায়ানুসারে এই ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত করিয়া ব্রহ্মোপাসক-দিগের সাধারণ উপাসনার স্থান করিলেন। যে দেশীয় যে কোন ব্যক্তি এক মাত্র, অদ্বিতীয়, বিচিত্র-শক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বাবয়ব-বিবর্জিত, সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্তা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল প্রদাতা পরাৎপর পরমেশ্বরে প্রীতি করেন, এবং তাঁহারই প্রীত্যর্থে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সমুদায় সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করেন, এ সমাজ তাঁহারই উপাসনা স্থান।

অতএব যে স্বদেশহিতৈষি পরম ধর্ম-পরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তি এই ধর্ম প্রচার ও এই সমাজ সংস্থাপন পূর্বক আমাদের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন, অদ্য সকলে স্মৃতিজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে এক বায় মনের সহিত ধন্যবাদ প্রদান কর। তিনি আমাদের নিমিত্ত কত কষ্টই বা স্বীকার করিয়াছেন! শারীরিক আয়াস, মানসিক পুরিশ্রম, দেশ পর্যাটন, অর্থ ব্যয়, লোকনিন্দা, মানের ক্রটি, পরিবারের যত্নণা, গুরু লোকের তাড়না ইত্যাদি অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও—সহস্র সহস্র বিষয় দ্বারা প্রতিহত হইয়াও তিনি স্বীয় সঙ্কল্প সাধনে ক্ষণকালও নিরন্তর হইয়েন নাই। অকৃতজ্ঞ দেশস্থ লোকে তাঁহাকে অত্যাৎকট হাডনা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল,—তাঁহার প্রাণের উপরেও আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তথাপি তিনি নিমেষের নিমিত্তেও প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে পরাজয় হইয়েন নাই। যাহারা তাঁহার এত অনিষ্ট করিয়াছে,

তিনি তাঁহারদিগেরই হিতার্থে শরীর নিপাত করিয়াছেন। তিনি এ সমাজ কেবল সংস্থাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই; তিনি যত দিন এ দেশে বিদ্যমান ছিলেন, তত দিন যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রম দ্বারা ইহার উন্নতি সাধনে সম্যকরূপ সচেষ্ট ছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য হইতেছিলেন। যদিও তাঁহার দেশান্তর ও লোকান্তর গমনের পরে তাঁহার অভাবে সমাজের দুর্বস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে অগ্নি-স্কুলিঙ্গ উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন তাহা কদাপি নিকর হইবার নহে; তিনি যে সত্যজ্যোতি বিকীরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও অক্ষয় হইবার নহে; তিনি এই জড়ীভূত-প্রায় মুমূর্ষু বঙ্গভূমিতে যে মহামৃত সেচন করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। তাঁহার প্রকাশিত জ্যোতিঃ পুঞ্জের এক মাত্র কিরণে মহীয়সী তত্ত্ববোধিনী সভার জীবন সঞ্চার হইয়াছে—তৎ সংস্থাপক অকস্মাৎ রামমোহন রায় প্রকাশিত উপনিষদ্ বিশেষের একটি পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পত্র প্রাপ্ত হওয়াতেই এই সভা সংস্থাপনের উপক্রম হইল, এবং পরমেশ্বর প্রসাদে এই পরম ধর্মের পুনরুদ্বীপন হইবার সূত্রপাত হইল। এই সভার সভ্যরা সত্যান্বেষণার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, জ্ঞান চর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন, ধর্মালোচনায় নিযুক্ত হইলেন, শাস্ত্রাত্মশীলনে নিবিষ্ট হইলেন, বিশ্ব-কর্তার বিশ্ব-কার্যের জ্ঞান লাভে অমুরাগি হইলেন, এবং আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া ব্যক্ত করিতেছি, যে তাঁহারা নানা প্রকার বিচার করিয়া পরিশেষে এই ধার্য্য করিলেন, যে রামমোহন রায় প্রদর্শিত পথই প্রকৃত পথ—পরম পুরুষার্থ সাধনের অদ্বিতীয় উপায়—মানব জন্মের সাক্ষাৎ-সাধক—দুস্তর দুঃখ সাগর সমুদ্র ও অনির্বচনীয় অল্পমম নির্মল সুখধাম আরোহণের এক মাত্র সোপান। তাঁহারা এই জ্ঞান রূপ মহারত্ন লাভ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তদ্বারা স্বপরিবার স্বরূপ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে বিভূষিত করিতে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা যুক্তিযোগে যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া শাস্ত্র বিষয়ে এই পরম সত্য নিশ্চয় করিলেন, যে “অপরাধবোধোবজুর্বেদঃ সামবেদোথর্কর্ষবেদঃ শিক্ষা কল্লোব্যাকগং নিরুক্তং

ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যম্মা তদক্ষরমধিগমতে।" স্বর্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, বাৎসর্য, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এ সমুদায়ই অপকৃষ্ট বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা অরিনাশি পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাঁহারদের দ্বারা এ দেশে ব্রাহ্ম বিদ্যার অভাস্ত আন্দোলন হওয়াতে কতিপয় ঐক্যবান্ ব্যক্তি একমত হইয়া নিয়মিত রূপে ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করিলেন, তদ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্ভূতি হইতে লাগিল, এবং এই সমাজ সংস্থাপক সেই মহাশয় পুরুষের মনোবাঞ্ছা এত দিনে পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। প্রাণিধান করিয়া দেখুন, তিনি যদার্থে ভ্রমণে প্রেরিত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা সাধন করিতেছেন। বোধ হইতেছে, যেন অদ্যাপি তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান্ আদর্শ স্বরূপ হইয়া আপনার শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন করিতেছেন। যদিও তিনি আমারদিগের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অন্তরের বহির্ভূত হয়েন নাই,—অদ্যাপি আমারদিগের হৃদয় মধ্যে জ্ঞান-জ্যোত্স্নান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি আমাদের অন্তঃকরণকে যে অভিনব পথে চালিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা অদ্যাপি তাঁহার অনুবর্তি হইয়া সেই অপূর্ব পথে ভ্রমণ করিতেছি, অদ্যাপি আমরা তাঁহার উৎসাহ-প্রভাব অনুভব করিতেছি, এবং আমরা যে তাঁহারই অনুগামি তাহা প্রতিকণ প্রতিকার্যো হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। তাঁহাকে স্মরণ করিলে আমাদের নির্বীৰ্য মনেও বীৰ্য্য সঞ্চার হয়, আশানিল প্রবল হয়, সাহস অতি বর্দ্ধিত হয়, উৎসাহানল প্রজ্বলিত হয়, শরীরের শোণিত ক্রান্তবেগে সঞ্চালন করে, এবং মনের ভাব ও রসনার শব্দ সকল চতুর্গুণেতেজধারণ করে! তিনি এই ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ না করিলে কোথায় বা ব্রাহ্ম-সমাজ, কোথায় বা তত্ত্ববোধিনী, কোথায় বা ব্রাহ্ম-বিদ্যালয় আলোচনা, কোথায় বা ব্রাহ্ম, কোথায় বা ব্রাহ্ম-ধর্ম থাকিত? অথবা এই ব্রাহ্ম-সমাজে যে অপরূপ আনন্দ-উৎস উৎসাহিত হইতেছে তাহাই বা কোথায় থাকিত? তিনি আমারদিগের হৃদয়ের নিমিত্ত হৃদয়-কন্নাট উল্কাটন পূর্বক দয়া-স্রোত

প্রয়স করিয়া যে অপার উপকার করিয়াছেন—যে মহাধন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি রূপে পরিশোধ করিব? তিনি আমারদিগকে ব্রহ্মত দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, এবং হীরক বা মুক্তাকলও প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্র গুণ—কোটি গুণ—অনন্ত গুণ উৎকৃষ্ট অপূৰ্ণ রত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সে রত্নের মূল্য নাই, জগতে তাহার উপমাও নাই। তিনি আমারদের কল্যাণার্থে চিরজীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঋণ কি রূপে পরিশোধ করিব? তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য অবলম্বন ও সম্পাদন করা ব্যতিরেকে এ ঋণ পরিশোধের আর উপায়ান্তর নাই। হে ব্রাহ্মগণ! আর একটি উপায়ও আছে। তিনি এ-প্রকার কহিয়া গিয়াছেন যে “আনি এই-ভরলয় যার-তীয় যন্ত্রণা স্থিরহিস্তে সহ্য করিতে পারি, যে এমন দিন উপস্থিত হইবে যে তখন লোকে আমায় সমুদায় চেষ্ঠার স্বার্থ ডাংপরা গ্রহণ করিবেন—বোধ করি তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকারও করিবেন।” আপনারা তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন করুন।

এ দেশের সমস্ত লোকেরই তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাত, কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কিন্তু বাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের এই বৃহস্তার গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করাই হইয়াছে। এ ক্ষণে তাঁহারা প্রত্যেকে এই অতি কর্তব্য গুরুতর ব্যাপার সাধনে যথোচিত যত্ন করিতেছেন কি না তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, যে ব্রাহ্মেরা এবং-সর ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ প্রস্তুত করিয়া এক মহৎ কর্ম করিয়াছেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই যে অখিল বিশ্ব রূপ সর্বোত্তম গ্রন্থ দ্বারা আপনার অনির্কটনীয় স্বরূপ ও আমারদিগের কর্তব্য-কর্তব্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমারদিগের ব্রাহ্ম-ধর্মের এক মাত্র মূল। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ ছিল না, তাঁহারদিগের ধর্ম, মত ও অভিপ্রায়-নানা গ্রন্থে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ছিল। ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রকাশ হইয়া এ সত্যের দুরীকৃত হইয়াছে। এ ক্ষণে যাহাতে এই গ্রন্থ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তদ্বারা ব্রাহ্ম-ধর্মের আয়োচনা বৃদ্ধি হয়, এবং এই পরম ধর্ম

নানা দেশে নানা স্থানে প্রচারিত হয়, তাহার ঐকান্তিক চেষ্টা করা ব্রাহ্মদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু ইহা অভ্যস্ত আক্ষেপের বিষয়, যে অনেক ব্রাহ্মই ছুই এক ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়া আপনারা স্বধর্ম রক্ষা ও প্রচার বিষয়ে নিভাস্ত নিশ্চেষ্ট ও অমুরাগ-শূন্য থাকেন। এ কর্ম সকলের সাধারণ কর্ম; ইহা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করা উচিত। তাঁহারা চতুর্দিকে কি প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিতেছেন? তাঁহারা কি নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন না, যে কত শত সহস্র বিজাতীয় মনুষ্য স্বধর্ম প্রচারার্থে তয়ঙ্কর সমুদ্র-তরঙ্গ ও বনাকীর্ণ দুর্গম পর্বত সকল উত্তরণ পূর্বক প্রাণ পর্যাস্ত পণ করিয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছে? তাঁহারা কি অহরহ দেখিতেছেন না, যে স্বদেশীয় সাকার-উপাসকেরা আপনারদিগের দেবসেবা ও ব্রত নিয়মাদি পালন রূপ ব্যয়-সাধ্য কর্মকে স্বকীয় অবশ্য কর্তব্য সাংসারিক কার্য মধ্যে গণিত করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করে? যখন কাল্পনিক ধর্মাবলম্বি লোকে এই রূপ ব্যবহার করে, তখন প্রোচাধিকারি হইয়া তাঁহাদের স্বকর্তব্য সাধনে মনের সহিত যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ না করা কি শোভা পায়? বিশেষতঃ যে সময়ে বিপক্ষ দল প্রবল হইবার জন্য সর্ব প্রযত্নে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছে, তখন একের যত্ন বা একের চেষ্টায়, বা একের উৎসাহে, বা একের আমুকুল্যে নির্ভর করিয়া কি আপনারদিগের নিরস্ত থাকা উচিত? আমাদের “পর্বত তুল্য ভার ও সমুদ্র তুল্য কার্য” অতএব সকলে ঐক্য হইয়া এ ভার বহন করা কর্তব্য;—সকলে এ বৃহত্তার বহন করিলে সকলেরই লাঘব বোধ হইবে। ধর্মার্থে সকলে ঐক্য হইয়া সমবেত চেষ্টা করিলে দুঃসাধ্য কার্যও সুসাধ্য হইবে। ঐক্যই এই অখিল সংসারের জীবন। বলিতে কি, এ বিষয়ে আমাদের একীভূত হইতে হইবে। সপ্ত বৎসর পূর্বে যে কথা কথিত হইয়াছিল, এখনও তাহা পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছি,—“সকল বিবাদ পরিত্যাগ পূর্বক আমাদের মধ্যে কেবল এই বিবাদ থাকিবে, যে এই মহৎ কার্যে কে অধিক সাহায্য করিতে পারে?” আপনার-

দেয় অমুদ্যমের বিষয় কি? আপনারা সত্যকে অবলম্বন করিয়াছেন। সত্য-জ্যোতি কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে? সূর্য্য কি কখনও মেঘাবরণ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে? অন্ধকার কি কখনও আলোককে আচ্ছন্ন করিতে পারে? রত্ন যদি বালুভূমিতে নিহিত থাকে, গভীর কাননে পতিত থাকে, অগাধ সমুদ্রে মগ্ন থাকে, তথাপি সে রত্নই থাকিবে, এবং প্রকাশিত হইলেই সর্ব সাধারণের আদরণীয় হইয়া পরম শোভার স্বর্ণময় ভূষণে সংযুক্ত বা রাজমুকুটে আরূঢ় হইবেক। বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যে সত্যের অপলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সত্যকে প্রকাশ করিলে তাহার স্বকীয় তেজে জগৎ দীপ্ত হইবেক। কিন্তু সাবধান, যেন অন্যের দৃষ্টান্তানুসারে হ্রস্ব মৎসরতা আমারদের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে না পারে। আমরা যে রত্ন লাভ করিয়াছি, তাহা বাহাতে পরিষ্কৃত ও স্নানোত্তিত থাকে ও সকলে তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই করা উচিত। এই আমারদের উদ্দেশ্য, এই আমারদের সাধা ও এই আমারদের প্রাণপণে কর্তব্য। হে পরম সত্য পরমেশ্বর! তোমার এই পরম প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদিগকে সমর্থ কর।

23277

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭২ শক।

সাধ্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

“মহন্তমং বজ্রমুদ্যতং”।

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে তিনি মধ্যো মধ্যো আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া। কত দূর আমি পাপ হইতে বিরত হইয়াছি; কত দূর আমার ধর্ম পথে মতি হইয়াছে; কত দূর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মিয়াছে; এই প্রকার আত্ম জিজ্ঞাসা অত্যন্ত আবশ্যিক। যখন বিষয় কন্মের বিরাম হয়, যখন আমোদ-

কোলাহল ক্রান্ত হয় না, তখন নির্জনে আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে আমার জীবন এত অধিক গত হইল কিন্তু মনুষ্য নামেয় কত দূর উপযুক্ত হইলাম, মন কত দূর পরিকৃত হইল, সম্মুখে যে অশেষ নিত্য কাল রহিয়াছে, তাহার নিমিত্তে কি সঞ্চল করিলাম! দেখা যাইতেছে যে সাংসারিক বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিলে সে প্রীতির সার্থকতা হয় না। যাহার গুণবতী প্রিয়তমা ভার্য্যার বিয়োগ হইয়াছে, কিম্বা যিনি সাংসারিক দুঃখকে নিরাস করিবার এক মাত্র উপায় স্বরূপ প্রিয়তম বন্ধুকে হারাইয়াছেন; কিম্বা বৃদ্ধাবস্থার যষ্টি স্বরূপ যাহার উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তিনিই জানিয়াছেন যে যুক্তিকা নির্ম্মিত ক্ষণ-ভঙ্গুর পদার্থের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিবার সার্থকতা কি? হা! আমরা এখনও পর্য্যন্ত কি নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? নিত্য কালের তুলনায় এই জীবন কি পল মাত্র নহে? ঐহিক ঐশ্বর্যের সহিত কি পরম পুরুষার্থের তুলনা হইতে পারে? হে কর্মদক্ষ পুরুষ! আমি স্বীকার করিলাম যে বিষয় কর্মে তুমি অতি চতুর, কিন্তু যে চতুরতার কল নিত্য কাল পর্য্যন্ত উপভোগ করিবে সে চতুরতা কত দূর আয়ত্ত করিলে। হে বিদ্বান! আমি স্বীকার করিলাম যে তুমি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা আপনার লক্ষণ ও স্বভাব জানা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা আপনার চরিত্রকে পবিত্র করা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা আপনার মনকে পরব্রহ্মের প্রিয় আবাস স্থান করা যায় সে বিদ্যাতে তোমার কত দূর ব্যুৎপত্তি হইয়াছে? পাপ প্রবেশ সময়ে আমারদিগের সতর্ক হওয়া উচিত; ইন্দ্রিয় নিগ্রহে—চরিত্র শোধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া উচিত; প্রত্যহ আত্ম জিজ্ঞাসা করা, আত্ম সংবাদ লওয়া উচিত; পুরুষকৃত পাপ সকলের নিমিত্তে অমৃত্যুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা সর্বদা স্মরণ করা আমাদেরদিগের আবশ্যক, যে তিনি পাপিদিগের পক্ষে ‘মহন্তুয়ং বজ্রমুদাতং’ উদাত বজ্রের স্তায় মহা ভয়ানক হয়েন; যে যদ্যপি আমরা পুরুষকৃত পাপ জন্ম অমৃত্যুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত না হই, তবে আমাদেরদিগের আর নিস্তার নাই।

হে পরমেশ্বর! তোমার আজ্ঞা অমূল্য করিয়া পাপ কর্ণে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার শাস্তি ভয়ে কোথায় পলায়ন করিব; ওহা কি গঙ্ঘরে, কাননে কি সমুদ্রে—কি পরলোকে সর্বত্র তোমার রাজ্য, সর্বত্রই তোমার শাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল তোমার করুণার উপর, তোমার মঙ্গল-স্বরূপের উপর আমার নির্ভর, অতএব পাপ তাপ হইতে আমার মনকে মুক্ত কর, এমনত পাপাচরণ আর করিব না। এই প্রকার অমূল্যতা করিলে আর ভবিষ্যতে পাপ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলে তখন দেখা যায় যে করুণা পূর্ণ পরম পাতা আশ্র-প্রসাদ-রূপ অমৃত রস সেই ব্রহ্মক্ষম চিন্তোপরি সিঞ্জন করেন। নিষ্পাপ হওয়া, চরিত্র শোধন করা মহৎ কর্ম হইয়াছে। নিষ্পাপ না হইলে;—চরিত্রকে পবিত্র না করিলে ব্রহ্মক্ষেতে মনের প্রীতি হয় না সুতরাং সেই পরম সুখ লাভ হয় না, যে সুখ মনেতে অমূল্য করা যায় না, যে সুখ বাক্যেতে বর্ণনা করা যায় না, যে সুখ-প্রাপ্তি সকল কামনার শেষ হইয়াছে। অতএব হে ব্রাহ্ম সকল! তোমরা আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিয়া কুর্কর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সচেষ্ট হও এবং আপনাদিগের মনকে পবিত্র করিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের সহবাসী হইবার উপযুক্ত হও।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৩ শক।

সাংসারিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

মাসাবধি যে শুভদায়ক দিবসের প্রতি আমারদিগের বিশিষ্ট-রূপ দৃষ্টি রহিয়াছে, দিবাকরের মকররাশি প্রবেশাবধি আমরা যে দিবসকে লক্ষ্য করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে একাদি-ক্রমে প্রত্যেক দিন গণনা করিয়া আসিতেছি, অমৃত সেই অতুল আনন্দজনক পবিত্র দিবস উপস্থিত! সঙ্কটের পরে এই অমূল্য স্থানে অবস্থিত হইয়া একবার ইহার আদ্য বিবেচনা করিয়া

দেখা উচিত। এই যে সুখ-সমিলনের উৎস স্বরূপ অপূর্ণ ব্রাহ্ম-সমাজ, ইহার আদি অন্ত বিবেচনা করা কর্তব্য বটে। যে সমাজ আমাদের প্রগাঢ় প্রীতির আশ্রয় স্বরূপ, আমাদের স্নেহ, প্রীতি, আশা, ভক্তি বাহার সহিত লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; বাহার সহিত সম্বন্ধ থাকিতে, আমাদের কত সাধু সমাপন্ন হইয়াছে—কত জ্ঞান পবিত্র গচ্ছার জনের সহিত অভিনব প্রণয় সংঘার হইয়াছে, যাহা হইতে আমরাদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল একেবারে সমুদ্ভূত হইতেছে; যে বিস্তৃত সমাজ চতুর্দিকস্থ নানা প্রকার কাল্পনিক ধর্ম্মে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কল্টিক বনের মধ্যবর্ত্তি চম্পক বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; যে পবিত্র ভূমিতে আমাদের প্রিয়তম পরম পিতার অপার মহিমা ও অনন্ত গুণ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইতেছে; কোন অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎকালে যে সকল অনুপম আনন্দধাম দ্বারা ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া অতি অপূর্ণ অনির্কচনীয় শোভা ধারণ করিবে, যে সমাজ তাহার আদর্শ স্বরূপ; তাহার আদি অন্ত আলোচনা করা অতি সুখের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি একটি মাত্র প্রকল্প পদ্ম পুষ্প হস্তে করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছেন, বিকশিত-শতদল-পরিপূর্ণ সরোবরের শোভা তাহার অবশ্যই অনুভূত হইতে পারে। অতএব, যে কালে ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া স্থানে স্থানে এই রূপ ব্রাহ্ম-সমাজ সকল শ্রেণীবদ্ধ রূপে সংস্থাপিত হইবে, তখন যে এই মর্ত্তালোক স্বর্গলোক তুল্য হইয়া পরম সুখের আশ্রয় হইবে, ইহা ভাবিয়া কাহার অন্তঃকরণ আনন্দনীরে নিমগ্ন না হয়?

এই যে সুখ-রত্নাকর স্বরূপ ব্রাহ্ম-সমাজ, অদ্য ইহার সুখ সংকারণের বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্তে অধিক প্রয়াস প্রসবশ্যক করে না। মনের কি আশ্চর্য্য শক্তি! পূর্ণিমা নিশা উদ্ভারণ করিবা মাত্র নিশাকর পূর্ণচন্দ্র যেমন তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে, সেই রূপ এই ব্রাহ্ম-সমাজের সুখ স্বরণ হইবা মাত্র, এক ভক্তিতাজন পরম প্রকৌয় মূর্ত্তি মনঃপটে ক্ষয়ক্ষয়ে প্রকাশিত হইয়া উঠে। এক্ষণে মনোমধ্যে তাহার

অতিরিক্ত আত্মসামান্য হইয়া উঠিল, এবং অন্তঃকরণ প্রকৃতি ও
প্রকৃতি রসে আর্জ হইতে লাগিল। তাঁহার পরিচয় প্রদানের
প্রয়োজন নাই, তাঁহার গুণ-বর্ণনা ও কীর্তি গণনা করিবারও
আবশ্যকতা নাই। ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত
পর্যন্ত সর্বস্থানের সমস্ত সভা জাতীয় মনুষ্য তাঁহার নাম
শ্রবণ মাত্রে প্রকৃত চিত্তে তাঁহার অসামান্য গুণ স্বীকার
করে। তাঁহাকে উৎপাদন করিয়া জননী জন্ম-ভূমি ধন্য হইয়া-
ছেন, এবং আমারদের গৌরব শত গুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন।
এমন মহাত্মা এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম
প্রচারের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয়, তিনি
আমাদের বাঞ্ছানুযায়ী পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া নাই। তিনি আর
বিংশতি বৎসর জীবিত থাকিলে, এ ধর্ম এ দেশের ভূরি ভাগে
প্রচলিত হইত, এবং আমাদের অবস্থা এক্ষণকার অপেক্ষা
বিংশতি গুণে উৎকৃষ্ট হইত।

সম্প্রতি এক দিবস কথা প্রসঙ্গে আমার কোন প্রণয়ান্বিত
মিত্র কহিলেন, এখন তোমাদের এক জন রামমোহন রায়
আবশ্যক করে। আমি তাঁহার এই ভাবার্থ-ঘটিত বাক্য শ্রবণ
করিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ আমার নেত্র হইতে প্রেমাক্ত নিঃসৃত
হইবার উপক্রম হইল। তিনি একাকী যে সমুদায় অসাধারণ
ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন, লক্ষ লক্ষ সামান্য মনুষ্য
একত্র হইলে তাঁহার দশ ভাগের এক ভাগও করিতে পারে না।
তিনি একাকী ভারতবর্ষীয় সমস্ত লোকের শুভ সাধনার্থে যে রূপ
আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে?
কিন্তু হিমালয় অবধি কলিকাতার পর্য্যন্ত যে চতুর্দশ কোটি মনুষ্য
ভায়তবর্ষ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারা আপনাদের এই
আবাস-ভূমির তদনুরূপ কি উপকার করিতেছে? জলবিশ্বের
নায় উদ্ভিত হইতেছে আর জলবিশ্বের নায় বিনষ্ট হইতেছে।
সমুদ্রের এক মাত্র তরঙ্গ বলে যে ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে,
সহস্র সহস্র শিশির কিন্তু সংযুক্ত হইলে তদনুরূপ কিছুই হইতে
পারে না। তিনি সূর্য্য স্বরূপ স্বকীয় বুদ্ধির ডেজে একেবারেই

আমাদের প্রত্যেক অবধারণ করিয়া আপনার অভিপ্রায় সাধনে
 প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মহান আশয় ও অল্পম উদার
 স্বভাব স্মরণ করিলে, একবার আমাদের অন্তঃকরণেও উদার
 ভাবের আবির্ভাব হয়। তিনি যেমন সমুদায় ভূমণ্ডলকে আপ-
 নার করুণাস্পদ স্থির করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদেরদিগকে
 সকল বিষয়ে সুখী করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। যিনি এ
 দেশের রীতি নীতি সংশোধন অভিলাষ করেন, যিনি রাজ নিয়-
 মের সুশৃঙ্খলা প্রার্থনা করেন, যিনি আপনার জন্ম-ভূমিকে বিদ্যা-
 জ্যোতিতে সুপ্রকাশিত ও ধর্ম ভূষণে ভূষিত দেখিতে মানস
 করেন, সকলেই রামমোহন রায়ের নাম স্মরণ করিলে এক বার
 সক্রিয় চিন্তে প্রেরণা বিসর্জন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।
 আমাদের এক দিবসের, বা এক বৎসরের, কি ইহকাল মাত্রের
 উপকার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলনা। বাহাতে আমরা ঐহিক
 পারত্রিক উভয় সুখে সুখি হই, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।
 ইহাই তিনি সমস্ত জীবনের কার্য স্থির করিয়াছিলেন, ইহাতেই
 তাঁহার আনন্দ ছিল, ইহাই তাঁহার অবলম্বন ছিল, এবং ইহার
 চেষ্টাতেই তাঁহার জীবনের সারভাগ গত হইয়াছিল।

তিনি আপনার জন্ম-ভূমির ভগ্নদশা দৃষ্টি করিয়া বিষম
 পরিভাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, কেবল
 ঘেম, মাৎসর্য্য, নিষ্ঠুরতা, কপটতা, কৃত্রিম ধর্ম, ছদ্ম বাব-
 হার স্বদেশের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যেমন কোন কীট-
 পতঙ্গ-পরিপূর্ণ পুরাতন ভঙ্গুর প্রাসাদ বায়ু ভরে কম্পমান হয়
 এবং তাহার শিথিল ইটক সকল ক্রমে ক্রমে স্থলিত হইতে
 থাকে, অথবা যেমন কোন বহুকাল-ব্যাপি প্রবল রোগ দ্বারা
 শরীর শুষ্ক ও জীর্ণ হয়, রামমোহন রায় স্বদেশের সেইরূপ
 ভগ্নাবস্থা অবলোকন করিয়া কাতর হইলেন। তিনি দেখিলেন,
 লোক অগাধ দুঃখ সাগরে মগ্ন হইতেছে, যথাপি কেহ উদ্ধার
 করে না; প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি-
 তেছে, তথাপি কেহ নিবারণ করে না; জ্ঞানাতাবে জড় পিণ্ডবৎ
 সচেতন-প্রায় হইতেছে, তথাপি কেহ বিমুখতার জ্ঞানমূর্ত প্রদান

করেনা; অধর্মদিগের অধর্মজালে দেশ আচ্ছাদিত হইয়াছে, তথাপি কেহ সে দুশ্চন্দ্রা জাল ছেদন করিতে অগ্রসর হয় না। তিনি কত স্থানে দেখিলেন, লোকে অচেতনকে সচেতন জ্ঞান করত আপনাদের উদার বুদ্ধিকে ক্ষুদ্র করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে। কোন স্থানে দেখিলেন, ভুরি ভুরি ব্যক্তি অমূল্য জ্ঞান-রত্ন বলিয়া অজ্ঞান রূপ কাচ মণি বিক্রয় করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, পুত্র আপনার পরম প্রকাস্পদ ভক্তিতাজন জীবিত-বত্তী জননীকে অগ্নিশযায় শয়ান করিয়া নিরাশ্রু নেত্রে দক্ষ করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, পুত্র, বা জ্ঞাতা, বা মিত্রবর্গে কোন সজীব মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্রগাঢ় শীতের সময়ে নীহার-সংযুক্ত দুঃসহ বায়ু-প্রবাহ কালে পঙ্কে ও জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া দুঃসহ যাতনা প্রদান করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, লোক ধর্মজালে অতি লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ঘোরতর কুকর্ম সকল অমুষ্ঠান করিতেছে। এ সমুদায় স্মরণ করিলে, সামান্য লোকেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ইহাতে রামমোহন রায়ের অন্তঃকরণ যে প্রকার কাতর হইয়াছিল, তাহা কি বলিব? স্বদেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং তৎপ্রতীকারার্থে ব্যগ্র হইল। এই বিষম রোগ-সঙ্করের ঔষধ কি এবং তাহা কোন্ স্থানেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়? তিনি এ ঔষধ আর কোথায় পাইবেন? তিনি তাঁহার স্পর্শমণি স্বরূপ আশ্চর্য্য বুদ্ধি নিযোজন দ্বারা সর্বস্থান হইতেই সে মহৌষধ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং তৎ প্রতিপাদক এই মহাবাক্য প্রচার করিয়া দিলেন, “ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু। ধর্মো পয়ঃ নাস্তি।”

তিনি চতুর্দিকে নানা প্রকার কাল্পনিক ধর্ম জালে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও স্বকীয় বুদ্ধিবলে অবধারণ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার মথার্থ নিয়ম প্রতিপালনই সংসারের দুঃখ রূপ দারুণ রোগের এক মাত্র ঔষধ এবং পরম পুরুষার্থ সাধনের অদ্বিতীয় উপায়। তিনি নিশ্চিত নিরূপণ করিয়াছিলেন, যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কর্তা, সর্বজ্ঞ, সর্ব-নিয়ন্তা, সর্ব-পাপ-বিবর্জিত, সর্ব দুঃখের মহৌষধ স্বরূপ, সর্বমঙ্গলময়,

অদ্বিতীয়, চৈতন্যময়, পরমেশ্বরই সমুদায়ের পরম উপাধি, এবং জ্ঞান যোগে তাঁহার যে সকল যথার্থ নিয়ম নিকৃপিত হয়, তাহাই আমাদের প্রতিপাল্য। এক এক অসীম-প্রায় নৈয় জগৎ যে বিশ্ব-রূপ-মূল-গ্রন্থের এক এক পত্র স্বরূপ, সুখ্যা, উজ্জ্বল, গ্রন্থ, ধূমকেতু বাহার অক্ষর স্বরূপ, এবং বাহার এই সমস্ত অরিন্থর অক্ষর অতুল্য জ্যোতির্ময়ী মনী দ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অজান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢ় মূলগ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ ও তাহার যথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্য লোকের জ্ঞান দূর করিতে সমর্থ হইবেন। প্রকৃত জ্ঞান উপার্জননের আর অন্য উপায় নাই, যথার্থ ধর্ম শিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। নানা দেশীয় পূর্বতম শাস্ত্রকারেরা যদি এই মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় সম্যক্রূপে অবগত হইতে পারিতেন, এবং যে পর্যন্ত অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত মনঃকলিত ব্যাপার সমুদায় মিশ্রিত করিয়া না লিখিতেন, তবে ভূমণ্ডলের সর্ব স্থানে আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম এত দিনে অতি প্রাচীন ধর্ম বলিয়া গণিত হইত। রামমোহন রায়ের কি আশ্চর্য্য অনাধারণ বুদ্ধি! এই যে এক মাত্র সুনির্মল সত্য-ধর্ম, বাহা নানা দেশীয় সহস্র সহস্র ব্যক্তি নানা বিদ্যায় বিদ্যাবান হইয়াও অবগত হইতে পারেন নাই, তাহাই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম; তিনিই প্রথমে এ ধর্মের সূত্রপাত করেন, এবং তিনিই তদর্থে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের টুন্টুডীড নামক লেখা পত্র তাহার বলবৎ প্রমাণ রহিয়াছে। যদিও সেই বীর পুরুষাত্মীয় মতে সকলকে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই, কিন্তু বিচার বলে সকলের বুদ্ধিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। বাহার পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ নহে, তাহারও তাঁহার বুদ্ধির প্রভাব অমৃতব করিয়াছিল। তিনি যে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিচার সমাজীয় সংগ্রাম বিষয়ে তিনি সে উপাধির সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। এতদেশীয় যে সকল অবিকল্প লোকে ধর্মক্ষেত্রে বক্রিয়া তাঁহার প্রতি অনাদর

প্রকাশ করে, তাঁহারও তাঁহাকে বিচার-সিদ্ধ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। বুদ্ধি দ্বারা শুভাশুভ উভয়ই সঙ্কলিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার যেমন অসাধারণ বুদ্ধি, তেমনই অসামান্য কারুণ্য-স্বভাব। তিনি আপনার উজ্জ্বল বুদ্ধিকে ধর্ম স্বরূপ সুধর্মসে অভিষিক্ত করিয়া ভূমণ্ডল শীতল করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন।

তিনি আপনার পবিত্র হৃদয়ে আমারদিগের চির-সুখের অঙ্কুর ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক রোপণ করিয়া গিয়াছেন। আপনারা দেখিয়াছেন, তাহা হইতে কি পরম সুন্দর মনোহর বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ফলেই তাহা শোভা পাইতেছে। সেই বৃক্ষ এই ব্রাহ্ম-সমাজ। এ ক্ষেত্রে কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম তাঁহারদিগের মানস ক্ষেত্রে এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা তাঁহারই প্রসাদাৎ জীবনের যষ্টি স্বরূপ এই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-নীরে অবগাহন করিতেছি। অতএব, যিনি আমারদের নিমিত্তে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, গুরুতর লাঞ্ছনা অঙ্গীকার করিয়াছেন, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া শরীর নিপাত করিয়া গিয়াছেন, অদ্য সকলে সন্তোষ-চিন্তে তাঁহাকে এক বার-ধন্যবাদ প্রদান কর, এবং তাঁহার সংকল্প সাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাক।

তিনি যে মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারই দ্বারা সম্পন্ন হইবে; কারণ তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কদাপি রুদ্ধ হইবার নহে। তিনি এই দুঃখানল-মন্ড বঙ্গ-ভূমিতে যে জ্ঞান বারি সেচন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাপি ব্যর্থ হইবার নহে। যদিও তিনি এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান নাই—যদিও ভারত ভূমির দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি আশারদের বাঞ্ছনীয় আয়ু প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ, তাঁহার কীর্তি, ও তাঁহার গুণ এবং অইরহ আমারদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। তাঁহার পূর্ব্বকার এতদেশীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের

সহিত ভুলনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার গ্রন্থমধ্যে অভিনব উৎসাহ-দিবসের স্ফূরণ সকল স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। আপনারা দেখিতেছেন না, তাঁহার অপ্রতিহত সাহস ও অসাধারণ সহিষ্ণুতা আমারদিগকে অকুতোভয়ে অস্ত্রান বদনে নিন্দা তিরস্কার সহ্য করিতে প্রচোদিত করিতেছে। তিনি আমারদিগের নিবীৰ্য্য মনের বীৰ্য্য; তিনি আমারদিগের আচার্য্য। প্রতি বর্ষে এই দিবসে তাঁহার নাম উচ্চারণ ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া আমরা কত উৎসাহই প্রাপ্ত হই। তাঁহার প্রশস্ত নেত্রের উজ্জ্বল জ্যোতি মনে হইলে, “আমাদের নিবীৰ্য্য মনেও বীৰ্য্য সঞ্চার হয়, আশানিল প্রবল হয়, সাহস অতি বর্দ্ধিত হয়, উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত হয়, শরীরের শোণিত ক্রতবেগে সঞ্চালন করে, এবং মনের ভাব ও রসনার শব্দ সকল চতুর্গুণ তেজ ধারণ করে।” এখন কেবল তাঁহার অতি প্রেক্ষণপরম পূজনীয় মূর্ত্তি মানস পটে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। রামমোহন রায় এলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াও আমারদিগকে উৎসাহ প্রদান ও পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

এ কণ্ঠে যে তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বসন্ধি সকল দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অপেক্ষায় আমারদের আনন্দের বিষয় আর কি আছে? এ বৎসর দুই তিনটি অভিনব ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপনের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অল্প বা বহুকাল বিলম্বে তাঁহার সংস্থাপিত সর্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যে অবশ্যই প্রচলিত হইবে, ইহা আমারদের কত সুখের ও কত উৎসাহের বিষয়! ব্রাহ্মগণ! আমি, বাহা! জাজ্বল্যমান দেখিতেছি; তাহাই আপনারদের সমক্ষে-বাক্ত করিতেছি। যখন, আমারদের প্রকৃতি-সিদ্ধ পরমেশ্বর-প্রদত্ত সমুদায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা অবধারিত হইতেছে, যে পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি শ্রীতি ও প্রজ্ঞা প্রকাশ করা আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ, ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা নিতান্ত কর্তব্য, এবং যখন ইহা নিঃসংশয়ে সিক্তপিত হইয়াছে, যে ভূমণ্ডলের যে ভাগের যে দেশে যে জাতি মধ্যে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সমুদায়ই মম্ব্যোর

মনঃকল্পিত ও ভ্রান্তিমূলক, তখন চয়মে, ব্রাহ্ম-ধর্ম ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান-স্বরূপ-সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় কাল্পনিক ধর্ম অন্ত-হিত হইতে থাকিবে, এবং তৎপরিবর্তে পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম রূপ মহাবীরের মনোহর শোভা প্রকাশ পাইবে। পরমাত্মন! কত দিনে আমারদের এই পরম মনোরম আশা পূর্ণ হইবে!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৩ শক।

ষাণ্মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

এই ক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাস্য যে আকার বিশিষ্ট নহেন, তাহা বুঝিয়াছেন, এবং স্মরণে পৌত্তলিকতাতে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু যে স্থানে শ্রদ্ধা দেওয়া কর্তব্য, তাহা দিতেছেন না। কেবল মৃত্তিকা ও প্রস্তরে অশ্রদ্ধা করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন, কিন্তু যেখানে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা কর্তব্য, সেখানে সম্যক রূপে তাহা করিতে যত্ন করিতেছেন না। ইহা কি আমারদিগের অভ্যাস উচিত নহে, যে ঈশ্বার প্রসাদে আমরা এই সমুদায় প্রয়োজনীয় ও সুখদ দ্রব্য লাভ করিতেছি, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার পূর্বক সেই সকল ভোগ করি। এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে প্রদাতাকে কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার না করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্পত্তি ভোগ করা কি মনুষ্যের উচিত? তাঁহার প্রতি মনের এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করা তাঁহার উপাসনার এক অঙ্গ। তিনি মঙ্গল-সঙ্কল, তিনি আমারদিগের সমুদায় সুখ সৌভাগ্য বিধান করিতেছেন, তিনি “ধর্ম্মাবহং পাপমুদং” তিনি ধর্ম্মের আকর পাপের শাস্তা, তিনি আমারদিগকে ক্ষণ কালের নিমিত্তে বিন্মৃত নহেন, তিনি প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে সর্বদাই আমারদিগকে দেখিতেছেন। আমরা কি তাঁহাকে বিন্মৃত হইয়া থাকিব? আমরা কি সে প্রেমাস্প-দের প্রতি প্রীতি করিব না? “পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপ উপাসনা

করিবেক ঐ যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অম্মাকে প্রিয় করিয়া
বলেন, তাঁহাকে যে ব্রহ্মোপাসক বলেন, যে তোমার যে প্রিয় সে
বিশ্বাশ পাইবে, তাঁহার এ প্রকার বলবার অধিকার আছে,
বাস্তবিকও তিনি সাক্ষ্য বলেন, তাহাই হয়।” প্রীতি বিহীন যে
উপাসনা সে উপাসনাই নহে, প্রীতির সহিত তাঁহার উপাসনা
করিবেক। মনের এই ভাব যাহাতে অভ্যাস পায়, যাহাতে
তাঁহার এই জগতে তাঁহারই আচ্ছাবহ থাকিয়া তাঁহার প্রদত্ত
সুখ সম্পত্তি ভোগ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা, ভক্তি
ও শ্রদ্ধা মনেতে সর্বদা উদয় হয়, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয়, এ জন্ত
এক নিয়ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা আমাদেরিগের
অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। আমাদেরিগের মনে নানা প্রকার বৃত্তি
আছে, সকলের মধ্যে সকল হইতে উৎকৃষ্ট পরমেশ্বরেতে প্রীতি
বৃত্তি, অম্ম অম্ম বৃত্তি সকল যেমন অভ্যাসেতে সৰল হয় এবং
অনভ্যাসেতে দুর্বল হয়, এ বৃত্তিরও স্বভাব তদ্রূপ। এমত উ-
কৃষ্ট বৃত্তিকে নিরোধ করিলে আমাদেরিগের কি শ্রেয় আছে ?
প্রতিদিন অতি নিশ্চিন্ত সময়ে পরিশুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি
প্রীতি পূর্বক মনকে সমাধান করা এবং কৃতজ্ঞতা পূর্বক মনের
সহিত তাঁহাকে নমস্কার করা আমাদেরিগের নিত্যকর্ম। ঈশ্ব-
রেতে কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁহার প্রীতি-রসে মনকে আর্দ্র করা—
তাঁহার উপাসনা করা ক্লেশ দায়ক কর্ম নহে, তাহাতে অপার
আনন্দের উদ্ভব হয়, অতএব তাহা হইতে আমরা কেন বিরত
থাকি? সে সুখ হইতে কেন বঞ্চিত হই? সে কি দুর্ভাগ্য, যে
তাঁহা হইতে বিমুখ রহিয়াছে, যে মনের অধিপতিকে আপনার
মনে স্থান দেয় না; যে সেই পরিশুদ্ধ অপাপ বিদ্ধকে তিরস্কার
করিয়া অপবিত্র হইয়াছে। হে মানব! অতি যত্ন পূর্বক
তাঁহাকে সাধন কর, তাঁহাকে উপার্জন কর, তাঁহাকে পাইলে
সকল লোক প্রাপ্ত হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়। তদ্ব্যতীত
মনের তৃপ্তি আর কিছুতেই হয় না, কেবল তাঁহাকে পাইলেই
মনের সমুদয় কামনার পর্যাপ্তি হয়। সেই পরিশুদ্ধ স্বভাবকে
লাভ করিয়া মনকে শুদ্ধ কর, সেই পূর্ণ স্বরূপের সহবাসে আপ-

নাগকে পূর্ণ কর। অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃতের উপযুক্ত হও, অশুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিয়া আপনাকে মলিন করিও না। ইনি আমারদিগের পরম গতি, ইনি আমারদিগের পরম সম্পদ, ইনি আমারদিগের পরম লোক, ইনি আমারদিগের পরমানন্দ ; এই পূর্ণানন্দের কলামাত্র আনন্দকে উপভোগ করিয়া আমরা সকলে জীবিত রহিয়াছি।

পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনা করা—তঁাহার নিয়ম পালন করা, তঁাহার উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ। তঁাহার নিয়ম পালন কর, তঁাহার আজ্ঞাবহ থাক, এবং তঁাহার অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য শরীর ও মনকে তঁাহার প্রদর্শিত পথে চালনা কর। আপনার সমুদায় ইচ্ছা তঁাহার ইচ্ছার অধীন কর, আপনার সমুদায় অভিপ্রায় সেই তঁাহার অভিপ্রায়ের অনুযায়ী কর। প্রিয় বন্ধুর প্রিয় অভিপ্রায় রক্ষা না করিলে কি প্রীতি করা হয় ? আমরা আলসোতে কাল যাপন করি, এবং নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সংসারে অনুপযুক্ত হই, পরম পুরুষের এরূপ অভিপ্রায় নহে। সংপথে থাকিয়া—ত্যাগপথে থাকিয়া ধনোপার্জন করি, স্ত্রী পুত্র পরিবার মধ্যে থাকিয়া কুশল লাভ করি, স্বদেশের বাহ্যতে মঙ্গল হয়, এমত অনুষ্ঠান করি, লোকের স্নেহ হই, এই আমারদিগের প্রিয় বন্ধুর প্রিয় অভিপ্রায়। অতএব সমস্তোষ পূরক তঁাহার নিয়মের অধীনে থাকিয়া এবং তঁাহারই পথে শরীর ও মনকে সমর্পণ করিয়া তঁাহার প্রদত্ত সুখ সম্ভোগের সহিত তঁাহার কৃতজ্ঞতা রসে নিমগ্ন থাকি এবং তিনি আমারদিগের এককালে পিতা মাতা ও বন্ধু এই ভাবে তঁাহাতে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করি। এই প্রকারে যদিও আমরা প্রতি নিশ্বাসে—প্রতি নিমেষে তঁাহার প্রতি মনের কৃতজ্ঞতা ভাবে উপাসনা না করিতে, পারি তথাপি এই রূপে প্রতি দিন কোন নিশ্চিত্ত সময়ে যেন তঁাহার উপাসনা করি, তাহাতে যেন আলস্য না হয়।

প্রতিদিন এক সময় নিরূপিত করা কর্তব্য, যে সময়ে শান্ত হইয়া আপনার মন তঁাহাতে সমাধান করা যায়, তঁাহার প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করা যায়। প্রাতঃকাল

এই উপাসনার অতি প্রশস্ত কাল। এই সময়ে মন স্বভাবতঃ শিষ্ণু ও শান্ত থাকে এবং একাগ্র হইয়া সেই শান্ত স্বরূপে—মঙ্গল স্বরূপে অতি সহজেই খাবিত হয় এবং তৃপ্ত হইয়া সেই আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করে। তাঁহাতে মন প্রবিষ্ট হইবার জন্য শব্দ এক অতি সুলভ উপায়। যে সকল শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ-ভাব মনেতে উদ্ভূত হয় এবং হর্ষ জন্মে, এমন সকল শব্দ দ্বারা তাঁহার উপাসনা আবশ্যক। আমারদিগের পূর্ব পূর্ব অতি প্রাচীন মহর্ষিরা যে সকল তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ উদ্বোধক অতি আশ্চর্য্য অল্পপদ শব্দ দ্বারা ঈশ্বর স্বরূপে মনো-নিবেশ করিতেন, সেই সকল শব্দ দ্বারা আমারদিগের প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা পূর্ণ রহিয়াছে। পূর্বকার প্রাচীন ঋষি সকল হিমবৎ ও হ্রাদি হইতে যে সকল শব্দ উচ্চারণ পুরঃসর অদৃশ্য, অলক্ষ্য, নিরাধার পরব্রহ্মের উপাসনা ও ঘোষণা করিতেন, ইন্দ্রানীন্তন সেই সকল পুরাতন শব্দ দ্বারা পুরাণ অনাদি পর-ব্রহ্মের উপাসনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা আমা-রদিগের পরম সৌভাগ্য, ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্য।

ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক এবং আপনাদিগের কর্তব্য কর্মের আলোচনা ও স্মরণ করা কর্তব্য। অতএব তাঁহারদিগের উচিত, অবকাশ মতে সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রন্থ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করেন। যাহারা সংস্কৃত ভাষা না জানেন, তাঁহারদিগের জন্য বঙ্গভাষাতে তাহার অমুবাদ করা গিয়াছে, অতএব মূল পাঠ করিতে না পারিলেও তাহার অমুবাদ পাঠ দ্বারা তাঁহারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। মর্কসাদিধারণের বিদিত থাকিবার জন্য জ্ঞাপন করিতেছি, যে ব্রাহ্ম-ধর্মের রাজ ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাসের ঐক্য স্থল। উক্ত বীজ এই।

১ ব্রহ্ম বা একং ইদমগ্রাসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ।
তদিদং সর্বমসৃজৎ।

এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য পদার্থ মাত্র ছিল না। তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

২. তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবমানন্দং নিরবয়বমেকমে-
বাধ্বিতীয়ং সৰ্ব্বনিযন্তৃ সৰ্ব্ববিৎ বিচিত্রশক্তিমচোতি ।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ আনন্দস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ নিত্য
নিয়ন্তা সৰ্ব্বজ্ঞ নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় বিচিত্র শক্তিমান
হয়েন ।

৩ একমাত্র তন্ত্ৰোপাসনবা পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভং তবতি ।
একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল
হয় ।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্ত প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ।

তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনা করাই
তাঁহার উপাসনা হইয়াছে ।

এই বীজের বিস্তার সমুদায় ব্রাহ্ম-ধর্মে প্রকাশিত রহিয়াছে ।
ইহার প্রথম খণ্ডে ঈশ্বরের স্বরূপ বাহ্যল্য রূপে বর্ণিত আছে ;
এই সকল বাক্য পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব প্রাচীন মহর্ষিদিগের শ্রুতি । ইহার
দ্বিতীয় খণ্ডে কি প্রকারে আমারদিগের সাংসারিক ধর্ম নির্বাহ
করা উচিত, তাহার উপদেশ । এই উপদেশানুসারে যিনি এই
সংসারে ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন, তিনি মনুষ্য মধ্যে
শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই । তিনি সাংসারিক অনেক
ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, তিনি অনেক উৎকৃষ্ট সুখ
ভোগ দ্বারা তৃপ্ত হইবেন এবং নিত্য পরম সুখের অধিকারী
হইবেন । ব্রাহ্ম-ধর্ম বিষয়ে আমার এক পরম বন্ধু তাঁহার যে
অতিপ্রায় অতি নিপুণ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আপনার-
দিগের নিকটে পাঠ করিতেছি, শুনিয়া অবশ্য আনন্দিত
হইবেন ।

“তস্মিন্ প্রীতি স্তস্ত প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব” ।

“তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনা করাই
তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, এই মাত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম ।

“কিন্তু এই কতিপয় সামান্য শব্দ কি আশ্চর্য্য সুরমা তাহা
প্রকাশ করিতেছে; কত অসংখ্য প্রকার মনোহর কার্য্য প্রতি-
পাদন করিতেছে । আমারদিগের সমুদায় কর্তব্য কর্মই এই এক

বাক্যে প্রাতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহে যাহা কিছু সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা তাহার বীজ স্বরূপ।

“পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি তাঁহার উপাসনার প্রথম অঙ্গ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন দ্বিতীয় অঙ্গ। এ ধর্ম এরূপ যুক্তি সিদ্ধ, যে সকলেই ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন এবং সমস্ত বিশ্বই ইহার সাক্ষী স্বরূপ।

“জগৎ-পিতা জগদীশ্বর অপর সাধারণ সকলের সমক্ষে তাঁহার সত্তা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিশ্ব-রূপ মহা গ্রন্থ নিয়তই তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। স্নান্নির্মল মুক্তাকল তুলা শিশির বিষ্ণু, প্রফুল্ল কমল পরিপূর্ণ মনোহর সরোবর, অথবা নীরদ সমান নীলবর্ণ বিস্তৃত সমুদ্র, সকল পদার্থই তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে। স্নকোমল সজল দুর্বাদল, কিম্বা বিশ্ব যন্ত্রের চক্র স্বরূপ সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ মণ্ডলী, সমস্ত বস্তুই তাঁহার মহীয়নী শক্তি, অপরিমিত জ্ঞান, ও অপার কারুণ্য স্বভাবে প্রকাশ করিতেছে। তাঁহাকে স্বেভক্তি প্রজ্ঞা ও প্রীতি করা কর্তব্য, ইহা শিক্ষা করিবার নিমিত্তে অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। একবার মনোরূপ কবাট উন্মোচন পূর্ব্বক নেত্র উন্মীলন করিলেই অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের প্রেমায়ুত রসে অভিষিক্ত হয়। তিনি পশু পক্ষি কীট পতঙ্গাদি সমুদায় জীবের প্রতি যেরূপ করুণা বারি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা বাহার হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহার চিন্ত কত ক্ষণ পরমাত্মার প্রীতি রসে আত্মনা হইয়া থাকিতে পারে? তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় আলোচনা করিলে প্রীতি প্রবাহ আপনা হইতেই প্রবাহিত হইতে থাকে।

“তাঁহার প্রিয় কার্য্য করা দ্বিতীয় অঙ্গ। আমারদিগের সমুদায় ধর্ম প্রবৃত্তি এক মত হইয়া উপদেশ করিতেছে, যে প্রীতি ভাজনের প্রিয় কার্য্য না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যই তাহার প্রিয় কার্য্য। জগদীশ্বর আপনার অভিপ্রায় সর্বত্র প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন, বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা পূর্ব্বক পর্যালোচনা

করিয়া দেখিলেই অবগত হওয়া যায়। তাঁহার অভিপ্রায় বিশ্ব-
রূপ বৃহৎ গ্রন্থের সর্ব স্থানে অভিনন্দ্য অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,
শুদ্ধ রূপে পাঠ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। মন,
শরীর ও ভৌতিক পদার্থের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা
করিলে কত প্রকার মানসিক শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম শিক্ষা
করা যায়। ফলতঃ যিনি যে স্থানে যে কোন বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব
লাভ করিয়াছেন, তাহা এই রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; জ্ঞানরূপ
রত্নের আর দ্বিতীয় আকর নাই। *

“বিশ্ব পিতার বিশ্ব কার্যের আলোচনা করিয়া যাহা কিছু
জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান; তন্নিম্ন সমুদায়ই কাল্প-
নিক। যে দেশীয় যে গ্রন্থ হইতে তদনুযায়ী উপদেশ প্রাপ্ত
হওয়া যায়, সেই গ্রন্থ হইতেই তাহা লাভ করা কর্তব্য; যে
দেশের যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাষায় পরম পিতা পরমেশ্বরের
প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সম্পাদন করা কর্তব্য
বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন এবং তদ্বিমুখক যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা
দেন, তাঁহারই নিকট হইতে এ সকল চূর্ণত উপদেশ গ্রহণ করা
উচিত। ভারতবর্ষীয় পূর্বতন ঋষি মুনি ও অন্য অন্য সুক্লম দর্শি
পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া
গিয়াছেন, এবং বাহার প্রতি এতদেশীয় লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা
আছে, স্মরণ্য তাঁহাদের যুক্তি ও শ্রদ্ধা উভয়ে একা হইয়া
যাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেছে, তাহারই সংগ্রহ দ্বারা এই
ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রন্থ গ্রন্থিত হইয়াছে। অতএব ইহার একটি বচনও
তাঁহারদের অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

“যে সকল যুক্তিসিদ্ধ অখণ্ডনীয় অতি প্রায় ব্রাহ্ম-ধর্মে
নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সর্ববাদি-সম্মত এবং সকলের শ্রদ্ধেয়।
ভূমণ্ডলের অন্য অন্য ধর্মশাস্ত্রের সহিত ইহার বিশেষ এই, যে
তাহাতে যে কতক গুলি যুক্তি বিরুদ্ধ মনঃকল্পিত বিষয় লিখিত
আছে, তাহা ব্রাহ্মদিগের গ্রাহ্য নহে, অতএব তাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম
গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

“ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে ব্রাহ্মদিগের স্বধর্ম প্রচার

করিবার ক্ষমতা অল্পত উপায় হইয়াছে। এই ক্ষণে বাহাতে এই ঐশ্বর্য প্রচারিত হয় এবং ব্রাহ্ম-ধর্মের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টা করা ব্রাহ্মদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য।”

অবশেষে আপনাদিগের নিকটে আমার এই নিবেদন; যে আপনাদিগের জন্মে এই মিত্য সর্বদা প্রদীপ্ত রাখা আবশ্যক, যে এ পৃথিবী আমারদিগের চিরকালের বাসস্থান নহে, এখানে হইতে এক সময়ে অবশ্যই প্রস্থান করিতে হইবেক। অতএব আমরা বাহাতে ভবিষ্যৎ কালে উত্তম অবস্থার উপযুক্ত হইতে পারি, এমত যত্ন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তিকে উন্নত করা; পুণ্য কর্ম সাধনে, ধর্ম অভ্যাসে, আপনাদিগের চরিত্র শোধন কবাই আমারদিগের যথার্থ কর্ম—অতি প্রয়োজনীয় কর্ম; তাহাই কেবল স্থায়ী থাকিবে, শরীরের সহিত আমারদিগের আর আর সমুদায় ক্ষিনাশ পাইবে। ধন, ঐশ্বর্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, এ সকল বাহিরের বস্তু বাহিরেতেই পড়িয়া রহিবে; মনেতে যে সকল বৃত্তি উপার্জন করিবে, কেবল সেই সকলের সহিতই মন এই শরীর হইতে বহির্গত হইবে। অতএব অতি যত্ন পূর্বক ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি এবং ধর্মবৃত্তি সকল সবেল ও উন্নত কর, এই সকল বৃত্তির উৎকৃষ্টতা অল্পসারে ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ সহবাসেরই নাম মুক্তি। অতএব বাহাতে আমরা তাঁহার সহবাসের যোগ্য হই, এই প্রকারে তাঁহার প্রতি প্রীতি বৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি সকলের দ্বারা চরিত্র শোধন করিতে যত্নবান থাকি। সেই চরম স্থান যেন আমারদিগের লক্ষ্য থাকে, যেখানে “পূর্ণ পরিপূর্ণ পাপাবিক্স প্রেম, যেখানে মোহের লেশ নাই ও নাই, যেখানে হইতে দূরে মোহ তরঙ্গের কোলাহল শ্রুত হইতে থাকে; যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, বিলাপ নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেম্যানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, অবিপ্রাপ্ত উৎসারিত হইতেছে”। এমত স্থান লক্ষ্য থাকিলে আমারদিগের কোন ভয়, কোন সংশয় থাকে না।

সঞ্চলিত হইয়া আমারদিগকে প্রতি নিমেষে প্রাণ দান করিতেছে, মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী অপৰ্যাপ্ত শস্য, ফল, মূলাদি উৎপাদন করিয়া আমারদিগকে প্রতি দিবস পালন করিতেছেন, পরম রমণীয় পুষ্প সমুদায় প্রস্ফুটিত হইয়া বিচিত্র শোভা প্রকাশ ও মনোহর সৌরভ বিস্তার পূর্বক আমারদিগকে সুখ-সরোবরে অবগাহন করাইতেছে, পর-দুঃখহারী পরপোকারী কারুণ্য-স্বভাব মনুষ্যদিগের হৃদয়-নিকেতনে কারুণ্য-রস প্রকটিত হইয়া আমারদের দুঃখানল নির্ক্ষণ করিতেছে। আমরা যাহা হইতে যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, সকলই তাঁহার প্রসাদাৎ। তিনি আমারদের সর্ব সম্পদের আশ্রয়। সমস্ত দিবার সমস্ত জ্যোতি যেমন এক মাত্র জ্যোতিঃ-সিদ্ধ স্বরূপ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, সেই রূপ আমারদের সমস্ত সুখ সৌভাগ্য এক মাত্র অগাধ আনন্দ-সাগর স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি আমারদের ইহ কালের গতি ; তিনি পরকালের গতি ; তিনি আমারদের চরম গতি।

যাঁহার সহিত আমারদের এ রূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহার পবিত্র প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহিত সহ-বাস করা অপেক্ষায় সুখের বিষয় আর কি আছে ? তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও প্রীতি করা কর্তব্য, তাহা কি বাক্যে বলিয়া নির্বচন করা যায়, ? যে পরমেশ্বর-পরায়ণ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি কোন দুর্কাময় প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে বা কোন পরম রমণীয় সুপরিষ্কৃত পুষ্প কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে, অথবা কোন পরমার্থ বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিতে করিতে, মজ্জলাকর বিশ্বকর্তার কোন অপূর্ব কৌশল সহসা প্রতীতি করিয়া তাঁহার প্রীতি-নীরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনিই সে অনির্বচনীয় প্রীতিরসের কিছু কিছু আনন্দ লাভ করিয়াছেন। এই প্রকার পরম পরিপূর্ণ প্রীতি-রস পান অভ্যাস করা ব্রাহ্মদিগের অবশ্য কর্তব্য।

যদি কোন প্রণয়াস্পদ মনুষ্যের সহিত সহবাস করা বাঞ্ছনীয় হয়, তবে পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের সহিত সহবাস করা কি পর্যাস্ত প্রার্থনীয় ! তাঁহার সঙ্গ লাভার্থে কোন দূরবর্তি

দেশে গমন করিতে হয় না। তিনি সর্ব জীবের সঙ্গে সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, কেবল স্পষ্ট প্রতীতি করিতে পারিলেই তাঁহার সহিত সহবাস করা হয়। আপনাকে নিতান্ত অনন্য-গতি ও পরাংপর পরম পিতাকে আপনার অধিতীয়, সহায় ও করুণাময় আশ্রয় জ্ঞান করিয়া এবং পবিত্র অন্তঃকরণে তাঁহাকে সর্বদা প্রত্যক্ষবৎ দেদীপ্যমান দেখিয়া তাঁহার প্রতি অবিচলিত প্রীতি প্রকাশ করাই তাঁহার সহিত সহবাস। তাঁহার সহিত এই রূপ সহবাস করাই ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্য। যে রূপ সাধন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই তাঁহারদের কর্তব্য।

তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন এ উদ্দেশ্য সম্পাদনের এক মাত্র উপায়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় প্রীতি ও প্রজ্ঞাও অভ্যাস সাপেক্ষ। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! বিদ্যা, শিল্প-কর্ম, বিষয়-কার্য এ সমুদায় যে অভ্যাস-সাপেক্ষ ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু প্রীতি ও প্রজ্ঞাও যে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়, ইহা অনেকে বিবেচনা করেন না। কিন্তু যেমন চালনা না করিলে, শরীরও সবল হয় না, এবং বুদ্ধিও পরি-বর্দ্ধিত হয় না, সেই রূপ প্রীতি ও ভক্তিও চালনা না করিলে বৃদ্ধি হয় না। শরীরের যে অঙ্গ চালনা না করা যায়, তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া আইসে, সেই রূপ মনেরও যে বৃত্তি পরি-চালিত না হয়, তাহাও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে। ধর্মচালের এক স্থানে স্থির থাকিবার উপায় নাই; হয়, উর্দ্ধগামী, নয়, অধো গামী হইতে হয়। উর্দ্ধগামী হইবার চেষ্টা না করিলে অবশ্যই অধোগামী হইতে হয়।—ফলতঃ অপার-মহিমার্গব, সর্ব-গুণালয়, সকল মঙ্গলাস্পদ, পরাংপর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও প্রজ্ঞা করিতে অভ্যাস করা এমন কঠিন কর্মই বা কি? তাঁহার অনন্ত গুণ, অসীম মহিমা ও অশেষ কুশলাভিপ্রায় পর্যালোচনা করিলে, কাহার পাষণ্ডময় হৃদয়ে প্রীতি-রসের সঞ্চার না হয়? আমরা যখন যে দিকে নেত্র পাত করি, তখনই তাঁহার অতি প্রগাঢ় অনির্বচনীয় জ্ঞান এবং অপার ঔদার্য্য ও কারুণ্য-স্বরূপের কোটি কোটি নিদর্শন দেখিতে পাই। আমরা কীর্তিকুশল মনুষ্যদিগের

যে সকল মহৎ কার্য পর্যালোচনা করিয়া মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকি, বিশ্ব-কৰ্ম্মা বিশ্বাধিপতির বিশ্ব-কার্যের তুলনায় সে সমুদায় কিছুই নহে। অতি সুস্ম শ্যামবর্ণ দুর্দাদল অবধি উজ্জ্বল নীলবর্ণ গগন মণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই সেই মহামহিমা-র্গব মহেশ্বরের অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। অসীম-প্রায় প্রশস্ত মহাসাগর, অত্যাশ্রিত বনাকীর্ণ গিরি-প্রস্থ, শত-পদ-বিশিষ্ট সহস্র-শাখ বটবৃক্ষ, দিবাকরের উদয়ান্ত কালের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, সুধাকর পূর্ণচন্দ্রের পরম রমণীয় অনির্দ্বন্দ্বীয় শোভা এ সমুদায় অবলোকন ও স্মরণ করিলে কাহার অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের প্রেম-নীরে নিমগ্ন না হয়? তিনি আমারদিগকে জ্ঞানরত্ন প্রদান করিয়া কত জ্ঞানই প্রদর্শন করিয়াছেন! সুকুমার স্নেহ-বৃত্তি ও বিশুদ্ধ কারুণ্য-স্বভাব সৃষ্টি করিয়া কত স্নেহ ও কত করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন! আমারদিগকে ন্যাকীন্যায় নিরুপণে সমর্থ করিয়া কি আশ্চর্য্য অপক্ষপাতিতা গুণই প্রচার করিয়াছেন! চক্ষুঃ এক এক নিমিষে তাঁহার কত মহিমাই প্রত্যক্ষ করিতেছে! আমারদের প্রতিবারের নিশ্বাস-ক্রিয়া তাঁহার কত স্নেহই প্রকাশ করিতেছে! প্রাণস্বরূপ সমীরণের এক এক হিল্লোল তাঁহার কত করুণাই প্রদর্শন করিতেছে! হে জগদীশ! যে স্থানে যে পদার্থ অবলোকন করি, তাতাই তোমার করুণারসে অতিষিক্ত দেখি। যে স্থানে গমন করি, সেই স্থানেই তোমাকে প্রত্যক্ষবৎ দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। যদি পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তুমি বিদ্যমান রহিয়াছ। যদি গভীর গহ্বরে প্রবেশ করি, সেখানেও তুমি বিরাজ করিতেছ। মহাসাগরকে সন্মুখবর্ত্তি করিয়া তনীয় তটেই দণ্ডায়মান হই, আর নদী তীরস্থ প্রশস্ত-শাখ বৃক্ষ-চ্ছায়াতেই বা শয়ান থাকি, সর্ব্বত্রই তুমি রাজত্ব করিতেছ। তোমার জ্ঞানময় নেত্র অঙ্ককারকেও জ্যোতির ন্যায় দর্শন করিতেছে। তোমার পক্ষে তামসী নিশার নিবিড় অঙ্ককার ও মধ্যাহ্ন কালের পরিস্কৃত দিবালোক উভয়ই তুল্য। এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণু নিয়ত তোমার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই রূপে পরম করুণাকর পরমেশ্বরের অমূল্যম গুণ সমুদায় অহরহ পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার প্রতি প্রজ্ঞা, ভক্তি ও প্রীতি আপনা হইতেই প্রকটিত হইতে থাকে। তখন তাঁহার গুণ কীর্তন করিয়া যেমন বিশুদ্ধ স্মৃতি সন্তোষ করা যায়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তখন তাঁহার প্রীতি, তাঁহার প্রসন্নতা ও তাঁহার সহবাস লাভই সকল কর্মের উদ্দেশ্য থাকে। যে বিষয়ের সহিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট নাই, তাহাতে আর কোন ক্রমেই পরিতোষ জন্মে না। কিন্তু অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ না করিলে পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের সহবাস লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অপরাধী প্রজ্ঞা যেমন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শক্তি হয়, সেই রূপ পাপাসক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে হৃদয়স্থ করিতে ভীত ও অসমর্থ হয়। অতএব, অন্তঃকরণকে পরমেশ্বরের প্রেম-রাগে রঞ্জিত করিবার পূর্বে তাহার পাপ রূপ ধূলিকণা সকল প্রক্ষালন করা কর্তব্য।

প্রিয় জনের প্রিয় কার্য ও তাঁহার প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না; অতএব বিশ্ব-পতির অখিল বিশ্বের প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্বক সর্ব জীবের শুভ চিন্তা করা বিধেয়। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার প্রীতি-ভাজন। সকল জীবই তাঁহার স্নেহাস্পদ। অতএব তিনি যেমন নিরঞ্জন ভাবে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া বিশ্ব-রাজ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার সাধকদিগেরও সেই রূপ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া সর্বসাধারণের শুভানুষ্ঠান করা কর্তব্য। তাঁহার কার্যকে আমাদের কার্যের আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া এবং আমাদের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সম্পাদনে সর্বদা রত থাকা উচিত। যে ব্যক্তি তাঁহার অতিপ্রায় সম্পাদন করিতে পারিলেই প্রফুল্ল থাকে, এবং অনন্ত-যত্ন হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথেই প্রতিষ্ঠা ভ্রমণ করে, সেই ব্যক্তিই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের অধিকারী হইয়া অনির্বচনীয় আনন্দ অমৃতভব করে। “তিনি আমাদের স্মৃতি নদীর প্রস্রবণ।” তিনি আমাদের সৌভাগ্য তরুর এক মাত্র মূল স্বরূপ। নদী কি কখন প্রস্রবণ হইতে পৃথক্ হইয়া প্রবাহিত

হইতে পারে? না বুদ্ধি কদাপি মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্জিত হইতে পারে? অতএব, তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছাকে মিলিত করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করাই আমাদের এ জীবনের এক মাত্র কার্য। সকল জীবে দয়া করা কর্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। পরস্পর ন্যায়াভুগত ব্যবহার করা কর্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। যত্ন পূর্বক পরিবার প্রতিপালন করা কর্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। বিদ্যামুখীলন পূর্বক বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও উন্নত করা কর্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। শরীর সুস্থ না থাকিলে মনের বৃত্তি সকল ক্ষুণ্ণ পায় না, মনের ক্ষুণ্ণতা না হইলে জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি হয় না, জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি না হইলে অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয় না, অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ না হইলে পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের সহবাস লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। তিনি সকল জীবের সুখ সাধনার্থে মাঝে মাঝে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, সমুদায় পালন করা কর্তব্য; মানব জন্ম সার্থক করিবার আর উপায়ান্তর নাই। তাঁহার মঙ্গলময় নিয়ম সমুদায় প্রতিপালনে যত সমর্থ হইবে, ততই নির্মল আনন্দ অন্বেষণ হইয়া তাঁহার করুণাময় বিশুদ্ধ স্বরূপে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে, এবং ততই তাঁহার পবিত্র প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইবে।

যাঁহারদের ধর্মে অম্মরক্তি ও পরম গীতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারা যে একেবারেই এই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। কুসঙ্গ পরিভ্যাগ, সাধু সঙ্গ অবলম্বন, পরমেশ্বরের বিষয়ক ধর্ম বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ ও পুস্তক অধ্যয়ন, অহরহ তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ ও তাঁহার প্রিয় কার্য সম্পাদন ইত্যাদি সাধন সকল যত্ন পূর্বক অভ্যাস করা তাঁহারদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। যে সকল বৃত্তি চালনা করিতে অভ্যাস করিবে, তাহাই প্রবল হইবে। অভ্যাস না করিলে, শরীরও সবল হয় না, বুদ্ধিও প্রখর হয় না, ধর্মও উন্নত না। কুসংসর্গে থাকিয়া ও অশ্লীল বচন শ্রবণ করিয়া যাঁহারদের মনের গ্লানি উপস্থিত না হয়,

তীহারদের অন্তঃকরণ অদ্যাপি অপকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত আছে। অদ্যাপি তীহারদের অবশ চিত্ত পাপ-পিশাচের হস্ত হইতে মুক্ত হয় নাই, এবং জ্ঞান ও ধর্ম অদ্যাপি তীহারদের অন্তঃকরণ অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই,—রিপুগণ অদ্যাপি তীহারদের চিত্ত-ভূমিতে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। যে ব্যক্তি স্নানির্মল বায়ু-সেবিত সুপরিষ্কৃত পুষ্প-কাননে সর্বদা অবস্থিত করে, তাহার যেমন নাকার জনক, দুর্গন্ধময়, গোপালয়ে অবস্থিতি করিতে ঘৃণা উপস্থিত হয়, কুর্কর্ম-পরায়ণ কদাচারি ব্যক্তিদিগের সংসর্গে থাকিলে, পরমার্থ-পরায়ণ পুণাশীল সাধু-ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ সেই রূপ অপ্রসন্ন হইয়া থাকে। যিনি পুণ্য-নদীর পবিত্র প্রবাহে শরীর সন্তারিত করিয়াছেন, তিনি অধর্ম রূপ দুর্গন্ধময় মলিন জলের সংস্পর্শ পর্যন্ত ঘৃণা করেন। কুলোকে সংসর্গ করিয়া যাঁহাঁর মন তুষ্ট থাকে, তিনি কদাপি পরম পবিত্র পরমেশ্বরের সহবাসের যোগা নহেন। তীহার অপরিপুষ্ট অন্তঃকরণ কদাপি পরম পরিপুষ্ট পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ সিংহাসন হইবার উপযুক্ত নহে।

কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলে কেবল উপদেশ শ্রবণে কি হইবে? যে বালকের বিদ্যা লাভে অনুরাগ নাই, সে যেমন কদাপি সুশিক্ষিত হইতে পারে না, সেই রূপ যাহার অধর্মে বিরক্তি ও ধর্মে অনুরক্তি হয় নাই, সে কদাপি ধর্ম রূপ মহারত্ন লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহার ধর্ম লাভের ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তীহার আর কি অবশিষ্ট আছে? তিনি আপনার অনিবার্য ইচ্ছা বলে তদ্বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ, গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গ করিতে যত্নবান হন, এবং তদ্বারা ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য হইতে থাকেন। কিন্তু যাঁহার ইচ্ছা নাই, তীহার হৃদয় বালুকাময় মরুভূমি তুল্য। তিনি এই পবিত্র সমাজে উপবিষ্ট হইয়াও নির্জন্ম বনবাসী সদৃশ এবং বারম্বার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও বধীর তুল্য। কিন্তু একেবারেই যে সকলের একান্ত অনুরাগ উপস্থিত হয় এমন নহে। যেমন বালকগণ কিছু দিন অধ্যয়ন করিতে করিতে বিদ্যারসের স্বাদগ্রহে সমর্থ হয়, সেই রূপ অনেকে পুনঃ পুনঃ পরমার্থ বিষয়ক

উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতেও পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের প্রীতি-রস পানে অমুরক্ত হইতে পারেন। অতএব বারম্বার সাধুসঙ্গ করা এবং যে স্থলে পরাংপর পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ ও গুণ কীর্তন হয়, সে স্থলে সর্বদা গমন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যিক। এক এক রোগের নানা ঔষধ আছে, কাহার কোন অবস্থায় কোন ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ হইবে, কে নিশ্চয় বলিতে পারে? পুনঃ পুনঃ পরমার্থ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে কোন না কোন সাধু-বাক্য হৃদয়মগ্ন হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারে। তখন তাঁহার গুণানুকীৰ্তন শ্রবণে অমুরাগ জন্মে, তাঁহা-কেই এক মাত্র আশ্রয় জানিয়া নির্ভয় হৃদয়ে তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথ অবলম্বনে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, এবং তাহার সহবাস লাভের বাসনা উদয় হইয়া অন্তঃকরণকে তদনুরূপ পবিত্র রাখিতে যত্ন হয়।

•

ব্রাহ্মদিগের উপাসনা-স্থান যে এই পরম পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা এ প্রকার বাসনা ও উৎসাহ উদয় হইবার প্রধান স্থান। ব্রাহ্মেরা এখানে একত্র সমাগত হইয়া সর্বসমঙ্গলাকর পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হন, এবং তদ্ব্যতীত কত কত অন্য ব্যক্তিরও ইহাতে অমুরাগ ও প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকে। এই সকল পরম কল্যাণ সাধনার্থেই এই সমাজ এই ১১ মাঘে এই স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পরিশুদ্ধ ধর্ম্মে এতদ্দেশীয় লোকের অমুরাগ উৎপন্ন হইলেই, সমাজ সংস্থাপক মহাত্ম্যাব পুরুষের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। যিনি এমন মহোপকারী মহা সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং এই পরম পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থে সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন ও তন্মিস্ত অশেষ ক্লেশ ও দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকে স্মরণ হইলে কাহার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্জ না হয়?—অদ্য রামমোহন রায়ের নাম উচ্চারণ না করিয়া এবং অজ্ঞান বদনে মুক্তকণ্ঠে বারম্বার তাঁহার সাধুবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া মায় না। আমরা তাঁহার নিকট ষেক্ষণ-পাশে বদ্ধ রহিয়াছি, তাহা হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক তাঁহার অতীত

কার্য সাধনই সে ধণ পরিশোধের অধিতীয় উপায়। এক্ষণে, তাঁহার অভিসম্বিত ব্রাহ্ম-ধর্মের অন্তরূপ যে মানা স্থানে রোপিত হইতেছে, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র সমাজের অমূল্যপ অমূল্য সমাজ নানা স্থানে সংস্থাপিত হইতেছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বর্ধমান, অম্বিকা, কৃষ্ণনগর, ভবানীপুর, মেদিনীপুর, ও জগদলে যে এই রূপ পুণ্যধাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং অন্ত্য হইবারও জল্পনা হইতেছে, ইহা ব্রাহ্মদিগের অপার আনন্দের বিষয়। এই সকল শুভলক্ষণ সম্মর্শন করিয়া আমারদের অন্তঃকরণ আশা ও তরসায় পূর্ণ হইতেছে এবং উৎসাহে ক্ষীত হইয়া উঠিতেছে। হে পরমাত্মন! এমন শুভ দিন কত দিনে উপস্থিত হইবে, যে তখন আমারদের দেশ এই রূপ পুণ্য-ধামে পরিপূর্ণ হইবেক, আমারদের আত্মীয়, স্বজন বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবাসি সকল আমারদের সহিত সম্মিলিত হইয়া তোমার আনাধনায় প্রবৃত্ত ও অমূল্য হইবে, এবং এ দেশের সকল ভাগে, সকল নগরে, সকল গ্রামে, বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিবসে দিবসে তোমার অপার মহিমা বর্ণিত ও তোমার অমূল্যম গুণানুস্মরণ কীর্তিত হইবে;— হে পরমাত্মন! এমন শুভ দিন কত দিনে উপস্থিত হইবে!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৪ শক ।

ষৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

ধন্য পরমেশ্বর! যে আমি পুনরায় ষৎসর পরে এই সাংসারিক ব্রাহ্ম-সমাজে সমাগত হইয়া তাঁহার অপার গুণানুবাদ প্রবণ মননে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। ধন্য সেই বিবিধ বিদ্যা বিশারদ জনপদ-হিতৈষী দূরদর্শী বিচক্ষণ মহদ্ ব্যক্তি! যিনি এ প্রদেশে জ্ঞানানুকূল ক্রিয়ানুষ্ঠানের অত্যন্ত অনাদর

দর্শনে মনে ক্রোশ করিয়া তৎ প্রতীকারার্থে ঋণ ও সামর্থ্য দ্বারা
 বিশ্ব-দেহান্তর হইতে জ্ঞান-প্রতিপাদক গ্রন্থ সংকলন পূর্বক
 এতদ্দেশে পরম সত্য ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের সুত্র পাত করিয়াছেন;
 এবং ভয়ভ-বিরোধি প্রবল শত্রু দলকে আপনায় আশ্চর্য্য বুদ্ধি
 বলে পরাভব করিয়া, সর্বসাধারণ কলাগ-প্রদ এই ব্রাহ্ম-সমাজ
 সংস্থাপন পূর্বক আমারদিগের পরম উপকার করিয়াছেন। ধন্য
 সেই তৎকালবর্তী গুণিগণাগ্রগণ্য পরম মায়া সুধীর! যিনি
 বহু কালাবধি এই সমাজের আচার্য্য পদারূঢ় হইয়া জন সমূহের
 মনঃক্ষেত্রে এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের ভক্তি বীজ বপন
 করিয়া উক্ত মহাজনের মহদভীক্ নিদ্ধ করিয়াছেন। ধন্য সেই
 পরম সরল সত্য ব্রত সাধু বন্ধু! যিনি মধ্যে এই সমাজের অভ্যন্ত
 অবসামান্যতায় স্বীয় বস্ত্র দ্বারা তৎকারণ নিরাকার্য্য করিয়া
 সমাজের ক্রমশ উন্নতি বৃদ্ধি দ্বারা আমারদিগের সর্বোৎকৃষ্ট
 ব্রাহ্মধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। এ ক্ষণে যে এই সমাজের পূর্বাব-
 দ্ধাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান হইয়াছে, ইতস্ততঃ নেত্র পাত
 নাহেই তাহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়। এতদ্দেশে অনেকে
 ব্রাহ্ম ধর্মোচরণে বজ্রবান্ হইয়া পরমোৎসাহ প্রকাশ করিতে-
 ছেন। অধিকা কালনা, জগদল, কুটনগর, বর্জমান, মেদিনীপুর,
 তবানীপুর, এই সকল স্থানে এতদ্রূপ সমাজ সংস্থাপন করিয়া
 লোক সকল ঐশ্বর্য্যোপাসনায় মনকে গরিতৃপ্ত করিতেছেন।
 আহা! সত্যের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আমারদিগের এই সত্যতন
 ব্রাহ্ম-ধর্ম, এ প্রদেশীয় প্রচলিত প্রথাভ্রগত নানা কুসংস্কারাবিশ্রু-
 শত্রু সমূহের বিদ্বেষাদি বিষম বিষময় বাণ প্রতিক্ষণ সহ্য করিয়াও
 অর্ঘ্যোঃ জ্যোতিঃ প্রকাশের দ্বায় সর্বোপরি পরিশুদ্ধরূপে
 প্রকাশ পাইতেছেন। এই পরম ধর্মকে সম্বুদ্ধিসম্পন্ন সুবিজ্ঞ
 পণ্ডিতগণ ধর্মার্থ কাম বোদ্ধ রূপে সুচারু চতুর্ভাষা রসাল ফল
 শোভিত অরব্য কল্পিত স্বরূপ জাদিয়া সাংসারিক পথ প্রাপ্তি
 ক্ষান্তিকারণ তদাশ্রয় অবলম্বন পূর্বক চরিতার্থ হইতেছেন।
 অতঃপর, এই প্রথম অধ্যক্ষগণ! নিত্য নিরুচ্ছিন্ন ইচ্ছায়াকুল
 ব্যাপারে নিরন্তর চিন্তা না হইয়া সর্বস্ব-সম্পাদক এই সাধু ধর্ম

সাধনে এবং সাধারণ্যে ইহার উন্নতি কল্পে সাহায্য কর, স্বাক্ষর। এই পবিত্র সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া জ্ঞান দান দ্বারা সর্ব সাধারণের পরম সুখ বিধানে সমর্থ হইতে পারেন।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৫ শক।

সাধারণ সনিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

অদ্য আমারদের চতুর্বিংশ সাধারণ সনিক ব্রাহ্মসমাজ। অদ্য ব্রাহ্মদিগের প্রবল উৎসাহ ও অমুপম উৎসবের দিবস। কিন্তু কি হুঃখের বিষয়! অজ্ঞানের প্রভাব ও অধর্মের পরাক্রম এ প্রকার প্রবল, যে তাহা অরণ্য হইলে, আমারদের এই মহোৎসবও স্তান হইতে থাকে। একবার নেত্রোন্মীলন করিয়া চতুর্দিক্ অবলোকন করিলে, জনসমাজ ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধ ও বিপরীত ভাবেই পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। তাহার এ প্রকার বিষম বিপর্যয় ঘটিয়াছে, যে এতদেশীয় লোকসমাজকে সমাজ বলিয়া উল্লেখ করা কর্তব্য কি না সন্দেহ। যদি একা-বন্ধন জনসমাজ সংস্থাপনের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি তার-ভবর্ষীয়, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়, লোকদিগকে ঐ আখ্যা প্রদান করিতে পারেন? এ দেশ বিদ্বৈ রূপ বিষম বিষে জর্জরীভূত রহিয়াছে। স্বজাতীয় ধর্ম অবধি দস্যুদিগের দস্যুতা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই কেবল ঘেম ও হিংসা প্রকাশ করিতেছে। যেখানে প্রণয়ময় উদ্বাহ-বন্ধন কলহ সঞ্চারের মূলীভূত ও সুধাময় জাত-সম্পর্ক জাত-বিরোধের নিদানভূত হইয়া উঠিয়াছে, এবং ধর্ম বিষয়ে মতান্তর প্রযুক্ত পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেখানে আর কোন্ বিষয়ে ভক্তহতা থাকিতে পারে? যে দিকে যে বিষয়ে নেত্রপাত করা যায়, তাহাতেই দারুণ হুঃখ-পান্নাবার উদ্ভূত হইয়া উঠে। কি শারীরিক কি মানসিক অসুখ, কি গৃহ-ধর্ম কি সামাজিক ব্যবস্থা, এ দেশ

সম্পর্কীয় সকল ব্যাপারই করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের
স্বাক্ষর মিশ্রণ প্রদর্শন করিতেছে। প্রাচীনেরা যাহারদিগকে
গৃহের শ্রী স্বরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহারদিগের
অজ্ঞানাবৃত চিত্ত-ভূমিতে যখন অশেষ দোষাকর কুসংস্কার রূপ
বিষ-বৃক্ষ সকল বদ্ধমূল হইয়া গরলময় ফল উৎপাদন করিতেছে,
তখন আর তাহারদের শ্রী কোথায় রহিল? তাহারাই যদি
বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী না হইল, মনঃকল্লিত কাল্পনিক ধর্ম-রূপে
নিমগ্ন থাকিল, বিবিধ প্রকার কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ থাকিয়া
অমানববৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত রহিল, তবে কি রূপেই বা
আমারদের সাংসারিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইবে?—কি রূপেই বা
আমারদের বাস-গৃহ সুখ ও শান্তির আধার হইবে? তাহারদের
স্বভাব-দোষে, আমারদের সম্ভানগণের সংপ্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়াও
স্বকঠিন হইয়াছে। তাহার না আপনার, না আপন সম্ভান
সম্ভতির, না আত্মীয় স্বজনেরই মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিতে
সমর্থ। অজ্ঞান তাহারদের সকল রোগের মূলভূত রোগ। এতদ্দেশে
দম্পতির অপ্রণয় ও কলহ ঘটনার যে অশেষ প্রকার কারণ
বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান বিষয়ে তারতম্য ও ধর্ম বিষয়ে
বিত্তিমতা এক প্রবল কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অদূর-দর্শিনী
বিদ্যাহীন অবলার সহিত দীর্ঘদর্শী, উদার-স্বভাব, বিদ্যাবান্
পতির পানিগ্রহণ হওয়া যে রূপ যন্ত্রণার বিষয়, তাহা অনেকে-
রই বিদিত আছে। সে দুঃসহ যন্ত্রণা উত্তপ্ত অজ্ঞার স্বরূপ
হইয়া অনেকের অন্তঃকরণ অহর্নিশ দগ্ধ করিতেছে। বিদ্যাবান্
পতি নিত্য স্মৃতন জ্ঞান-গিরি আরোহণ করিয়া যে সমস্ত অপূর্ণ
ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, তাহার মুখ শ্রী তাহার কিছুই
ভবগত নহে। তিনি তাহার নিকট যৎসামান্য বৈষয়িক ব্যাপার
এবং ইতর ইন্দ্রিয়-সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে আর কোন কথাই
উত্থাপন করিতে পারেন না। তিনি অবনিমগ্নে জ্ঞান প্রচার,
ধর্ম বিস্তার, সাংসারিক রীতি নীতি সংশোধন, রাজ-ব্যবস্থার
উন্নতি সাধন ইত্যাদি প্রধান প্রধান শুভকর প্রস্তাব পর্যালো-
চনায় অমুরক্ত ও তৎসম্পাদনে যত্নবান থাকেন, তাহার অরিপুত্র-

যুক্তিবিদ্যাহীন। তারা সে সকল বিষয়ে অমূল্য করা দ্বারে থাকুক, সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবাহী প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমাদের গৃহ ছায়াতপে বিচ্ছিন্ন; এক ভাগে উজ্জ্বল জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ, অন্য ভাগে অজ্ঞান রূপ অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।—
হে পরমাত্মন! একুপ বিষম বৈষম্য কি রূপে কত দিনে দূরীকৃত হইবে, তুমিই জান।

দম্পতি সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, উদ্ধাহের বিষয় সর্বোপায়ে স্বভাবতঃ উদ্বোধিত হইয়া উঠে। এ বিষয়ের তথ্যামূল-জ্ঞানার্থ এক বার চতুর্দিকে নেত্রপাত করিলে, কত যুক্তি-বিরুদ্ধ, ধর্ম-বিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক ব্যাপারই দৃষ্ট হইতে থাকে। কোন স্থানে দেখিবেন, পিতা আপনার সদসদ-বিবেচনা-বর্জিতা, সপ্তম বর্ষীয়া, বালিকা কন্যাকে কোন অপরিজ্ঞাত, দুর্কিনীত, অকৃতী পাত্রের হস্তে জন্মের মত সমর্পণ করিতেছেন। কোথাও বা কোন অবোধ বালকের জনক তাহাকে উদ্ধাহ রূপ অভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাহার আশুভঙ্গুর সুকুমারী স্বেচ্ছা দুর্ব্বাহ লোল-ভার স্থাপন করিতেছেন। কোথাও বা কোন বিবাহ-প্রিয়, অদূরদর্শী, নির্বোধ দরিদ্র পূর্বপুরুষ-প্রদত্ত ভূমি-সম্পত্তি বিক্রয় পূর্বক উদ্ধাহ বিষয় করিয়া অবিলম্বে মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। কোথাও দেখিবেন, কোন নিম্ন, নিরাজ পুরুষ উদ্ধাহ রূপ উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া পক্ষ পবিত্র পাণিগ্রহণ ধর্মে কলঙ্ক রোপণ করিতেছে, এবং সহসা কাল-গ্রাসে প্রবেশ করিয়া একেবারে কত স্ত্রীকে বিষম বৈধব্য দশায় অবতীর্ণ করিতেছে। যে দেশে অধর্ম ধর্ম-বেশ ধারণ করিয়াছে এবং ধর্ম পাপের উপদ্রব-ভয়ে লান ও প্রচ্ছন্ন হইয়াছেন, সে দেশ যে একেবারে উচ্ছিন্ন যায় নাই, এই আশ্চর্য। আমরা যে এই সমুদায় কুরীতি-পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইতেছি না, ইহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা কেবল আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া জীবন-হরণ করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি!

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ধর্ম বিষয়ে মতান্তর প্রযুক্ত পিতা পুত্রের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। জনক জননীর অতি শ্রেষ্ঠ পুত্র-

মায় পদার্থ ও পুষ্টি পুষ্টি পুষ্টি ও অমাদরর আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে। পিতা যে যুগ্মীয় প্রতিমূর্ত্তি সমীপে গল-লগ্নী কৃত বস্ত্রে, কুড়াগুলী পুটে দণ্ডায়মান হইয়া তদন্ত চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, পুত্র ধরাডলস্থ মূর্ত্তিকার সহিত-তাহার অবি-শেষ কানিয়া অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিতেছে। পিতা হীন-বর্ণোদ্ভব পরমাশ্রয় মিত্রেরও স্পৃহ অম ভক্ষণ করেন না, পুত্র স্নেহেরও সহিত একত্র পান ভোজন করিয়া তাঁহার মনঃপীড়া উৎপাদন করিতেছেন। এ ক্ষণকার বিদ্যাবান্ যুবকেরা আপনার উপা-ক্লিষ্ট জ্ঞান-প্রভাবে যে সমস্ত বিষয় অপ্রমাণিক অলীক বলিয়া জানিতেছেন, তাহা অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, প্রামা-ণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না, একথা যথার্থ বটে, কিন্তু অনেকের বিদ্যা-বৃক্ষে যে সমানরূপ শুভ ফল উৎপন্ন হয় নাই ইহাই অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। কেহ কেহ এই রূপ অবধারণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষ কোন প্রকার ধর্ম-বন্ধন বদ্ধ থাকা বিধেয় ও আবশ্যক নহে; সুতরাং তাঁহারদের মতে, সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ পরম সত্য ধর্ম ও অবলম্বন ও প্রচার করা কর্তব্য নহে। যিনি আমা-রদের সকলের অষ্টা, পিতা ও-সর্ব-স্বথ-প্রদাতা—যিনি আমাদের বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধর্ম সকল মঙ্গলের মূলীভূত অদ্বিতীয় কারণ, সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্তন করা ও অস্তিত্বসিদ্ধি চিত্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁহারদের মতে কর্তব্য নহে। তাঁহার ধর্ম শাসন ব্যতিরেকেই উত্তমাধন মধ্যম সকল লোককে সুশীল ও সুনীতি-পরায়ণ করিবেন—সেতু বন্ধন ব্যতিরেকেই নদীর প্রবাহ-রোধ করিবেন, এই রূপ সঙ্গল করিয়াছেন। আহা! কত সুশিক্ষিত সন্ধিহীন ব্যক্তি আমাদের অষ্টা, ও পিতার সন্ত পঙ্কস্ত প্রভীতি করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহারদের অন্তঃ-করণের প্রত্যেক বৃত্তি, শরীরের প্রত্যেক শোণিতবিম্ব এবং বাহ্য বস্তুর প্রত্যেক পরমাণু বাঁহাকে স্পৃহ প্রতিপন্ন করিতেছে, তাঁহার তাঁহার দেখিতে পাম না! হে অগদীশ! তাঁহারদের এধর্ম বিবন্ধ-বিভ্রম কেন ঘটিল!—আবার কত শত সন্ধিহীন-

শাস্ত্রী শিক্ষিত ব্যক্তি সভ্যতাজ্ঞানী তিম্র জাতির পানদোষ রূপে বিষম পাপের অমুকরণ করিয়া স্বোপার্জিত সমুদায় বিদ্যা ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছেন। তদ্বারা যে সমস্ত নিতান্ত মূঢ়-স্বভাব শাস্ত্র-প্রকৃতিরও বিকৃতি ঘটয়াছে, তাহা স্মরণ হইলে বোধ হয়, সূরা রূপ সাংঘাতিক বিষ ভূষারশিলাকে তপ্তাকার ও অমৃত-ভাণ্ডকে বিষ-ভাণ্ড করিতে পারে।

অন্য বিষয়ের আর কি প্রশঙ্গ করিব? অন্য মঙ্গলামঙ্গলের কথা দূরে থাকুক, অপর সাধারণ সকলে যে বিষয়কে নিতান্ত স্বার্থকর বলিয়া জানে, এতদেশীয় লোকে তাহারও ত্যাগপার্থ্য বুঝিতে পারেন না। অর্থ সকলেরই স্পৃহণীয়, কিন্তু কি রূপ উপজীবিকা অবলম্বন করিলে, যথেষ্ট অর্থ লাভ হইয়া আপনায় মান, সম্মান ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা পাইয়া পৌরব বুদ্ধি হয়, তাহার তাহার মর্দ্দাববোধে সমর্থ নহেন। তাহার এই রূপ স্বাতন্ত্র্য সাধক কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রধান ব্যবসায় সমুদায় অতি হেয় অপকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করেন।—তাঁহারা কেবল পরের দাসত্ব স্বীকারই সূচাররূপে শিক্ষা করিয়াছেন। লিপিকর-ব্যবসায় তাঁহারদের পক্ষে পরম পুজনীয় সর্ব্ব-সেবনীয় হইয়া উঠিয়াছে। হায়! কি লজ্জার বিষয়! উনবিংশতি শতাব্দী পূর্বে এক মহাকবি এতদেশীয় চূর্তাগ্য লোকদিগকে “আপাদ-প্রমুপ্রণতাঃ” অর্থাৎ গুদাবনত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কালিদাসের স্বভাব-বর্ণন-শক্তি কি আশ্চর্য! আমাদের প্রকৃতি অদ্যাপি অবিকল সেই রূপ রহিয়াছে।—হে ভাগ্য! আমাদের এ কলঙ্ক কি কোন কালে অপনীত হইবার নহে? স্বাধীনতা! তুমি কি আমাদের অর্চনা আর কখনই গ্রহণ করিবে না?

আমরা কি করিতেছি! এ দেশের দুঃখের বিষয় এক রজা নীতে গণনা ও বর্ণন করিয়া কে শেষ করিতে পারে? কি ধর্ম্ম-ধর্ম্ম, কি আচার ব্যবহার, কি ধর্ম্ম-প্রণালী, কি ঐক্যমিত্রিক অন্নহা কি রাজ-ব্যবস্থা, কোন বিষয়েই নেত্র পাত করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না। আমরা স্বকীয় কর্ম্ম-কলে চূর্ণখামলে অহরহঃ দক্ষ হইতেছি; আবার রাজমহিপতিরা তাহাতে করুণা রূপ ঝারি

সেচন না করিয়া অনবরতই আছতি প্রদান করিতেছেন। তাঁহার।
স্বার্থ-সলিলে প্রজার কল্যাণ বিসর্জন দিয়াছেন,—লোভের
বর্গের দয়াকে বলিদান করিয়াছেন।

হা ধর্ম! তুমি কোথায় আছ! তুমি হিন্দু জাতির জীবন
বলিয়া ভুমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলে। তুমি প্রচ্ছন্ন হওয়াতে, তাঁরত-
তুমি মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছেন। জননী জন্ম ভূমির
সাতিশয় শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল
হইয়া উঠিতেছে। পাপের প্রহারে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত
হইয়াছে। মনের কি আশ্চর্য স্বভাব! যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি,
তিনি পশ্চাত্তাপিনী পাপ-পিপাচীর উপদ্রবে কল্পমানা ও
দীনভাবাপন্ন হইয়া অতি মলিন বেশে, স্নান-বদনে, ধর্ম সন্নি-
ধানে “জাহি, জাহি” বলিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।
কি উপায়ে কিরূপে তাঁহার এই অশেষ রোগের শাস্তি হইবে,
কে বলিতে পারে?—এক উপায় আছে; যখন গ্রীষ্ম অতিমাত্র
প্রবল হইয়া অসহ্য-প্রায় হয়, তখন অবশ্যই বারি বর্ষণ হইয়া
তাঁহার শাস্তি করে। পূর্ব কালে যখন ফরাসিসদেহ-বাসী গাল
নামক প্রসিদ্ধ লোকেরা স্বদেশ হইতে রোমকদিগকে দুরীকৃত
করিয়া স্বয়ং রাজ্য সংস্থাপন করিলেক, তখন স্বজাতির শুভো-
ন্নতি আশয়ে আপনাদের মূর্ত্তার উপর একটি অতি মনোহর
তাবার্থ-ঘটিত শব্দ মুদ্রিত করিয়াছিল,—সে শব্দের অর্থ ‘আশা’।
জগদীশ্বরের জগৎ কখনও উচ্ছিন্ন যাইবার নহে,—চরমে পরম
মঙ্গল অবশ্যই উৎপন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; এই আশা-
ঘটি অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি। এই আশা-
ব্রাহ্ম-ধর্ম রূপ পবিত্র ক্ষেত্রে রোপিত রহিয়াছে। আমারদের
ব্রাহ্ম-ধর্ম সকল রোগের মহৌষধ। ব্রাহ্ম-ধর্মের রমণীয় জ্যোতি
নমাক রূপে আবির্ভূত হইলে, পাপাঙ্ককার অবশ্যই নিরাকৃত
হইবে। পরমেশ্বরের পরিশুদ্ধ প্রীতি প্রতিষ্ঠাই ব্রাহ্ম-ধর্ম এবং
নির্মূল-আনন্দ লাভ ইহার অবশ্যস্বাভাব-নিষ্কল। পরম
পবিত্র প্রীতি পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চনা করা ব্যতিরেকে ব্রাহ্ম-
ধর্মের আর অন্য ধর্ম নাই, তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন ব্যতিরেকে-

কেও তাঁহাদের আর অন্য কার্য্য নাই। তন্মিন্ন আর সকল ধর্ম্মই কাল্পনিক, আর সকল কার্য্যই অকার্য্য। সর্ব্ব-মঙ্গলা-কর পরমেশ্বর যে মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে অধিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, তাহাই সাধন করা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। তিনি আমাদের মনোরূপ রত্ন খণ্ডিতে যে সকল জ্ঞান-রত্ন ও সুখ-রত্ন নিহিত রাখিয়াছেন, তাহা খনন করিয়া বহির্গত করা, এবং বিচিত্র বাহ্য বস্তুতে যে সকল কল্যাণ-বীজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাহা আহরণ করিয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রয়োজন। বিশ্বপতির স্বপ্রতিষ্ঠিত শারীরিক, মানসিক, ভৌতিক সর্ব্বপ্রকার নিয়ম পরিপালিত হইয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য এবং ঐহিক ও পারত্রিক আনন্দ সম্পাদন করে, ইহাই এই পরম ধর্ম্ম প্রচারের অভিপ্রেত। আমাদের এই রমণীয় আশা দীর্ঘ আশা বটে, কিন্তু আমাদের আশা-বৃক্ষ আশা-প্রদাতা সর্ব্ব-সুখ-দাতা পরমেশ্বরের কারুণ্য রূপ পবিত্র ক্ষেত্রে রোপিত রহিয়াছে। অতএব, তাহা এক কালে অবশ্যই ফলবান হইবে, এবং ফলবান হইয়া অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় শোভা প্রকাশ করিবে। তখন আমাদের ভারত-ভূমি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মনোহর জ্যোতিতে দীপ্তি পাইয়া সর্ব্বত্র সুরমা সুখ-বাণীর প্রদর্শন করিবে। তখন গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ও পরম মঙ্গলালয়ের গুণকীর্্তন রূপ মঙ্গল-ধ্বনিতে ধ্বনিত হইয়া মানবগণের ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল-প্রবাহ একত্র মিলিত করিবে;—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের মঙ্গলময় নিয়ম-প্রণালী প্রচার পূর্ব্বক অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সুনির্ম্মল জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে থাকিবে;—স্বদেশের গ্রাম ও নগর সমুদায় পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যমুখল হইয়া প্রতি গৃহে সুস্থতা-সুখ সঞ্চার করিবে;—স্বদেশীয় লোক বল বীৰ্য্য, বিদ্যা ধর্ম্ম, ও সুখ সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়া মনুষ্য-সমাজে গণ্য ও মান্য হইবে, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও কাল্পনিক ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি ও প্রীতি সহকারে পরমেশ্বর-প্রদর্শিত পবিত্র পথকে

বিচরণ করিবে ও উদ্ধাহাদি গৃহধর্ম-প্রণালী পরিশোধন করিয়া স্বজাতীয় স্বভাবের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবে ।

এই সমুদায়ই ব্রাহ্মদিগের আশার বিষয় । আমরা করুণা-ময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া এই আশা অবলম্বন পূর্বক কার্য্য করিতেছি । যদিও এতাদৃশ দীর্ঘ আশা চরিতার্থ হওয়া এক্ষণে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমস্ত নিয়মে-রই এইরূপ উদ্দেশ্য । অথও ভূমণ্ডলকে উল্লিখিত রূপ স্বর্গোপম সুবোধ্যম করাই তাঁহার সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন । কোন অনি-র্দেশ্য কালে পুর্নোক্ত সমস্ত শুভকর ব্যাপার সম্পন্ন হইবে, কে বলিতে পারে ? কিন্তু তৎ সমুদায় সাধন করাই ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্দেশ্য এবং তাহাই লক্ষ্য করিয়া আমাদের সকল কার্য্য নির্বাহ করা কর্তব্য ।

কোন অল্পপম আশ্রমোৎসবোৎসব হইলে, সেই মহোৎসব-প্রযোজক মহাশয় ব্যক্তিকে স্মরণ না করিয়া আর কতক্ষণ ক্ষান্ত থাকা যায় ? আমাদের যে সুদীর্ঘ আশা-বৃক্ষ এই প্রকার পরম শোভাকর সুগন্ধ পুষ্প-পুঞ্জে পরিবৃত্ত হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহার মূলীভূত মহাত্ম্য ভাব মহাত্মাকে সকৃতজ্ঞ ভক্তি-রসাতিসিক্ত চিত্তে স্মরণ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না । এক মাস অতীত হইল, তাঁহার সমকালবর্তী কোন মহাশয় ব্যক্তি কহিয়াছিলেন, রামমোহন রায়ের কতক গুলি চিত্রময়্যে প্রতিক্রপ মুদ্রিত করা কর্তব্য । এই সদর্থ-ঘটিত প্রীতি-রস-পূর্ণ বাক্য স্মরণ হইয়া ভাবি-লাম, তাঁহার প্রতিক্রপ আমাদের মানস-পটে যাদৃশ মুদ্রিত ও চিত্রিত রহিয়াছে, তাহাতে আর অল্প প্রতিক্রপে প্রয়োজন কি ? এখন তিনি আমাদের মানস-মন্দিরে জীবিতবৎ প্রতীয়-মান হইতেছেন । মনের কি মহীয়সী শক্তি ! তাঁহার অধিষ্ঠানে এই সমাজ-মন্দির যেন গৌরব ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার প্রচারিত অমৃতময় উপদেশ-বাক্য সকল শ্রুতি-পাথে সমাক্রান্ত হইয়া, প্রীতি ও ভক্তি-প্রবাহ চতুর্গুণ প্রবল করিয়া, প্রীতি-পূর্ণ পরমেশ্বরের প্রতি প্রবাহিত করিতে লাগিল ।”

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৫ শক ।

সাধারণসংস্করণ-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

হে পরমাত্মন! হে তেজোময় অমৃতময়! আমি কি দেখি-
তেছি। আমি যে তোমাকেই চতুর্দিকে দেদীপ্যমান দেখিতেছি,
এই সমাজ মধ্যে তোমাকে জাজ্ঞামান দেখিতেছি। এই দীপ-
মালা সকলের আলোকে এই মন্দির যে আলোকময় হইয়াছে;
তাহার অন্তরে তোমার নির্মলানন্দ-জ্যোতিঃ ব্যাপ্ত দেখিতেছি।
সে আনন্দ-জ্যোতিঃ আমার মনকে এই ক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অধি-
কার করিতেছে। সর্বত্র তোমার ভূমানন্দ-জ্যোতিঃ প্রকাশ
দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র মনে যে এক নির্মলানন্দ-প্রবাহ উৎসা-
রিত হইতেছে, তাহা এই ক্ষুদ্র শরীর আর ধারণ করিতে
পারে না, তাহার প্রবল বেগে আমার এই ক্ষীণ শরীর অবসন্ন-
প্রায় হইতেছে। চিরকাল তোমার আশ্রয়ে নিবাস, তোমার
সহায়ে নির্ভর, তোমার কৃপার অধীন; তুমি আমারদিগের ধন
জন যৌবন, বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সকলেরই মূলধার। তুমি আমার-
দিগকে মাতার ন্যায় স্নেহ কর, পিতার ন্যায় রক্ষা কর, গুরুর,
ন্যায় জ্ঞান দেও, বন্ধুর ন্যায় প্রীতি কর। তুমি মাতা হইতে
অধিক, পিতা হইতে অধিক, গুরু হইতে অধিক, স্নেহ হইতে
অধিক; কারণ তুমি আমারদিগের রক্ষার নিমিত্তে স্নেহের
নিমিত্তে পিতা মাতা গুরু স্নেহকে নিয়োগ করিয়াছ। তুমি
পিতা মাতার ন্যায় আমারদিগের অন্ন পান সম্পাদন করিতেছ
এবং আমরা এখানে স্নেহে সঞ্চরণ করিতেছি দেখিয়া পরি-
তুষ্ট হইতেছ। আমি কি করিতেছি? উপমা রহিতের উপমা
দিতেছি। তোমার স্নেহ তোমার প্রেম কি মনুষ্য মনের স্নেহ
প্রেমের সহিত উপমা হয়? তুমি স্নেহের আবহ, তুমি প্রেমের
আবহ, তোমা হইতে স্নেহ প্রেম প্রবাহিত হইয়া সমুদায় জগৎ-
কে সিক্ত রাখিয়াছে। তুমি স্নেহ ও প্রেমের আকর স্বরূপ,
তুমি মঙ্গল স্বরূপ; তুমি সকল মঙ্গলের নিদানভূত। তোমার

সেই আনন্দ রূপ মঙ্গল স্বরূপ যত্নশীল নিষ্পাপ পুরুষেরা অহু-
ভব করিয়া তোমাকে রস স্বরূপ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সে
রস যে আনন্দন করে নাই সে কিছুই আনন্দন করে নাই। কিন্তু
আমাদেরিগের কি ক্ষমতা যে তোমার সেই আনন্দ-রস সমাক
আনন্দন করিতে পারি? আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব, আমাদেরিগের
কি সাধ্য কি শক্তি, কি বিদ্যা কি বুদ্ধি, যে তোমার মহিমা
বর্ণন করিতে পারি—তোমার প্রেম অহুভব করিতে পারি। তুমি
নিরতিশয় মহান, তুমি সকলের বশী, তুমি সকলের প্রভু, তুমি
রাজাধিরাজ হইয়া এই সমুদায় জগৎ শাসন করিতেছ, তোমার
সিংহাসন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি পরম পূজনীয়
দেবতা স্বরূপে এখানে অধিষ্ঠান করিতেছ, আমরা সকলে একা
হইয়া তোমার পূজা করিতেছি; সুনির্মল প্রীতি পুষ্প দ্বারা
তোমার অর্চনা করিতেছি, তুমি ওঁহা গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৬ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

প্রথম বক্তৃতা ।

“অদ্য পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ । ব্রাহ্মসমাজ
প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এক শতাব্দের চতুর্থ ভাগ অতীত হইল।
এই কালের মধ্যে আমাদেরিগের আশাস্বরূপ ফল উৎপন্ন হয় নাই
ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।—হায়! আমরা শতা-
ব্দের চতুর্থ ভাগে যে সমস্ত সুচারু কললাভের প্রত্যাশা করি
অন্ধ-শতাব্দের তাহা প্রাপ্ত হইলেও, সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া
অঙ্গীকার করিতে হয়।—কিন্তু এই পঞ্চবিংশতি বৎসর কদাচ
নিরর্থক গত হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে কাল্পনিক ধর্মের বেশ
মলিন ব্যতিরেকে কদাচ উজ্জ্বল হয় নাই, তত্ত্ব-জ্ঞানের কিরণ
বিকীর্ণ ব্যতিরেকে কদাচ সঙ্গীর্ণ হয় নাই, এতদেশীয় লোকের
কুসংস্কার পরিহারের পথ পরিষ্কৃত ব্যতিরেকে কদাচ অবরুদ্ধ

হয় নাই। বর্ষাঋতুর সমাগম ব্যতিরেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় না একথা যথার্থ বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালেও ঐ বৃষ্টিপাত রূপশুভ কার্যের কারণ পরম্পরার সংঘটনা হইয়া থাকে। সেইরূপ ভবিষ্যতে ভূমণ্ডলে যে পরম রমণীয় ধর্ম-মঞ্চ প্রস্তুত হইবে ইতি মধ্যেই তাহার সোপান পরম্পরা নির্মিত হইয়াছে। সমাজ-সংস্থাপক, ধর্ম প্রচারক, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে ধর্ম বিষয়ে এতদেশের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার সহিত ইদানীন্তন অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলেই, উল্লিখিত বিষয় অক্লেশে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার সময়ে তিনি চতুর্দিকে অজ্ঞানজ্ঞ-কারে পরিবেষ্টিত হইয়া উজ্জ্বলদীপ-শিখা সদৃশ দীপ্তবান ছিলেন, অধুনা সেই অজ্ঞকারের মধ্যে স্থানে স্থানে কত শত ক্ষুদ্র দীপ প্রদীপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এতদেশীয় অবোধ মনুষ্যেরা তাঁহার প্রচারিত ●পরিশুদ্ধ ধর্মের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সংস্পর্শ পর্যান্ত বিষবৎ পরিত্যাগ করিত, অধুনা শত শত সুমার্জিত-বুদ্ধি, সুশিক্ষিত ব্যক্তি সেই ধর্ম পরম-পুরুষার্থ-সাধক সর্বোত্তম ধর্ম স্থির করিয়া, স্বেচ্ছামুসারে অবলম্বন করিবার নিমিত্ত, ব্যগ্র হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার সময়ে সর্ব সাধারণেই তাঁহাকে অতিক্রম আততায়ী শত্রু বিবেচনা করিয়া, বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ পূর্বক, দুঃসহ ক্রেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ●অধুনা তনু সদ্ধিদাশালী সুবোধ মনুষ্যের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রদর্শিত পরম পরিশুদ্ধ সত্য ধর্ম পালন ও প্রচারণ করিবার নিমিত্ত, দুঃসহ ক্রেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার সময়ে যাহারা ব্রাহ্ম-সমাজের সংজ্ঞা মাত্র শ্রবণ করিলেও কর্ণকুহরে কর্ণার্ণব করিতেন, অধুনা তাঁহাদেরই সুশিক্ষিত সন্তান সকল ব্রাহ্ম-সমাজে নির্ভয়ে উপবেশন করিয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। তাঁহার সময়ে যাহারা অসুখ-পরবশ হইয়া, তদীয় গুণ-সমূহে দোষারোপ করিয়া, স্বীয় রমনাকে দূষিত করিতেন, ও কখন কখন তাঁহাকে প্রহার করিয়া নিজ কর-দ্বয় কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইতেন, অধুনা তাঁহাদেরই সন্তান সকলে সন্তোষ-স্বদয়ে

তঁাহার গুণ-বর্ণনা ও কীর্তন-ঘোষণা করিয়া স্বকীয় লেখনী ও ভারতী সার্থক করিতেছেন। তঁাহার সময়ের যে ধর্ম-বিষয়িণী অথচ ধর্ম-বিশ্বেষণী সভা তঁাহার উপর, ও তঁাহার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজের উপর, বিদ্রোহালন ও দুর্কচন-বিষ অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিত, অধুনা নির্বাণ-গত আগ্নেয় গিরি অথবা গরল-শূন্য বিষ-ধর তুল্য নিতান্ত নিস্তেজ ও একান্ত অকিঞ্চিৎ কর হইয়াছে ; —কেবল নাম মাত্র আছে। তঁাহার সময়ে তিনি প্রাণপণে যত্ন করিয়াও দুই এক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্বীয় মতে সম্পূর্ণ রূপ মতস্থ করিতে সমর্থ হন নাই, অধুনা অনেক ব্যক্তি অন্য-দীয় উপদেশ-নিরপেক্ষ হইয়া আপনাদের মার্জিত বুদ্ধি প্রভাবে তঁাহার মত উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সে সময়ে তঁাহার মতের অমূল্যতা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সকলেই প্রায় বেদান্তাভুগত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, রামমোহন রায়ের ন্যায় শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তি-পথাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন না। তিনি কোন শাস্ত্রকে পরমেশ্বরের প্রণীত অভ্যাস্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন না ; সর্ব শাস্ত্রের অমূল্যতা করিয়া, যুক্তি বিরুদ্ধ যাবতীয় বিষয় পরিভাগ পূর্বক, যুক্তি-মূলক যথার্থ পরমার্থ—তত্ত্ব সমুদায়ই গ্রহণ করিতেন। যদিও তিনি এতদ্দেশে স্বীয় মত সংস্থাপনার্থ সমগ্র শাস্ত্র হইতে, এবং বিশেষতঃ বেদান্ত শাস্ত্র হইতে, প্রমাণ পুঞ্জ সঞ্চলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে বাস্তবিক বৈদান্তিক ছিলেন না, ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই। রামমোহন রায়ই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপক, রামমোহন রায়ই ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তক, রামমোহন রায়ই ভারতবর্ষীয়দিগের জাতি নিবারণের মূল স্তম্ভ স্থাপক। আমরা তঁাহারই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই নিমিত্ত, প্রতিবৎসর তঁাহাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ রূপ কর প্রদান করিয়া অন্তঃকরণের আক্ষেপ নিবারণ করি। রামমোহন রায় এতাদৃশ অসামান্ত স্বভাব মহীয়ান্ মনুষ্য ছিলেন, যে আমরা তঁাহার অভুগত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে, আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করি। কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্ম

যে রূপ পরিপূর্ণ ধর্ম, রামমোহন রায়ের মত তদনুরূপ পরিপূর্ণ ছিল না, এবিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন তিনি ব্রাহ্মদিগের ন্যায় প্রাচীন শাস্ত্র সমুদায় পরিভাগ করেন নাই, এবং পরম্পরাগত বৈদান্তিক মতেও অশ্রদ্ধা করেন নাই; তিনি এতদেশীয় সকল শাস্ত্রই অস্বাস্ত্য আশু-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং তন্নিমিত্তই, সমুদায় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া বিচার করিতেন, এবং সর্ব শাস্ত্রের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই অভিপ্রায় যে কোন মতেই প্রামাণিক নহে, এবিষয়ে একাদি ক্রমে সমূহ যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ—রামমোহন রায়ের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ক্ষমতার বিষয় বিবেচনা করিলে, তিনি যে কতক গুলি, অসঙ্গতি-পরিপূর্ণ, পুরাতন পুস্তক পরমেশ্বর-প্রণীত অস্বাস্ত্য শাস্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন, ইহা সহসা স্বীকার করা সুকঠিন কর্ম। বরং সবিশেষ মনোযোগ পূর্বক তাঁহার প্রণীত পুস্তক পরম্পরা পাঠ ও পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষই সঙ্গত বোধ হয়। তাঁহার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয় হয়, তিনি বহু দেশের বহু গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া আপনার অসামান্য বুদ্ধি বলে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিরাকার পরমেশ্বরই মানব জাতির উপাস্য পদার্থ, তিনিই তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের অদ্বিতীয় কারণ, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বমাত্রই তাঁহার প্রণীত একমাত্র ধর্মশাস্ত্র স্বরূপ, এবং এই অতি প্রগাঢ় অস্বাস্ত্য শাস্ত্র রূপ মহাসিন্ধু গম্বন করিয়া যে কিছু জ্ঞান-রত্ন উদ্ধার করা যায়, তাহাই আমাদের কল্যাণ কৌশাগারের অপ্রতুল পরিহারের একমাত্র উপায়। তিনি আপনি ঐ পরম ধর্ম রূপ অমূল্য নিধি উপার্জন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন, এবং মানব জাতির ঘোরতর অজ্ঞান-ভ্রমির দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদিগের পরিভ্রাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আবহমান কাল যাহাদের অসত্যকে সত্য, অচেতনকে চেতন ও ভ্রান্তকে অস্বাস্ত্য বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাহারা যে সহসা

তাহার কথাই আস্থা রাখিয়া, অথবা শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া, তাহার প্রদর্শিত পবিত্র পথের পথিক হইবে, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। যাহারা পরম্পরাগত ধর্ম-শাস্ত্রের ও হৃদয়-নিহিত কুসংস্কার মাত্রের, নিতান্ত অমুগত হইয়া চলে, এবং পূর্বতন শাস্ত্র-প্রচারক ও ধর্ম-প্রয়োজকদিগকে দেববৎ পরিভ্রাণ কর্তা ও তাহাদের বাক্য অজ্ঞাত আশু বাক্য বলিয়া প্রত্যয় যায়, অশাস্ত্র-সম্মত যুক্তির বল স্বীকার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। এই সম্মুখীন বিবেচনা করিয়া, তিনি তাহাদিগের স্বকীয় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ সঙ্কলন করিয়া, স্মৃতি মত সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যেমন হিন্দুদিগের সহিত বিচারের সময়ে বেদ বেদান্তাদির বচন গ্রহণ করিতেন, সেইরূপ, মোসলমানদিগের সহিত বিচারের সময়ে কোরাণের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, এবং খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত বিচারের সময়ে বাইবেল শাস্ত্রকে সাক্ষী বলিয়া মান্য করিতেন। যদি তাঁহাকে বৈদান্তিক অথবা সমগ্র-হিন্দু-শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, কোরাণ ও বাইবেল মতাবলম্বী বলিয়াও অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হয়। শুনা গিয়াছে, তিনি জীবদ্দশায় বন্ধু বিশেষকে কহিয়াছিলেন, আমার মৃত্যুর পরে হিন্দু, মোসলমান ও খ্রীষ্টীয় তিন সম্প্রদায়েই আমাকে স্ব স্ব শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রত্যয় যাইবে, কিন্তু আমি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। তাহার এই স্মৃষ্টি ভবিষ্যদ্বাক্য অবিকল সফল হইয়াছে। তাহার লোকান্তর গমনান্তে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বেদান্তগামী ব্রহ্মজ্ঞানী, মোসলমানেরা কোরাণ-বিশ্বাসী মোসলমান, এবং খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ীরা বাইবেল-মতাবলম্বী খ্রিষ্টান বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল। যদিও তিনি ঐ সমস্ত ধর্মশাস্ত্র হইতে পরমেশ্বরের অনির্বাচনীয় স্বরূপ, অমূল্য গুণাবলি ও মঙ্গলকর নিয়ম-প্রণালী বিষয়ক বহুতর বচন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তিনি না হিন্দু, না মোসলমান, না খ্রিষ্টান, কোন শাস্ত্র পরমেশ্বর-প্রণীত অজ্ঞাত আশু-বাক্য জ্ঞান করিতেন না, স্মরণে কোন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সমগ্র মত বিশ্বাস করিতেন না। তিনি নিতা, নিরাকার, নির্বি-

কার, সর্বজ্ঞ, সর্বাত্ম, নিখিল-বিশ্বেশ্বর পরমেশ্বরেরই একমাত্র উপাস্ত পদার্থ বলিয়া, এবং বিশ্ব রূপ বিশাল পুস্তক মাত্রই তাঁহার প্রণীত ধর্ম-শাস্ত্র বলিয়া, প্রত্যয় করিতেন। যে দেশের যে জাতির যে শাস্ত্রে এই পরম পরিপূর্ণ মতের প্রতিপোষক বচন দর্শন করিতেন, তাহাই সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিতেন। তিনি যেমন বেদ বেদান্তাদি সম্বন্ধ করিয়া ব্রহ্ম-বোধ-প্রতিপাদক পবিত্র বাক্য-সমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রেরও সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্রাহ্ম-সমাজে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদ-বাক্যের শ্রবণ ও মনন করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেইরূপ আবার, একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দিরেও উপবেশন পূর্বক, বায়বল শাস্ত্রের অন্তর্গত পরমেশ্বর-প্রতিপাদক বচন-সমূহ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ।—তিনি যে সর্ব শাস্ত্রের সারগ্রাহী, নিরবচ্ছিন্ন-যুক্তি-পথাবলম্বী, একেশ্বরবাদী ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের ট্রুডিউ নামক লেখ্য-পত্র তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। তিনি যে উৎকৃষ্টতর অভিত্রায়ে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন, তাহা শাস্ত্র বিশেষের অনুগামী, একতর-পক্ষপাতী, মলিন-চিত্ত ব্যক্তিদিগের সম্মত হওয়া সম্ভব নহে। তিনি ঐ লেখ্য-পত্রে এইরূপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সকল দেশীয়, সকল জাতীয়, সকল প্রকার লোকেই এই সমাজে অধিষ্ঠিত হইয়া বিশ্ব-শ্রদ্ধা, বিশ্বপাতা, নিত্য, নির্বিকার, অপরিজ্ঞেয়-স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন; কোন ব্যক্তি এখানে বাস্তবিক বা অবাস্তবিক কোন জীব ও কোন পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া আরাধনা করিতে সমর্থ হইবেন না, এবং যেরূপ ব্যাখ্যানাদি দ্বারা বিশ্বের শ্রদ্ধা ও পাতার ধ্যান ধারণা বৃদ্ধি হয়, এবং দান দয়াদি ধর্ম্মাত্ম্যানে প্রবৃত্তি জন্মে, তন্মত অথবা কোন প্রকার প্রস্তাবাদি এই সমাজে পঠিত ও উল্লিখিত হইবে না। এতাবস্থায় ঐ লেখ্য-পত্রে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অথবা কোন প্রকার ধর্ম্মাত্ম্যান করিবার বিধি নাই।

তাহাতে বৈদান্তিক মতামতসমূহের জীব-ব্রহ্মের ত্রিক-জ্ঞান সাধন করিবারও বিধান নাই, খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মতামতসমূহের মানব বিশেষকে পরমেশ্বর বলিয়া অর্চনা করিবারও নিয়ম নাই, এবং মোসলমানদিগের শাস্ত্রামতসমূহের একমাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ সহকারে মহম্মদের নাম উল্লেখ করিবারও নির্দেশ নাই। যে সমস্ত ধর্ম-বিষয়ক বিশুদ্ধ তত্ত্ব উল্লিখিত সমুদায় উপাসক-সম্প্রদায়েরই গ্রাহ্য ও স্বীকার্য, তাহাই রামমোহন রায়ের অভিপ্রেত ছিল। তাঁহার সময়ে যেমন ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য মহাশয়েরা উপনিষদাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের আবৃত্তি ও অর্থাদি করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন, সেইরূপ আবার, হিন্দু ভিন্ন অল্প জাতিসমূহেরাও কখন কখন ব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় ভাষায় স্তুতি পাঠ করিয়া, জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতেন। কোন প্রচলিত শাস্ত্রকে পরমেশ্বর-প্রণীত অভ্যন্তর বলিয়া গ্রাহ্য যথার্থ বিশ্বাস আছে, উল্লিখিত অভিপ্রায় ও উল্লিখিত অল্পতান তাঁহার প্রকৃতরূপ অভিমত হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে। অতএব, রামমোহন রায় না হিন্দু না খ্রিস্টান না মোসলমান কোম শাস্ত্রই সংশয়-শূন্য জ্ঞানহীন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

তৃতীয়তঃ।—রামমোহন রায় আপনার অভিপ্রায় গোপন রাখেন নাই। প্রত্যুত, এতাদৃশ সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, যে কাহারও সংশয় হইবার বিষয় নহে। এতদেশীয় লোকদিগকে সংস্কৃত কিম্বা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দান করা কর্তব্য এই বিষয় লইয়া, যে সময়ে রাজ পুরুষেরা আন্দোলন করিতেছিলেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের তৎকাল-বর্ত্তী শাসন কর্তাকে এক পত্র লিখিয়া এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সেই পত্রে ইংলণ্ডীয় ভাষায় অশেষবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান করা নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া, বেদান্তাদি কতিপয় শাস্ত্রের কাল্পনিক মতের অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও বেদান্ত নামক প্রকার সমকল্পিত ভাবে পরিপূর্ণ; অতএব তৎ সমুদায়ের

অধ্যয়নে ভাদ্ৰশ উপক্ৰান্ত দর্শিবীর সন্তোষনা নাই। তিনি আরও বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, পরমাত্ম-স্বরূপের সহিত জীবাত্ম-স্বরূপের সম্বন্ধ কি, জীবাত্মা কি রূপে পরমাত্মাতে লয় পায়, বেদ মন্ত্ৰের স্বরূপ ও শক্তিই বা কি প্রকার, বেদান্ত শাস্ত্রের আকৃতি করিলে যে ছাপ-বধ-জনিত পাপের ধ্বংস হয়, ইহার কারণ কি, এই সমস্ত বেদান্ত ও মীমাংসা ঘটিত বিষয়ের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে, প্রকৃতরূপ জ্ঞান ও উপকার উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বাস্তবিক সত্তা নাই, যে সমস্ত বস্তু সং পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সমুদায়ই অসং পদার্থ; পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পরিজন বর্গও ঐকরূপ অসদ্ বস্তু, অতএব তাহারা স্নেহ ও মমতার পাত্র নহে, তাহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যশ্রমের বহির্ভূত হইতে পারিলেই মঙ্গল, এই সমুদায় বৈদান্তিক মত শিক্ষা করিলে, ছাত্রেরা গৃহ-ধর্ম ও সামাজিক কর্ম সম্পাদন করিতে কদাচ অপরগ হইবেন না। এই সমস্ত সদতিপ্রায় রামমোহন রায়ের নিজ লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। উল্লিখিত শাস্ত্র সমুদায়কে পরম পুরুষার্থ-সাধক জ্ঞান্টি-বর্জিত বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে, এই সমস্ত অসুখিত সম্পন্ন সদ্ধাকা তাঁহার রসনা হইতে কদাচ নিঃসৃত হইত না।

চতুর্থতঃ।—তিনি বেদান্তাদি কতিপয় হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে উল্লিখিত পত্রে বেক্রপ অস্পষ্ট সদতিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোরাণ ও বায়বল প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়ে তদনুরূপ অনাস্থা-সূচক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত, সকলেরই কৌতুহল হইতে পারে। তাঁহাদের সে কৌতুহলও চরিতার্থ করিবার উপায় আছে। তাঁহার ধর্ম বিষয়ক মতামত লইয়া লোকসমাজে বাদানুবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি পূর্বেই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং অনুভব করিয়া ভবিষ্যে পারসীক ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের নাম “তোহকতুল মোহদীন”। ইহার অর্থ, একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার। বাস্তবিক,

উহা অমূল্য উপহারই বটে! ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, তাঁহার মতামত বিষয়ে কাহারও আর সংশয় থাকি সম্ভব নহে। তিনি, ঐ পুস্তকে একমাত্র অদ্বিতীয় স্বরূপ পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া, সর্বপ্রকার প্রচলিত শাস্ত্রের শিরে, এতাদৃশ দণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন, যে তদীয় যাতনা হইতে তাহা-দিগের পরিভ্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। তিনি উহাতে নির্দেশ করিয়াছেন, ভাস্ক-স্বভাব ধর্ম-প্রয়োজকেরা দেশ-বিশেষে কাল-বিশেষে শাস্ত্র-বিশেষ কল্পনা করিয়াছেন, আপনাদের স্বার্থ সাধন ও আপন ধর্মের গৌরব বর্দ্ধন জন্য দেব দেবাদি ঘটিত উপাখ্যানাদি রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব লোকসাধারণের বোধগম্য হয় না, তাহা ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং কার্য-কারণ-প্রণালীর স্বরূপ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ ও প্রতিপাদন না করিয়া অশেষবিধ কুসংস্কার-পাশে লোক-সাধারণকে বদ্ধ করিয়া-ছেন। তিনি ঐ অমূল্য গ্রন্থে ধর্ম-প্রয়োজকদিগের অলোকসামান্য অজান্ত জ্ঞানোৎপত্তির ও পরমেশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষ্যগ্রহ প্রত্যাশে প্রাপ্তির অলীকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং পূর্ব-পরম্পরার অমুগত হইয়া পূর্ব পুরুষদিগের যুক্তি-বিরুদ্ধ ব্যবহার অবলম্বন করা যে অজ্ঞানের ফল ও অনর্থের মূল, তাহাও সুস্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতামতসারে, ভ্রমগুলো যে সকল শাস্ত্র পরমেশ্বর-প্রণীত বা আশু-কথিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সমুদায়ই ভ্রম ও প্রমাদে পরিপূর্ণ, এবং যে সমস্ত ধর্ম-প্রচারক আপনাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত বা তাঁহার অসাধারণ অমুগ্রহ-পাত্র বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত, প্রমাদী বা প্রবঞ্চক। তাঁহার মতামতসারে; যিনি আপনাকে অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন পূজার্ত বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনি প্রত্যেক তাহার সংশয় নাই, এবং যিনি পরমেশ্বরকে মানববৎ রাগ-দ্বेषাদি-বিশিষ্ট ও কোন স্মৃতি-পদার্থকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি ভ্রমাকারে আবৃত তাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার মতামতসারে, বিশ্ব রূপ বিশাল

শাস্ত্রই পরমেশ্বরের প্রণীত ভাবিনশ্বরের ধর্ম শাস্ত্র ; তত্ত্বম্ অন্ত
সমস্ত শাস্ত্রই মানব-জাতির মনঃকল্পিত, ভ্রম প্রমাদে পরিপূরিত,
এবং অবশ্য-নশ্বর ও পরিবর্ত-সহ। অগ্নিময় দিবাকর আমাদের
শাস্ত্র, সূর্য্যময় নিশাকর আমাদের শাস্ত্র, হীরকবৎ তারক-মালাও
আমাদের শাস্ত্র। এক একটি উপবন এক এক খানি পরম
সুন্দর জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ স্বরূপ। এক একটি উজ্জ্বল, হরিত-বর্ণ,
নবীন পত্র সেই গ্রন্থের এক একটি পরম শোভাকর পত্র
স্বরূপ। বন-বিহারী মৃগগণের ও শাখাকূট বিহঙ্গ দলের
সুকৌশল-সম্পন্ন মনোহর শরীরই এক এক ধর্ম-শাস্ত্র। আমা-
দিগের আপন প্রকৃতিই আমাদের এক এক পরম শাস্ত্র
স্বরূপ। যেন ক্ষতের মনোবৎ ক্রান্ত গামী কিরণ-পুঞ্জ পৃথিবী-
মণ্ডলে উপনীত হইতে দশ লক্ষ বৎসর অতীত হয় তাহাও
আমাদের শাস্ত্র ; আবার যে অতিসূক্ষ্ম শোণিত-বিষ্মু আমাদের
গের হৃদয়াভ্যন্তরেই সঞ্চার করিতেছে, তাহাও আমাদের শাস্ত্র।
সমগ্র সংসারই আমাদের ধর্ম শাস্ত্র, বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমা-
দিগের আচার্য্য। মহাত্মা রামমোহন রায় এই অতি প্রগাঢ় শাস্ত্রের
অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া যে ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন,
তাহাই আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম, ও তাহাই আমাদের প্রতি-
পালা, ও তাহাই আমাদের প্রচার করা কর্তব্য। সে ধর্ম এই ;
জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কর্তা, একমাত্র, অনন্ত-স্বরূপ, সর্বজ্ঞ,
সর্ব-নিয়ন্তা, সকল-মঙ্গলালয়, সর্বাবয়ব-বিবর্জিত, বিচিত্র-শক্তি-
মান এবং অপরিভেদ্য ও অনির্করচনীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরই মানব-
জাতির পরম ভক্তি-ভাজন আরাধ্য বস্তু। তিনি সকলের প্রভু,
সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য ও সকলের স্তুত্ব। তিনিই
একাকী আমাদের ঐহিক ও পারিত্রিক সকল মঙ্গলের বিধান-
কর্তা। আমরা সকলেই সেই পরাৎপর পরম পুরুষের সম্মান,
এবং সকলেই তাঁহার তত্ত্ব-রস পানে অধিকারী। যে দেশের
যে জাতির যে কোন ব্যক্তি আপনার হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহাকে
বর্জন করিয়া প্রীতি রূপ পবিত্র পুষ্প প্রদান করে, ও পরম
প্রীত মনে তাঁহার মঙ্গলময় অনুজ্ঞা সমুদায় পরিপালন করিতে

বন্ধুবান্ধবকে, তিনি তাঁহারই অর্জনা গ্রহণ করেন । রাম মাহন রায় এই পরমোৎকৃষ্ট পরিপূর্ণ ধর্ম প্রচার করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-বন্ধনে চিরজীবন বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । আমরা যে এমন বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছি ইহা আমাদের পরম স্খাঘার বিষয় । পরমেশ্বর প্রমাদে ব্রাহ্ম-ধর্ম ভূমণ্ডলে ষত প্রচারিত হইবে, সেই বন্ধনও সেই পরিমাণে দৃঢ়ীভূত হইবে, এবং সকল কল্যাণের একমাত্র মূল্যধার করুণাকর পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য-স্বরূপ সেই পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া তত্ত্বি প্রভা ও কৃতজ্ঞতার উদ্ভেক করিতে থাকিবে ।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৬ শ্রুত ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

এক্ষণকার বিদ্যাবান ব্যক্তির বিচার ও পরীক্ষা না করিয়া কোন বিষয় অঙ্গীকার করেন না, ইহা অবশ্য গুণতন্ময় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু যে সমস্ত সংক্রিয়া স্বতঃ-সিদ্ধ বলিয়া গণ্য রহিয়াছে, তাহাও যে অনেকে তর্ক-স্থলে উপস্থিত করিয়া বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হন, ইহা তাঁহাদের তর্ক-পরতার নিদর্শন ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে । কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যদি জগদীশ্বর অপরিবর্তনীয় অখণ্ডনীয় সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করেন, এবং কেবল সেই সকল নিয়ম-মুসারেই আমাদের সদস্য কর্মের শুভাশুভ ফল অবোধে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাঁহার আর আরাধনা করিবার প্রয়োজন কি ? আমরা কুক্ষণ করিলে, তিনি ভ্রমবন্ধন অশুভ ফলোৎপত্তি নিবারণ করিবেন না, এবং আমরা সচ্চরিত্র না হইলে, পুণ্য-জন্মিত বিশুদ্ধ সুখ-লাভেও অধিকারী করিবেন না, তবে তাঁহার উপাসনা করিয়া ফল কি ? যাহারা ব্রাহ্মদিগকে এইরূপ প্রশ্ন

করেন, ব্রাহ্মদিগের মতামুসারে উপাসনা কি পদার্থ তাঁহা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গে অবগত হওয়া আবশ্যক । পরমেশ্বরকে প্রীতি ও ভক্তি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য অর্থাৎ নিয়মানুগত কার্য্য করাই তাঁহার উপাসনা । তাঁহার প্রিয় কার্য্য সমুদায় ভক্তি সহকারে সম্পাদন করা কর্তব্য, এ বিষয় নব্য-সম্প্রদায়ী পণ্ডিত বর্গের মধ্যে সকলেই অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন । এ নিমিত্ত, তদ্বিষয়ের অনুশীলনে কাল-ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই । পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রীতি ও ভক্তি করা উচিত কি না, এস্থলে এই বিষয়েরই বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে ।

যাঁহারা এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি, তাঁহারা পরম ভক্তি-ভাজন জনক জননীকে কি নিমিত্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, কি কারণেই বা প্রণয়ান্বিত মিত্রগণের প্রতি প্রীতি-ভাব প্রকাশ করেন, কি জন্মোই বা স্কৃতজ হৃদয়ে উপকারী ব্যক্তির প্রতাপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । যদি সেই সকল ব্যক্তির প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও প্রীতি প্রকাশ করা ও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কর্ম্ম হয়, তবে পিতা মাতার স্নেহ-রস, মিত্রগণের মৈত্র-ভাব ও দয়াময় মহাশয় ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ কারুণ্য গুণ যে করুণাময় পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ কি ? ব্রাহ্মেরা ঐহিক ও পারত্রিক ফল প্রত্যাশায় উপাসনা করেন না একথা যথার্থ বটে ; কিন্তু ফল প্রত্যাশায় উপাসনা করা কদাচ অকৃত্রিম উপাসনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । নিষ্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা । যিনি ফল-লাভের কামনায় পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা না থাকিলে তিনি তাঁহার পরম পিতার আরাধনায় রত হইতেন না । যে ব্যক্তি ধন, মান, যশঃ প্রভুত্বাদি লাভের উদ্দেশে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, কোন বৈষয়িক ব্যাপার দ্বারা তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইলে, ঈশ্বর আরাধনায় তাঁহার আর প্রয়োজন থাকে না । যদি

এ রূপ উপাসনাকে উপাসনা বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে, রাজা লাভার্থ যুদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াও ঈশ্বরের উপাসনা বলিয়া উক্ত হইতে পারে।

ইতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, নিষ্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। ব্রাহ্মেরা ইহকালের অথবা পরকালের সুখ-ভোগ বাসনায় উপাসনা করেন না। পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহাদের বাসনা এবং সেই সাক্ষাৎকার-জনিত অতি পরিশুদ্ধ অনির্কচনায় আনন্দলাভই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহারা নিষ্কাম উপাসক। ঐ উভয় কালে আমাদিগের যত দূর সুখ-সন্তোষ সম্ভব হইতে পারে, তিনি আদৌ তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বিশ্বের ব্যবস্থা-প্রণালীতে এমন কোন বিষয়ের অপ্রতুল রাখেন নাই, যে আমাদের উপাসনার বশীভূত হইয়া সেটুকু অপ্রতুল পরিহার করিবেন। তিনি আমাদের কল্যাণার্থ সর্বপ্রকার কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি আমাদের অষ্টা ও পাতা, অতএব তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত। তিনি আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ, অতএব তাঁহাকে প্রীতি করা উচিত। তিনি আমাদের পরম হিতৈষী আশ্রয়-ভূমি, অতএব তাঁহার সমীপে বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। তিনি অতীত কালে আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, বর্তমানে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কাল আমাদিগকে সুখদান করিবেন, অতএব আপনাকে তাঁহারই নিতান্ত অমুগত ভাবিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত।

পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্তি হওয়া মানবজাতির স্বভাব-নিদ্ধ। তাঁহার পরম মনোহর গুণ-গ্রামের অমুশীলন করিলে, ভক্তি ও প্রীতি-প্রবাহ পর্বত-স্থিত পবিত্র প্রস্রবণের মত আপনা হইতেই প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। কেবল অতীত উপকার স্মরণ করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় না। যে কোন পদার্থ আমাদের দৃষ্টি-পথে উপস্থিত হয়, অথবা কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয়, কিম্বা হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হয়, তাহাই

তাহার অসামান্য কারুণ্য পক্ষে নিরন্তর সাক্ষ্য দান করে। সমগ্র ভূমণ্ডল তাহার কল্যাণকর কৌশল প্রকাশ করিতেছে, এবং সমুদয় নভোমণ্ডল তাহার অপরিমিত মহিমা প্রচার করিতেছে। যে স্থানে তাহার মহিমা প্রকাশিত নাই, এমন স্থানই অপ্রসিদ্ধ। যে সময় তাহার কারুণ্য-গুণের নিদর্শন নেত্রস্থ না হয়, এমন সময়ই অপ্রসিদ্ধ। অতএব, প্রজীবান্ সাধকের হৃদয়ভূমি সকল স্থানে ও সকল সময়ে স্বভাবতই তাহার প্রীতি-রসে আর্দ্র হইতে পারে। বাস্তবিক, পরমেশ্বরের উপাসনায় আমাদেরই স্বভাব-সিদ্ধ প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই, সর্ব-দেশীয় সর্ব-জাতীয় লোকে কৃত্রিম বা অকৃত্রিম কোন না কোন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহার উপাসনায় অমুরক্ত রহিয়াছে। জগদ্বন্ধুর গুণ-সিদ্ধি স্মরণ হইলেই, প্রজীবান্ সাধকের প্রেম-সিদ্ধি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কোন কল-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় না। নিকাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। সাকাম উপাসনা উপাসনাই নহে।

কিন্তু যখন অন্যান্য সামান্য সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার পাওয়া যায়, তখন পরমেশ্বরের উপাসনা রূপ অতিপ্রধান পুণ্য-ক্রিয়া যে নিতান্ত নিষ্ফল হইবে ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত, তাহাকে উপাসনা করিবার সময়ে যে অত্যন্ত অনির্বচনীয় আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়, তাহা আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। বিশ্বপতির বিশ্ব-কার্য পর্যালোচনার সময়ে কোন অতি মনোহর অদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিলে, তাহার প্রতি অকপট প্রীতি উপস্থিত হইয়া অন্তঃকরণ যেরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সে রূপ আর কিছুতেই হয় না। পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর বিশ্ব-সংসার যে প্রকার পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য-সুধায় আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছেন; শিশির-সিক্ত দুর্বাদলে, সরোবরস্থ অম্বুজগণে, পৌর্ণমাসি পূর্ণ-চন্দ্রে, বা ফলবান্ বৃক্ষের দোহল্যমান ফলপুষ্পে, তাহার কণামাত্র অবলোকন করিলে, শোভার আকর, গুণের সাগর, পরম বন্ধুর গুণ স্মরণ হইয়া, হৃদয়-পদ্ম যে রূপ বিকসিত হইয়া উঠে, সে

রূপ আর কিছুতেই হয় না। যে প্রজ্ঞাবিত সাধক তদগত চিত্তে তাঁহার উপাসনায় নিরন্তর অমুরক্ত, তাঁহার প্রকুল মুখারবিন্দ প্রেমানন্দ-রসে যেমন স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, এমন আর কিছুতেই হয় না। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে স্রবিমল প্রজ্ঞা-সমীরণ সঞ্চারিত হইতেছে, পরম মনোহর শ্রীতি-পুষ্পের সৌরভ বিস্তৃত হইতেছে, এবং অতি পবিত্র আনন্দ-প্রস্রবণ নিয়ত নিঃসৃত হইতেছে।

এই রূপ অনির্বচনীয় আনন্দ-ভোগ পরমেশ্বরের উপাসনায় মুখ্য কল, তত্ত্বিম উপাসকের অন্তঃকরণ উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ হইয়া সেই উপাসনায় তাহাকে সমর্থ ও দ্রুতিষ্ঠ করিতে থাকে। আমরা সতত বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপ্ত, লোভজনক সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত, এবং অপ্রতুলরূপ উৎকট পীড়ায় প্রপীড়িত। প্রবল রিপু সমুদায় ভোগ-তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত হইয়া রহিয়াছে, অশেষ প্রকার অসার পদার্থ নিরন্তর অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতেছে, এবং আমাদের চিত্তবৃত্তি নানাপ্রকার লঘুবিষয়ে মুহুমুহু গমনোন্মুখ হইতেছে। ইহাতে যদি আমরা নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে, আমাদের গের ধর্ম-বন্ধন শিথিল হইয়া অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি ও অসৎ-পথে গতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমাদের মন ধর্ম-পথ হইতে অপমৃত হইয়া বিপথগামী হইতে পারে। হয়তো, পরমেশ্বর-তত্ত্ব ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ধর্ম মাসান্তেও একবার আমাদের অন্তঃকরণে অবস্থিত না হইলে না হইতে পারে। যাহাদের ধর্ম প্রবৃত্তি বিশেষরূপ তেজস্বিনী নহে, ধর্মের আশোচনা ও পরমেশ্বরের উপাসনা করা সতত অভ্যাস না থাকিলে, তাহারা পরম পবিত্র পুণ্য-পদবী পরিত্যাগ পূর্বক পাপ-পঙ্কে মগ্ন হইতে পারে। কিন্তু যিনি অকপট ভাবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকেন, তিনি যদি অন্য বিষয়ে রিপু-বিশেষের নিতান্ত বশীভূত না হন, তবে একবার কোন বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া বিপথগামী হইলেও, পুনর্ব্বার পুণ্য-পাক্কতি অবলম্বন করিতে পারেন। যে সময়ে আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরকে অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র বিদ্যমান জানিয়া তদগতান্তঃকরণে

তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, সে সময়ে কোন প্রকার অসার বিষয় আমাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না, ও পাপাপিশাচীও পরম দেবতা পরমেশ্বরের পরিশুদ্ধ সিংহাসন স্বরূপ মনোমঞ্চ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। যদি পূর্বে কোন অকার্য্য করণে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা সেই সময়ে স্মরণ পথে সমারূঢ় হইয়া অসহ্য অমুতাপ উপস্থিত করিয়া, সেরূপ অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্ত করিতে পারে। জগদীশ্বরের আরাধনায় অমুরাগ না থাকিলে, ঐ সমস্ত শুভজনক ফল উৎপন্ন হইবার এক প্রধান পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরীয় অমুপম গুণামুশীলন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা সচরাচর অভ্যাস থাকিলে, তাঁহার অভিপ্রায়ামুযায়ী কার্য্য করিবার আবশ্যকতা সর্ব্বদা স্মরণ হইয়া তৎসাধনে প্রবল প্রবৃত্তি ও দৃঢ়তর যত্ন উৎপন্ন হয়। সকল জীব ও সকল বস্তু তাঁহার প্রীতির আশ্রয় জানিয়া সংসারের কলাণ বর্দ্ধনে আগ্রহাতিশয় উপস্থিত হয়, এবং পরম-সেবা পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম সমুদয় পরিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ইহা বারম্বার হৃদয়ঙ্গম হইয়া, সমুদয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি একত্র সঞ্চরিত ও বর্দ্ধিত হয়।

যে শ্রদ্ধাবান্ পুণ্যশীল উপাসক পরম শ্রদ্ধাশ্রমদ বিশ্বপি-তাকে সর্ব্বত্র সাক্ষী স্বরূপ প্রতীতি করিয়া আপনাকে সর্ব্বদা তাঁহার সমক্ষ-স্থিত বোধ করেন, তিনি আর সেই মঙ্গল-নিধান বিশ্ব-বিধান-কর্ত্তার আজ্ঞা পরিপালনে অবহেলা করিতে পারেন না। তাঁহার অন্তঃকরণ যদি জ্ঞানালোক লাভ করিয়া উজ্জ্বল হয়, এবং ইচ্ছামুরূপ কর্তব্য সাধন করিবার সামর্থ্য থাকে, তবে বাবতীয় বিহিত কর্ম্ম তাহা কর্ত্তব্য যেমন সূচারুরূপ সম্পন্ন হইতে পারে, অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তব্য সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

অতএব, নিক্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা, ঐ উপাসনাই অতুল আনন্দের হেতু; ঐ উপাসনাই অশেষরূপ হিতকারী সুতরাং পরমেশ্বরের ঐরূপ উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৬ শক ।

সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

তৃতীয় বক্তৃতা ।

কৃতজ্ঞতা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ গুণ ও পরম রমণীয় ভূষণ স্বরূপ। বাঁহার অন্তঃকরণ প্রকৃতিস্থ আছে, উপকারী ব্যক্তির নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিবার নিমিত্ত অধিক বাকা যায় আবশ্যক করে না। ভূমণ্ডলে অনেকেই অনেকের কৃতজ্ঞতার পাত্র, কিন্তু পরমেশ্বরের আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তির সর্ব-প্রধান বিষয়। বাঁহার চক্ষু ও কণ আছে, তাঁহাকে এ বিষয় উপদেশ দিবার অপেক্ষা নাই। জগদীশ্বর এক এক ইন্দ্রিয়কে এক এক সুখ-প্রবাহের প্রস্রবণ স্বরূপ করিয়াছেন, এক এক বুদ্ধি-বৃত্তিকে এক এক প্রকার কল্যাণ-রত্নের আকর স্বরূপ করিয়াছেন, এবং এক এক ধর্ম প্রবৃত্তিকে এক এক শুভকর বিষয়ের উন্নতি সাধনের সোপান স্বরূপ করিয়াছেন। যখন যে দিকে নৈত্র পাত্ত করা যায়, তখন সেই দিকেই তাঁহার অপার কারুণ্য-গুণের একরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। আমরা সেই পরম ভক্তিতাজন পরমেশ্বরের উপাসনার্থে অদ্য এই ব্রাহ্ম-সমাজে একত্র উপবেশন পূর্বক তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং পবিত্র প্রীতি-ভাবে তাঁহারি অর্চনা করিয়া যেরূপ অনির্কচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাঁহাও তাঁহারই প্রদত্ত ইহা স্মরণ হওয়াতে, অন্তঃকরণ এইক্ষণেই তাঁহার নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞ হইতেছে! তিনি যে আমাদের হৃদয়-ভূমি কৃতজ্ঞতারূপ পুষ্প-কলিকায় স্তম্ভোদ্ভিত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহা প্রস্তুতি হইয়া তাঁহাকেই গন্ধ দান করিতেছে! আমরাও তাঁহারই পদাধিপতি আছি, এবং বাঁহার নিকট যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হই, সে সমুদায়ই তাঁহার প্রদত্ত ও তাঁহারই কৃত, অতএব সকল বিষয়ই সর্বক্ষেণে আমাদের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তিকে হৃদয় হইতে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছে। তিনি আমাদের

ইহকালে যে সমস্ত সুখ প্রদান করিয়াছেন, কেবল তন্মিত্তই আমাদের অন্তঃকরণ কত কৃতজ্ঞ হইতেছে! ইহাতে, তিনি আমাদের অনন্ত কালের সুখের আশা প্রদান করিয়া ও তদনু-যায়িনী অশেষবিধ সুখ-সজ্জা প্রস্তুত করিয়া যেরূপ মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইলে, যেরূপ প্রগাঢ় কৃত-জ্ঞতার উদ্বেগু হয়, তাহা মনোমধ্যে ধারণ করা অসাধ্য। হে পরমাত্মন! যখন অনন্ত কাল পর্যন্ত তোমার সহিত সহবাস জনিত নির্মল ভূমানন্দের উপর মনঃচক্ষু স্থির হইয়া থাকে, তখন মন বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইয়া এই মাত্র বলিতে থাকে, যে তোমার সমান আর কে আছে?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৭ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা।

যাহাতে জ্ঞান মার্জিত হইয়া বিশুদ্ধ-স্বরূপকে জানা যায়, যাহাতে ধর্ম পরিপালিত হইয়া মানসক্ষেত্র পবিত্র হয়, যাহাতে প্রীতি উজ্জ্বল হইয়া অন্তরতম প্রিয়তমে অর্পিত হয়, যাহাতে ইচ্ছা বলবতী হইয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুগামিনী হয়, এই উদ্দেশে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্ম-সমাজ রূপ ধর্মময় মঙ্গলময় তরু ষড়বিংশতি বৎসর অতীত হইল রোপিত হইয়াছে, ইহার উন্নতির কি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে? ইহা কি অদ্যাপি স্মৃতি পল্লবে পল্লবিত হইয়াছে? ইহা আর, কত দিনে পুষ্প ফলে সুশোভিত হইবে? দেশের মঙ্গলের প্রতি অতি ব্যগ্র হইয়া যাহারা এই রূপ প্রশ্ন করেন, তাঁহারা কি অবগত নহেন যে দীর্ঘকাল স্থায়ী সারবান বৃক্ষ কদাপি শীঘ্র উন্নতি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্রাহ্ম-সমাজের আয়ু পৃথিবীর সহিত সমকাল, তাহার নিকটে ষড়বিংশতি বৎসরের

গণনা কি? তথাপি এই কতিপয় বৎসরে সত্য নিরূপণে কি অনেকের যত্ন হয় নাই? ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ কি অনেকের মনে প্রতিভাত হয় নাই? তাঁহার অভিপ্রোভ ধর্ম্মাশুষ্ঠানে কি অনেকের শ্রদ্ধা জন্মে নাই? ঈশ্বরেতে শ্রীতি বৃদ্ধি কি কাহারো মনে স্ফূর্তি পায় নাই? ইহার উত্তরে না বলা অসম্ভব ও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। ষোড়শ বৎসর পূর্বে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে এই ব্রাহ্ম-সমাজে পরব্রহ্মের উপাসনা কালে দশ জন ব্যক্তি সমাগত হইতেন কি না, অদ্য কি স্নাতকের দিবস! অদ্য কি স্নাতকের বিষয়! অদ্য এই সুদীর্ঘ সমাজ মন্দির তাঁহার উপাসক দ্বারা—তাঁহার কৃতজ্ঞ পুত্র সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে; এই সমাজে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহা কি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতির প্রত্যক্ষ চিহ্ন নহে?

অজ্ঞানের কার্য্য যে আত্মার অন্তরাত্মাকে অন্তরে না দেখিয়া তাঁহাকে দূরে অবস্থান করে, আকাশের অতীত পদার্থকে আকাশের মধ্যে আনিতে চেষ্টা করে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবে শরীর ও মনের ধর্ম্ম আরোপ করে, উপমা রহিতের প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করে। দেখ, ঈশ্বর প্রসাদাৎ এই অজ্ঞান-অন্ধকার এ দেশ হইতে কেমন শীঘ্র শীঘ্র তিরোহিত হইতেছে; এই অল্প দিনের মধ্যে পরব্রহ্মের উপাসনার কত বিষয় ও কত বাধা নিরাকৃত হইয়াছে। পূর্বে পরম পূজ্য রামমোহন রায় দশ জনের মন হইতে যে অজ্ঞান-জনিত কুসংস্কার সমাক্রমে বিনাশ করিতে পারেন নাই, এই ক্ষণে সহস্র সহস্র অল্প বয়স্ক যুবকুয়াও তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছে। একগণকার যুবকদিগের হৃদয়ে কখন এ বিশ্বাস স্থান পায় না যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় শরীরী অথবা তিনি কোন প্রকার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী লোকে অবতীর্ণ হয়েন। “নেতি নেত্যাগ্না অগৃহ্যোন হি গৃহ্যতে।” প্রাচীন ঋষিদিগের এই মহাবাক্য তাঁহার সমাক্রমে বুঝিয়াছেন।

কিন্তু হে যুবকগণ! তোমরা যে এই অখিল জগৎ সংসারের সৃষ্টি কর্তাকে সৃষ্টির অতীত পদার্থ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছ, সেই অন্তরতম প্রিয়তমকে আপনার বিশুদ্ধ আত্মাতে জ্ঞান-

চক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ সন্দর্শন পাইয়াছ কি না? করতল দ্বারা যেমন আমলক ফল স্পর্শ করা যায়, তদ্রূপ আপনার নিস্পাপ পবিত্র আত্মা দ্বারা সেই সর্বব্যাপী অন্তরাত্মাকে সংস্পর্শ করিতে পারিয়াছ কি না? সেই সকলের অন্তরস্থ ভূমি অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া অশেষ কামনার ফল লাভ করিয়াছ কি না? সেই অমৃত আনন্দ রস পান করিয়া সংসারের দুঃখ শোককে পরাজয় করিয়াছ কি না? যতক্ষণ না এই সংসারকে ছাড়ার ন্যায় আর সংসারের অষ্টা সত্যের সত্যকে আতপের ন্যায় সর্বত্র দেখীপামান প্রীতি হইবেক, তাবৎ তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে; তাঁহাকে লাভ হইলে আর লাভকে লাভ বলিয়াই জ্ঞান হয় না, গুরু বিপদকে বিপদ বলিয়াই বোধ হয় না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি তাঁহাকে অন্বেষণ করে? তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার সেই স্পৃহা কই? সেই অনুরাগ কই? শরীর রোগাক্রান্ত হইলে যেমন ক্ষুধা মান্দা হয়, তদ্রূপ মন পাপ ভারে প্রপীড়িত হইলে তাহাতে ঈশ্বর-স্পৃহা স্ফূর্তি পায় না। প্রচুর ধনশালী হইয়া রোগী হইলে যে দুর্দশা, জ্ঞানবান্ হইয়া পাপী হইলে সেই দুর্দশা। ধনী ব্যক্তিদিগের সুস্বাস্থ্য অন্ন বাঞ্ছন আহরণ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও রোগ প্রযুক্ত তাহাতে মনের প্রবৃত্তি হয় না, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ ধ্যান করিবার সামর্থ্য থাকিলেও পাপ প্রযুক্ত তাহাতে মনের স্পৃহা হয় না। অতএব পাপ কর্ম হইতে বিরত হইয়া ঈশ্বর স্পৃহাকে উদ্দীপন না করিলে ঈশ্বর লাভের সম্ভাবনা নাই। যদি অনুরাগ ব্যতীত কোন কর্মই সিদ্ধ হয় না, তবে ঈশ্বরেতে ষাহারদিগের অনুরাগ নাই, তাহারা তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিবে? “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা ক্রতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তমৈষমাত্মা বৃণুতে তন্ত্বং স্বাং।” “অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, যে সাধক সম্পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়; পরমাত্মা একরূপ সাধকের সম্মিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন।” ষাহার তাঁহাতে স্পৃহা আছে, তিনি যতক্ষণ না তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন,

ততক্ষণ তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগে না। তাঁহার নিকটে সূর্য্যরশ্মি অন্ধকার প্রায় হয়, তাঁহার নিকটে শশী নক্ষত্র শোভা শূন্য হয়, তাঁহাকে সূর্য্যীতল বায়ু শীতল করিতে পারে না। তিনি ভূষিত যুগের ন্যায় তাঁহাকে অন্বেষণ করেন এবং ভূষিত যুগ যেমন জল প্রাপ্ত হইলে পরিতৃপ্ত হয় তিনিও তক্রূপ সেই অমৃত লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। তিনি কি পুণ্যবান ব্যক্তি! যিনি বহু অন্বেষণ পরে সকল কামনার পরিসমাপ্তি, অনন্ত সুখের আকর, অজর, অমর, অভয় পুরুষকে লাভ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কি ভাগ্যবান! যিনি সর্ব্বত্র তাঁহার আবির্ভাব জাজ্বল্যমান দেখিতেছেন। তিনি যখন চক্ষু উন্মীলন করেন, তখন এই অনন্ত আকাশে সেই অরূপী পরমেশ্বরের বিচিত্র রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার গুণ গ্রাম গান করেন এবং যখন তিনি চক্ষু নিমীলন করেন, তখন স্তব্ধ হইয়া চেতনের চেতনকে মনের অভাস্তরে অন্বেষণ করেন। তিনি প্রভাকরে তাঁহার প্রভা, চন্দ্র-মণ্ডলে তাঁহার শোভা, নক্ষত্র-গহনে তাঁহার জ্যোতি, প্রতি পুষ্পে তাঁহার সৌন্দর্য্য, মাতৃ-হৃদয়ে তাঁহার স্নেহ, দয়ালুর মনে তাঁহার দয়া, বিশ্ব-সংসারে তাঁহারই ভাবের আবির্ভাব দেখেন; অথচ জানেন তিনি ইহার কিছুই নহেন। তিনি প্রভা নহেন, তিনি জ্যোতি নহেন; তিনি স্নেহ নহেন, তিনি দয়া নহেন; তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার নাম নাই। তিনি সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, মঙ্গল স্বরূপ। যে মঙ্গলময় নিগূঢ় ভাবের এই বিশ্বরূপ আবির্ভাব, তাঁহাকে না মনেতে পাওয়া যায় না বাক্যেতে কহা যায়। ইন্দ্রিয় ও মন তাঁহার সেই-নিগূঢ়-ভাব অনুধাবন করিতে গিয়া স্তব্ধ হয়। চক্ষু দ্বারা সেই অবর্ণকে বর্ণরূপে দেখা যায়, কর্ণ দ্বারা সেই অশব্দকে শব্দরূপে শুনা যায়, মন দ্বারা সেই অমনাতক মনো-রূপে প্রতীতি হয়, কিন্তু সেই অচিন্ত্য নিগূঢ়-ভাবকে কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। “ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিহ্যতোভাস্তি কুতোযমগ্নিঃ। তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিতাতি।” “সূর্য্য তাহাকে প্রকাশ করিতে

পান্থন, এই চতুর্ভুজ ভাঙ্গাও তাঁহাকে প্রকাশ্য করিতে পারে না। এই বিদ্যায় সকলও তাঁহাকে প্রকাশ্য করিয়া আপনাকে, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পারমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা। অল্পপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার প্রকাশেতে এই সমুদায় প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে কি জাহা কেবল তিনিই জানেন। "সমস্তি বসন্তঃ ন চ তস্যান্তি, বসন্তঃ।" "তিনি যাঁহা কিছু বসন্ত সমস্তই জানেন, কিছু তাঁহার কেহ জাহা নাই।"

বসন্ত আমরা নিজেতে অতিভূত থাকি তখনও তিনি জাগ্রত থাকিয়া আমাদেরিগের কাম্য বস্তু সকল নির্মাণ করিতে থাকেন। তিনি স্নলে স্নলে শূন্যে সর্বত্র সমভাবে রহিয়াছেন। তিনি উষাকালের অরুণ কিরণে, নিশীথের শুভ্র রশ্মিতে, পর্বতের উচ্চতম শিখরে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তিনি এই জগৎ রূপ স্তম্ভহীন মনোহর প্রাসাদকে জ্ঞাপনার অধিষ্ঠান দ্বারা পবিত্র করিতেছেন। তিনি আমাদেরিগের শরীর রূপ মন্দির মধ্যে মন আসনে আসীন হইয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন। তিনি এই সমাজেতেই বর্তমান রহিয়াছেন। এই সমাজে এই সকল দীপমালা হইতে যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সেই জ্যোতির জ্যোতি, শুদ্ধ, অপাপ বিদ্ধ জ্ঞান-লামান প্রকাশ পাইতেছেন এবং এখানেই বর্তমান থাকিয়া আমাদেরিগের প্রত্যেকের মনের তাব পর্দাস্ত অবলোকন করিতেছেন, তাঁহার মহিমার ঘোষণা শ্রবণ করিতেছেন ও আমাদেরিগের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা পূর্বক আমার এই প্রার্থনা যে তিনি এই পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করুন।"

৩ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৭ খ্রিঃ

সাম্প্রদায়িক উপহার সমাজ

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক, যে এ ক্ষেত্রে দেশীয় অনেক সচ্ছন্দ্যশালী বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও ধর্ম প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট হওয়াতে তাঁহারা সম্পূর্ণ যুক্তি মূলক সমস্ত ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব বুদ্ধি করিতে অমুরাগী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম বাহাতে সম্পূর্ণ রূপে জন্ম প্রমাদ বর্জিত পরিপুষ্ট হয়, তাহার নিমিত্ত তাঁহারা বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা কোন মনুষ্য কল্পিত কাল্পনিক শাস্ত্রের অমুশাসন দ্বারা চালিত হইয়া বৃথা কর্মের অমুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন না এবং কোন অর্থোক্তিক ও অমূলক বচন প্রমাণও তাঁহাদিগের প্রত্যয়ের মূলে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তাঁহারা স্বয়ং কোন প্রকার অমূলক প্রত্যয়ের জ্ঞান হইয়া কুৎসিত ক্রিয়ার অমুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দেশীয় জনগণ যে সমস্ত কুসংস্কারের অমুরোধে অদ্যাপি নানা প্রকার অলীক কার্যের আচরণ করিয়া আসিতেছে তাঁহারা সেই সমস্ত বদ্ধমূল কুসংস্কার তাহাদিগের হৃদয় হইতে সমূলে উন্মূলন করিবার জন্য সাতিশয় বাগ্ন হইয়াছেন এবং নানা দেশীয় শাস্ত্রকারদিগের যে সকল দুষ্কৃত্য শাসন জালে জড়িত হইয়া বহু সংখ্যক মনুষ্য অদ্যাপি অসত্যের পথে জন্ম করিতে বাধ্য রহিয়াছে, তাঁহারা নানা প্রকার যুক্তি ও তর্করূপ অসি দ্বারা সে সমস্ত শাস্ত্রের জন্ম গ্রহিৎ সকল ছেদন করিয়া মনুষ্য কুলকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। যে সকল কাল্পনিক ধর্ম গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিলে কত কড় বিজ্ঞান বিৎ বাৎসন্য কেসরী ব্যক্তির স্বল্প বুদ্ধিও জড়ীভূত হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ অসত্য ও অর্থোক্তিক হইলেও বাহার একটি বাক্য অপ্রত্যয় করিতে অনেকের ভরসা হয় না, তাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ মন্বন পূর্বক তাহার সমুদায় সারাংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট জ্ঞান

তাঁগ অনায়াসে তাঁগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, ধর্ম নিয়ন্তা জগদীশ্বর সমুদায় মনুষ্যবর্গের মন ভূমিতে অবিনশ্বর অক্ষরে যে ধর্ম শাসন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, এবং এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থের মধ্যে জগদীশ্বর-প্রণীত যে সমস্ত ধর্ম নিয়ম প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাই অশ্রুত বস্তুধর্ম এবং তাহাই মনুষ্য জাতির অবলম্ব্য ও উপসেব্য। বাহ্যিক উক্ত ধর্মের অবলম্বন অনুসারে মনুষ্য জাতির সমুদায় ধর্মাত্মতান সম্পূর্ণরূপে দোষ শূন্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠে তাঁহারা প্রাণ পণে তাহার চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঁহাদিগের হৃদয়ে উক্ত প্রকার মহৎ ভাবের উদয় হইয়াছে, বাঁহারা ধর্মরূপ অমূল্য বস্তুকে ভ্রমপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া উজ্জ্বল করিতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ইহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, যে ধর্ম যেমন মনুষ্য জাতির ভূষণ স্বরূপ, ঈশ্বরোপাসনা তেমনি ধর্মের অলঙ্কার স্বরূপ, মনুষ্য সহস্র সহস্র বিদ্যায় বৃৎপন্ন হইয়া ধর্ম বিহীন হইলে যেমন তাহার কিছু মাত্র গৌরব থাকেনা, একই সেরে কস্মিন্ কালেও সম্পূর্ণ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। ধর্মও সেই রূপ সহস্র প্রকার সংক্রিয়া ও কর্তব্যাত্মক দ্বারা পরিপূরিত হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব বর্জিত হইলেও তাহার কিছু মাত্র মহত্ত্ব থাকে না, এবং তাহাকে কোন রূপে প্রকৃত ধর্ম বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। ঈশ্বর-প্রীতি ধর্মের প্রাণ স্বরূপ, যে ধর্মে জগদীশ্বরের প্রীতিরসের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ নাই তাহার তুল্য মাধুর্য্য হীন কঠোর বস্তু আর কি আছে? প্রাণহীন মৃত দেহের যেমন কোন সৌন্দর্য্য—কোন মাধুর্য্য প্রকাশ পায় না, ঈশ্বর-প্রীতি শূন্য নীরস ধর্মেরও সেই রূপ কিছুকাত সৌন্দর্য্য ও কোন মাধুর্য্য থাকে না। ঈশ্বরোপাসনা সকল ধর্মের মূলধার, অতএব ধর্মের উন্নতি সাধন ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে যত্নশীল হইলে সর্বদা ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, বাহাতে ধর্মমূল জগদীশ্বরের প্রীতি আমাদেরিগের প্রজ্ঞা ভক্তি ও প্রীতির আধিকা হয়, এবং যদ্বারা আমরা অহরহ তাঁহার প্রীতি প্রাপ্ত

প্রীতি প্রকাশ পূর্বক তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, কোন ক্রমে যেন তাঁহার পক্ষে কোন ব্যতিক্রম না ঘটে। ক্রমে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হওয়া ও তাঁহা হইতে আপনাকে দূরস্থ করা কখন ধর্মোন্নতির চিহ্ন নহে, ঈশ্বরের স্মরণ মনন ও নিদিধ্যাসন বর্জিত ধর্মই যদি শ্রেষ্ঠ ধর্মের লক্ষণ হইত তাহা হইলে নাস্তিকের ধর্মকেই সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইত।

নিয়ম পূর্বক কতিপয় সাংসারিক কর্তব্য সাধন করাকেই যাঁহারা সম্পূর্ণ ধর্ম সাধন মনে করিয়া রাখিয়াছেন—যাঁহারা মনে করেন যে মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া কতক গুলি লৌকিক ও বৈষয়িক বিষয়ের সম্বন্ধ বিচার পূর্বক কার্য্য করিতে পারি লেই প্রকৃত রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে এবং সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম সাধনও করা হয়, পিতা মাতা প্রভৃতি ভক্তি ভাজন গুরুজনদিগকে ভক্তি করা, পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্নেহ পাত্র বর্গকে যথোচিত স্নেহ করা এবং জাতৃ বন্ধু অমাত্য প্রভৃতি প্রণয়াল্পদ ব্যক্তিদিগের প্রতি উপযুক্ত প্রীতি প্রকাশ করা ইত্যাদি কতিপয় কর্তব্য সাধনকেই যাঁহারা ধর্ম সাধনের সীমা মনে করিয়া রাখিয়াছেন এবং আজন্ম এই প্রকার কর্তব্য সাধন ও তজ্জনিত সুখ ভোগ বিষয়ে অমুরাগী হইয়াই কাল যাপন করেন, তাঁহাদিগের জ্ঞানির আর শেষ নাই। ইহা সত্য বটে যে মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া সকল বিষয়ের সম্বন্ধ বিচার পূর্বক কার্য্য করিতে পারিলেই ধর্ম সাধন করা হয়, কিন্তু কেবল পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র জাতৃ বন্ধু প্রভৃতি পরিবার বর্গ ও কতিপয় বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই যে সম্পূর্ণ রূপে ধর্মপালন করা হয়, এমত নহে। যে করুণাময় আদিপুরুষ আমাদিগের মনে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের জন্ম ভক্তি ভাব প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার নিকট হইতে আমরা পুত্রাদির বাৎসল্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যাঁহা হইতে প্রিয়তম বর্গের প্রণয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা আমরা বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি, তাঁহার সহিত

যে আমাদিগের কি পরম সম্বন্ধ, যত দিন আমরা সুন্দররূপে তাহা জ্ঞাত হইতে না পারি এবং সেই সম্বন্ধানুসারে কার্যা করিয়া অল্পমম সুখে সুখী না হই, ততদিন আমাদিগের কোন প্রকারেই সম্পূর্ণরূপে ধর্ম সাধন করা হয় না। ততদিন আমরা কেবল ধর্মরূপ অমৃত ফলের ত্বকেরই আশ্বাদ গ্রহণ করিতে থাকি, তাহার সুধাময় শস্যের কিছু মাত্র রস ভোগ করিতে পারি না।

আমাদিগের অষ্ঠা, পাতা ও সুখদাতা জগদীশ্বরের সহিত যে আমাদিগের কি সম্বন্ধ তাহা তিনি মনুষ্যের নিকট কোন প্রকারে চূর্জ্য করিয়া রাখেন নাই, তিনি সে বিষয় সকল মনুষ্যেরই প্রকৃতির মূলে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। অচিন্ত্য কৌশল সম্পন্ন এই বিশাল বিশ্বকার্য্য সন্দর্শন করিলে ইহার একটি অনন্ত জ্ঞানময় কারণের সত্তা প্রতীতি হওয়া মনুষ্য জাতির যেমন স্বভাবসিদ্ধ, সেই রূপ এই জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি, অপার করুণা ও অল্পমম সৌন্দর্য্যের বিষয় আলোচনা করিলে ও তাঁহার প্রতি আপনা হইতে দৃঢ় ভক্তি প্রগাঢ় প্রীতি ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধার উদয় হওয়া মনুষ্য জাতিরই প্রকৃতি মূলক। যাহার বুদ্ধি বৃত্তি কোন প্রকার বিষয় দ্বারা বিভ্রান্ত না হয় এবং যাহার ধর্ম প্রবৃত্তি প্রকৃতিবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাঁহার আর কখন পূর্বোক্ত সত্যের প্রতি সংশয় জন্মিতে পারে না। অতএব জগদীশ্বরের সহিত আমাদিগের যে কি সম্বন্ধ এবং কি প্রকারে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়, তাহা আমরা স্থায়ী স্থায়ী মনকে জিজ্ঞসা করিলেই সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারি, সে বিষয়ে আর অন্য কোন উপদেষ্টার আবশ্যক হয় না। আমরা যখন তাঁহার দয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি, তখন কি আর আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারি, যখন আমরা একাগ্র চিত্তে তাঁহার অসীম শক্তি চিন্তা করত সেই ছুবগাহ্য অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে আপনার মনকে সম্মি-বেশ করিতে থাকি, তখন আমাদিগের ক্ষুদ্র মন তাহার কোন

সীমানা পাইয়া কি উচ্চঃস্বরে ও অকপট ভাবে এই বাঁকা উচ্চারণ করে না যে, হা ! জগদীশ, তোমার জ্ঞানের সীমা কোথায় ! এবং তৎকালে কি স্বভাবতই আমারদিগের মন হঠাৎ এক আশ্চর্য্য ভক্তি প্রবাহ উথিত হইয়া সেই পরম পুরুষের মহিমা সাগরে মিশ্রিত হইতে গমন করে না ? এই রূপে মনুষ্যের মনে যে সময়ে জগদীশ্বরের অল্পপম প্রীতির সুধাময় ভাব উদয় হয়, তখন কি আর সে কোন প্রকারে তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে ? মনুষ্য যখন বিবেচনা করিয়া দেখে, যে পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত সুন্দর পদার্থ সন্দর্শন করিয়া তাহার মনে অসাধারণ আনন্দের সঞ্চার হয় এবং যে সমস্ত প্রীতিকর প্রিয় পদার্থ অবলোকন করিয়া সে অল্পপম সুখ লাভ করে, বিশ্বকর্ত্তা জগদীশ্বরই সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহার মন আপনা হইতেই প্রেমের সাগর ও সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বরেতে প্রীতি করিতে উদ্যত হয়। অতএব জগদীশ্বরকে প্রীতি করা ও ভক্তি করা যে মনুষ্য জাতির স্বভাব-নিদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং তাঁহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা শূন্য হইলে যে কোন রূপে মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না তাহাতেও কোন সংশয় নাই। যিনি বিশেষ রূপে ঈশ্বর প্রণীত প্রকৃতি মূলক সভ্য ধর্ম্মের তাৎপর্য্যামুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এবং অকপট রূপে তদুপাসনাবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইবেন, যে ঈশ্বরোপাসনা ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, বিনা জগদীশ্বরের উপাসনা কখনই ধর্ম্ম সাধন পূর্ণ হইতে পারে না এবং তিনি আপনা হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি সহকারে অনবরত জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে নিযুক্ত থাকিবেন।

ঈশ্বরোপাসনা যেমন ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, সেই রূপ উহা মনুষ্য জাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা ও মহত্বের মূল কারণ। যে ব্যক্তি সর্বদা জগদীশ্বরের স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তাঁহার মহৎ ভাব সকল আপনার মনে জাগ্রত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, মর্ত্য্য লোকে তাহার তুল্য মহত্ত্ববান আর কে আছে ? এবং

যে ভাগ্যবান সাধু পুরুষ সর্বদা ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন থাকিতে পারগ হয়, তাহার তুলা স্মৃতি ব্যক্তিই বা আর কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায় ? যে সাধক সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে সর্বদা সর্বত্র সাক্ষী স্বরূপে বিরাজমান দেখে, সে কার্য্যত কোন কুক্রিয়ায় অমুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাহার মন মধ্যেও একটি কদর্যা চিন্তার উদয় হয় না । সে ব্যক্তি জনাকীর্ণ নগর মধ্যে যে প্রকার যত্নের সহিত ধর্ম পদবীতে পদচালন করে, জনশূন্য অরণ্য মধ্যেও তদ্রূপ সাবধান হইয়া ধর্মামুষ্ঠান করিতে রত থাকে, সে অতি দূরস্থ নক্ষত্র মণ্ডলে জগদীশ্বরের যাদৃশ প্রকৃতি প্রভা সন্দর্শন করে, আপনার হৃদয় ধামেও তাঁহার সেই রূপ সুষ্পষ্ট আবির্ভাব অবলোকন করিয়া স্মৃতি হয়, সে ব্যক্তি সর্বত্র আপনার পরম পিতা পরমেশ্বরকে বিরাজমান দেখিয়া সকল স্থানে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে উৎসাহান্বিত হয় । তাহার সম্বন্ধে সকল স্থানই পুণ্য কর্ম সাধনের সমান স্থান হয় এবং সকল অবস্থাই ধর্ম সাধনের কাল হইয়া উঠে । জগদীশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য তাহাকে কোন স্থান বিশেষেও গমন করিতে হয় না এবং কাল বিশেষের জন্যও তাহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না ; যে স্থলে যখন তাহার চিন্তের একাগ্রতা হয় তখনই সেই স্থানে সে ব্যক্তি আপন উপাস্ত দেবের উপাসনা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে । তাহার নিকট বিস্তীর্ণ সাগর গর্ভেও যেমন তীর্থ, অতীক্ষ পর্বত শিখরও সেই রূপ পুণ্য স্থান । অতএব তাহার তুলা গৌরবান্বিত মহৎ মনুষ্য এ ভূমণ্ডলে আর কে হইতে পারে । যে ভাগ্যবান পুরুষ সর্বদা সেই স্মৃতি দাতা পরমেশ্বরকে আপন হৃদয় ধামে ধারণ করিতে সক্ষম হয় এবং সর্বদা আপনাকে তাঁহার প্রেম সাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, তাহার যে আর স্মৃতির সীমা থাকে না, এ কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য । যাহার দ্বারা আমাদেরদিগের ধর্মেতে দৃঢ়তা জন্মে এবং স্বভাবের সমতা হয়, যাহাদ্বারা আমাদেরদিগের শান্তির উন্নতি ও মনের মহত্ত্ব উৎপত্তি হয় তাহার তুলা স্মৃতির বিষয় আর সংসার মধ্যে কি আছে ? স্মৃতি দাতা জগদীশ্বর আমাদেরদিগের জন্য এ পৃথিবীতে

কত প্রকার সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উপাসনা করিতে হইলে তাহার একটি সুখও পরিত্যাগ করিতে হয় না। প্রত্যুত তদ্বারা সেই সমস্ত সুখ আরও আমাদের নিকট দ্বিগুণীভূত হইয়া উঠে। প্রিয় বন্ধুর হস্ত হইতে কোন সুখদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সে দ্রব্য উপভোগ করিয়া যাদৃশ সুখী হওয়া যায়, সামান্যত কোন সুখকর বস্তুর উপভোগ দ্বারা কি কখন সে প্রকার সুখ উৎপন্ন হইতে পারে? পিতা প্রিয় বন্ধনে সেই পূর্বক সন্তানকে কোন প্রসাদ চিহ্ন প্রদান করিলে, তদ্বারা সন্তানের মনে যে প্রকার আনন্দ জন্মে, সহজে কোন বস্তু দ্বারা কি কখন তাহার মনে তাদৃশ আনন্দ জন্মিতে পারে? অতএব যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি আনন্দময় পরমেশ্বরকে সর্বদা প্রণয়াম্পদ পরম বন্ধু রূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং বাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি ভাজন পিতৃরূপে অহরহ সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ পৃথিবীতে কোন বিষয়ে সুখ ভোগ করিয়া যে প্রকার আনন্দ লাভ করেন, বাহার ঈশ্বরেতে তাদৃশ ভক্তি ও প্রীতি না থাকে সে ব্যক্তি কখনই সে রূপ সুখ ভোগ করিতে পারে না। ঈশ্বরপরায়ণ প্রেমিক ব্যক্তি পৃথিবী মধ্যে যে কোন প্রকার সুখ লাভ করেন, তিনি তখন তাহার মধ্যে তাঁহার প্রণয়াম্পদ পরমেশ্বরের অসদৃশ প্রেমময় ভাব সন্দর্শন করিয়া এক আশ্চর্য্য ও অনির্বচনীয় সুখে সুখী হইয়েন, অতএব তাহার সুখের সহিত কখন সামান্য সুখের তুলনা হইতে পারে না। অপিচ যে পুরুষ সর্বদা জগদীশ্বরের প্রেমে আপন মনকে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, সে যে আর একটি প্রকার আশ্চর্য্য সুখ ভোগ করে, তাহার সহিত সংসারের কোন সুখেরই তুলনা হইতে পারে না এবং সে ব্যক্তি কখন সে সুখ উপভোগ না করিয়াছে সেও কখন কেবল অনুমান দ্বারা সে সুখের অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয় যেমন সুপ্রাচ্য সঙ্গীত আলাপের মধুর ধনি শ্রবণ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, রসনা যেমন উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের রস মাদুরী আনন্দ করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে এবং ভ্রাণেন্দ্রিয় যেমন সৌগন্ধ কুসুম সৌরভ দ্বারা ভূপ্ত হইবার জন্য সতত ইচ্ছা করিতেছে,

সেই রূপ জগদীশ্বরের প্রেমাযুত পান দ্বারা তৃপ্ত হইবার জন্য অনবরত জীবাঙ্কার একটি স্পৃহা উদ্ভব হইতেছে। এ পৃথিবীর কোন পদার্থ দ্বারা তাহার সে স্পৃহা পূর্ণ হইতে পারে না এবং যে পর্য্যন্ত না জীবাঙ্কার উক্ত স্পৃহা পূর্ণ হয়, সে পর্য্যন্ত কোন মতেই আঙ্কার শাস্তি হয় না। মান, যশ, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি কোন প্রকার পৃথিবীর বস্তুতে আঙ্কার সে নির্মল শাস্তি সাধন করিতে পারে না এবং কিছুতেই আঙ্কার তৃপ্তি হয় না। মধু-পানোদাত মধুকর যে প্রকার মধুহীন পুষ্পে চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করে, মনুষ্যের আঙ্কাও এ পৃথিবীর বিষয়ে সেই রূপ অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, ব্যাপক কাল কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহার আঙ্কা তৃপ্ত হইবার জন্য এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে জগদীশ্বরের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই একুত রূপে তৃপ্তি লাভ করে। অতএব সেই প্রেমসিফু পরমেশ্বরেতে মনোভিনিবেশ করিতে পারিলেই যে মনুষ্য প্রকৃত স্মৃথে স্মৃখী হয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। যাহার আঙ্কা একবার সেই অমূল্য স্মৃথের আশ্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে আর সংসারের কোন স্মৃথে রত হয় না, তাহার মন তৃষিত চাতকের ন্যায় এক দৃষ্টে উর্দ্ধ মুখে সেই জগদীশ্বরের প্রেমাযুত বিগলিত স্মৃধা দ্বারা প্রাপ্ত হইবার জন্য নিরন্তর একাগ্র হইয়া কালযাপন করে এবং সেই প্রীতি রূপ স্মৃধাপানে সবল হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

হে ব্রাহ্মগণ! ইহা একবার আমাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে আমরা কোন্ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি এবং কোন পথে গমন করিতেছি, আমাদিগের অবলম্বিত ব্রাহ্ম-ধর্ম কোন মূল হইতে উৎথিত হইয়াছে এবং কোনদিক্ লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্য করা সর্বদাই উচিত, লক্ষ্য স্থির না করিতে পারিলে সকল বিষয়ে তেই বিভ্রান্ত হইতে হয়। বাণিজ্য ব্যবসয়ে যেমন লাভালাভ স্থির করিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে কৃতকার্য হইতে পারে যায় না, ধর্ম বিষয়ে ও সেই রূপ আপনাদিগের লক্ষ্য স্থির না থাকিলে তাহার চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া

সাধা হয় না। আমরা যদি মন মধ্যে সর্বদা এই লক্ষ্য স্থির রাখি, যে আমরা চির কাল এ পৃথিবীতে বাস করিতে আসি নাই এবং পৃথিবীর যাবতীয় সম্বন্ধ কখন চির কাল আমাদের সহিত লিপ্ত থাকিবে না, কিন্তু আমরা যাহার রাজ্যে বাস করিতেছি, তিনি নিত্য কালের অধিপতি এবং অনন্ত রাজ্যের স্বামী, তাঁহার সহিত আমাদের যেরূপ তাহাই চির কাল স্থায়ী থাকিবে এবং তাঁহারই আশ্রয়ে চির দিন আমাদের বাস করিতে হইবেক। আমাদের মনে যদি ইহা নিশ্চয় স্থির হয় যে আমরা যে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ভ্রাতৃ বন্ধু গণের প্রণয় পাশে মুগ্ধ হওয়াতে ঈশ্বরকে ভুলিয়া কালযাপন করিতেছি এবং যে ধন মান যশ সম্পত্তির অল্পরোধে এক এক সময় ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি, সে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবার গণকে অবশ্যই ত্যাগ করিয়া এক দিন এখান হইতে আমাদের গমন করিতে হইবেক এবং আমাদের এ পৃথিবীর ধন মান, যশ, সম্পত্তি সকল এ পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবেক কিন্তু যে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া কাল যাপন করিতেছি, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন না এবং যে ধর্মকে অবহেলা করিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি, সেই ধর্মই কেবল আমাদের সজ্জের সঙ্গী হইবেক, তাহা হইলে এই দণ্ডে আমাদের মনের গতি ও কার্যের প্রকার আর এক রূপ হইয়া যায়। আমরা উৎসাহ পূর্বক ধর্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি এবং প্রাণপণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছুক হই, ধর্মের নিমিত্ত যদি আমাদের অনেক প্রকার বৈষয়িক দুঃখ স্বীকার করিতে হয় তাহাতেও আমাদের বিশেষ ক্ষোভ উপস্থিত হয় না। যে সুখ আমরা নিত্য কাল ভোগ করিতে পারিব, অবশ্যই আমরা সেই সুখ সঞ্চয় করিতে উদ্যোগী হই এবং তাহাতেই আমাদের বিশেষ আস্থা ও বিশেষ যত্ন উপস্থিত হয়। হে ব্রাহ্মগণ! অবশেষে আমার এই নিবেদন যে আমরা যে বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম পথের পথিক হইয়াছি, তাহা যুগভূমিকায় জল বোধের ন্যায় ভ্রম বিশ্বাস নহে,

তাঁহার তুল্য সমূলক সত্য বিশ্বাস আর কিছুই নাই; আমরা যথার্থ সুখা সিদ্ধিকেই লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছি, অতএব আমাদের আশা কখন বিফল হইবেক না ।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৭৮ শক ।

সাংসারিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

প্রথম বক্তৃতা ।

মাঘ মাসের একাদশ দিবসে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হয়, অদ্য সেই মাঘ মাসের একাদশ দিবস । অদ্য আমাদের পরমানন্দের দিবস, আমরা ইহার তুল্য আনন্দময় উৎসব দিবস সাংসারের মধ্যে আর প্রাপ্ত হই নাই । মনের কি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, কোন প্রিয়তম প্রীতিকর ঘটনার আনন্দময় কোন বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হইলে আপনা হইতেই আনন্দের উদয় হয় । যে স্থানে কোন অসাধারণ মঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং যে লোকের প্রযত্নে কোন পরম কল্যাণকর প্রিয়তম কার্য্য অসুষ্ঠিত হয়, সেই স্থান ও সেই লোককে প্রত্যক্ষ করিলে অথবা তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে যেমন মনোমধ্যে আপনা হইতে আনন্দ উপস্থিত হয়, সেই রূপ বৎসরের মধ্যে যে সময় ও যে দিবসে কোন কল্যাণদায়ক ঘটনা সম্ভূত হয়, সেই সময় ও সেই দিবস উপস্থিত হইলেও মনেতে আপনা হইতে একটি অপূর্ণ আনন্দ জন্মে । যাহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ স্বর্গীয় সুধাপান করিয়া আপনাদিগের চিত্ত ক্ষেত্রকে পবিত্র করিতে পারিয়াছেন, যাহারা ইহার প্রদত্ত তুল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাল্পনিক ধর্ম্মের কটকাবৃত পথ হইতে পরাংমুখ হইয়া ব্রহ্মধাম গত সত্য ধর্ম্ম রূপ সরল পথের পথিক হইতে পারিয়াছেন এবং যাহারা এই সমাজে উপবেশন পূর্ব্বক এই ধর্ম্মের অপূর্ণ তত্ত্ব শ্রবণ করত আপন মনকে জগদীশ্বরে সমাধান করিয়া মনুষ্য জগকে সফল করিয়াছেন, এই দিবস তাঁহাদিগের পক্ষে অতুল আনন্দের দিবস । অদ্য তাঁহাদিগের

মন অবশ্যই আফ্লাদ সাগরে ভাসমান হইতেছে, অদ্যকার প্রভাতে তাঁহারা স্মৃপ্রভাত মনে করিয়াছেন, অদ্যকার সূর্য্য তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অমৃত কিরণ বর্ষণ করিয়াছে এবং অদ্যকার এই যামিনীকে তাঁহারা মধু যামিনী বোধ করিতেছেন। তাঁহার উপাসনার জন্য ১১ মাসে এই সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারই প্রসাদে ইহা এ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ক্রমাগত উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাঁহারই আরাধনার জন্য অদ্য আমরা সকলে এস্থলে সমাগত হইয়াছি অতএব এ ক্ষণে সকলে একবার তাঁহার মহিমা চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে মনের সহিত নমস্কার করা উচিত। সেই সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বনিয়ন্ত্ৰ পরম পুরুষ যে কোন্ স্থানে ও কোন্ কৌশলে আমাদের গুণ সাধন করেন, তাহা কাহার সাধ্য যে বুঝি দ্বারা স্থির করিতে সক্ষম হয়? যে বঙ্গদেশে ক্রমাগত কাল্পনিক ধর্ম বিরাজ করিয়া আপনার দুশ্চেছা কুটিল জাল বিস্তার করত বহু সংখ্যক অবোধ লোককে দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ করিয়াছে, যেখানে ধর্মের মূর্তি নানামতে বিকৃত হইতে আর ক্রটি হয় নাই, যেদেশীয় লোকে ধর্ম সাধক জ্ঞান করিয়া কোন প্রকার কুক্রিয়া অমুষ্ঠান করিতে আর অপেক্ষা রাখে নাই, যে দেশীয় লোকের মনঃকল্লিত অবাস্তব ধর্মাসুগত অমুষ্ঠান সমূহের নাম শ্রবণ করিলে যথার্থ ধর্ম-পরায়ণ লোককে স্তব্ধ হইতে হয় এবং ক্রমাগত অলীক ধর্ম রূপ অন্ধ কূপ মধো ব্লাস করাতে যে দেশীয় লোকের জ্ঞান চক্ষু এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে সত্য ধর্ম রূপ নির্মল রত্নের কণামাত্রও তাহাদিগের চক্ষে সহ্য হইত না। কে মনে করিয়াছিল যে সেই বঙ্গদেশে এই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রকাশিত হইয়া তত্রস্থ লোকের মানসস্থিত ভ্রমাজ্জকারকে দূর করিবে এবং তাহাকে পরম সত্যের অধিষ্ঠান ভূমি করিয়া তাহার মহত্তর কীর্তি পতাকাকে সর্বত্র উড্ডীন করিবে? কাহার মনে ছিল যে সেই জ্ঞানহীন বঙ্গ ভূমি হইতে জ্ঞান চর্চিত-দ্বীপ দ্বীপান্তরের মনুষ্য সকল নির্মল ধর্ম তত্ত্ব লাভ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিবে এবং সেই বঙ্গ ভূমি হইতে পবিত্রতর ব্রাহ্ম-ধর্মের কিরণ জাল দিগ্দিগন্তরে ধাবিত হইবে? কিন্তু

সেই অনির্বচনীয় অশেষ শক্তি সম্পন্ন করুণাকর আদি পুরুষের এমনি অপার মহিমা যে তিনি কৃপা করিয়া এই তমসাক্ষর দেশে এক মহাপুরুষকে অবতীর্ণ করিয়া এখানে এই পরমোৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারিত হইবার কারণ সৃজন করিলেন এবং সেই মহাপুরুষ হইতেই প্রথমতঃ এই সমাজ সংস্থাপিত হইল। যে অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের প্রযত্নে প্রথমতঃ এই সমাজ সংস্থাপিত হয়, এ ক্ষণে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া শরীর পুলকে পূর্ণ হইতেছে এবং তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে তাবেতে কণ্ঠা অবরুদ্ধ হইতেছে, বোধ হয় সেই বিশ্ব বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়ে নাম এ দেশীয় আবাল বৃদ্ধ সকল লোকেরই ঞ্জিতি গোচর হইয়া থাকিবে এবং সেই অসামান্য কীর্ত্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ বহু দূর স্থিত দ্বীপান্তরীয় লোকের নিকটও অপরিচিত নহেন। তিনি যে সূত্রে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন এবং তাঁহা হইতে যে প্রকারে এই চিরস্থায়ী মহাদ্ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য। ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত চূড়ামণি সর আই-জেক নিউটন যেমন বৃক্ষ হইতে একটি ফল পতন হইতে সন্দর্শন করিয়া তাহার বিষয় আলোচনা করত অপূর্ণ জ্যোতির্বিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন বিশ্বমান্য উইলিএম হার্কি সাহেব যে রূপ শরীরস্থ শিরা মধ্যে কবাটবৎ সমূহ অবরোধ স্থান সন্দর্শন করিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শোণিত সঞ্চরণের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, রাজা রামমোহন রায়ও সেই প্রকার এ দেশের কাল্পনিক ধর্মের বিকৃত ভাব সন্দর্শন পূর্বক তাহা নিবারণ করিবার উপায় অন্বেষণ করত এবং সত্য ধর্মের স্বরূপ চিন্তা করত অতি সামান্য সূত্রে ব্রাহ্ম-ধর্মের এই পরম তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তৃষ্ণাতুর যুগ যেমন স্রুশীতল জল প্রাপ্ত হইলে তৃপ্ত হয়, ধর্ম তৃষ্ণাতুর রাজা রামমোহন রায়ও সেই রূপ এই পরম ধন ব্রাহ্ম-ধর্মের মর্ম লাভ করিয়া তৃপ্ত হইলেন এবং তিনি যে অপূর্ণ অমৃত পান করিয়া আপনার ধর্ম তৃষ্ণার শান্তি করিলেন, সেই স্রুধা পান করাইয়া সকলকে স্রুখী করিবার উদ্দেশে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিলেন। রামমোহন রায়ে মন স্বার্থপর

সামান্য পুরুষের ন্যায় ছিল না, তিনি যে কোন অমূল্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তাহা কেবল আপনি লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন এবং কেবল আপনার সুখেই সম্পূর্ণ সুখ জ্ঞান করিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? তিনি এই ব্রাহ্ম-ধর্ম রূপ অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমাগত মুক্তচিন্তে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই ধর্মের উন্নতি সাধন করণার্থে নিরন্তর ব্রতী হইলেন। যাহাতে সর্বদেশীয় ও সকল জাতীয় লোকে ব্রাহ্ম-ধর্ম রূপ অমৃত রসের আনন্দ গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে, তিনি ক্রমাগত তত্ত্ব-যোগী নানা পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, তিনি ভারতবর্ষ মধ্যে যথার্থ ধর্ম তত্ত্ব প্রকাশ করিতে যাদৃশ যত্ন ও যে পর্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা এই রূপে বৎসরান্তে এক দিন কিয়ৎকাল বর্ণন করিয়া কি প্রকাশ করিব, তাহা প্রতি দিন কীর্তন করিলেও শত বৎসরে শেষ হইবার নহে। রাজা রামমোহন রায় যে দিন কোন এক ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্মের উপদেশ প্রদান করিতে না পারিতেন সে দিবসকে তিনি বিফল বোধ করিতেন এবং যে দিন তিনি কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির মনে জগদীশ্বরের প্রকৃত তত্ত্বের আবির্ভাব করিতে সক্ষম হইতেন সে দিবসকে তিনি পরম শুভ দিন বলিয়া গণ্য করিতেন, তিনি এ দেশের নিত্যা কল্যাণের কারণ হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিই জননী জন্ম ভূমির যথার্থ হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, এবং ভ্রাতৃ স্বরূপ স্বজাতির প্রকৃত মঙ্গলের বীজ বপন করিয়াছেন, তাঁহাকে উৎপাদন করিয়া এ দেশ পৃথিবী মধ্যে ধন্য হইয়াছে এবং তাঁহার উৎপত্তি জন্য হিন্দু জাতি সংসার মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তিনি আমাদেরকে যে ঋণ পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কোন কালেই মুক্ত হইতে পারিব না এবং তাঁহার অসদৃশ অমৃত গুণাবলী আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না, তিনি স্বজাতির ও স্বদেশের কল্যাণ সাধন করিতে পদের বিচার করেন নাই, মানের বিচার করেন নাই এবং আপনার ভোজন পান শয়নাদি কোন প্রকার শারীরিক কার্যেরও নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। নীচ হৃদক আর ভদ্রই

হউক ধনীই হউক আর নির্জন হউক পণ্ডিতই হউক আর মুর্থই হউক প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাস্য হইয়া তাঁহার নিকট যে কোন ব্যক্তি গমন করিত তিনি তাহাকেই ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়া সাদরে সকল বিষয় জ্ঞাত করিতেন, আহার কালেও তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেমামুরাগী হইয়া গমন করিলে তিনি আহার পরিত্যাগ পূর্বক হৃৎ মনে তাহাকে ঈশ্বর প্রসঙ্গ দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেন এবং তাঁহার শয়নের সময় কেহ পরমার্থ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেও তিনি তাহাতে উন্নত হইয়া নিদ্রাকে বিন্মৃত হইতেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় লোককে জগদীশ্বরের প্রেম-রসের রসিক করিয়া সুখী করিবার জন্য সর্বদা যত্ন করিতেন, সেই রূপ স্বদেশ মধ্যে জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য প্রচলিত ও অপ্রিয় কার্য্য রহিত করিয়া তাহার শ্রীসম্বর্দ্ধনে সতত অমুরাগী ছিলেন, তাঁহারই প্রযত্নে সহ গমন দ্বিবারণ হইয়া ভারত ভূমি স্ত্রী হত্যা রূপ গুরুতর পাপ ভার হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং তাঁহার যত্ন হেতু এ দেশীয় লোকের কুসংস্কার জনিত অনেক কুকর্ম্ম নিবারিত হইয়াছে। যে শুভকর বিধবা বিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে এ ক্ষণে আমরা আহ্লাদিত হইতেছি, রাজা রামমোহন রায় তাঁহার জীবদ্দশায় সেই পদ্ধতি প্রচলিত করিবার জন্য অনেক আয়াস ও অনেক যত্ন করিয়াছিলেন ; এক প্রকার তিনিই এ শুভ কর্ম্মের সূত্র পাত করিয়া যান, তিনি জীবিত থাকিয়া তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধি সম্ভব করিলে তিনি যে কি পর্য্যন্ত সম্ভোষ লাভ করিতেন তাহা আমরা মনে-তেও ধারণ করিতে পারি না ! বাহা হউক তাঁহার সেই শুভ কামনা যে জগদীশ্বর এত দিনে পূর্ণ করিলেন ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে ঈশ্বর পদে বার বার প্রণিপাত করি। রামমোহন রায়ের মনে যে এই রূপ কত প্রকার মঙ্গল সঙ্কল্প ছিল, তাহা আমরা কি বলিব, তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হইলে মর্ত্য লোক এক্ষণেই স্বর্গ লোক হইয়া উঠে। নিত্য কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর উন্নতির সহিত তাঁহার মঙ্গলময় সঙ্কল্প সকল সিদ্ধ হইতে থাকিবে। ফলতঃ তিনিই প্রকৃত মনুষ্য পদ বাচ্য এবং মথার্থ গৌরবান্বিত।

যে পথে গমন করিলে মনুষ্য যথার্থ রূপে গৌরবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে তিনি সেই পথের পথিক হইয়াই যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী মধ্যে কৰ্ম্মক্ষম কীর্ত্তি কুশল পুরুষের অভাব নাই, জল স্থল সকল স্থানেই মনুষ্য জাতি বিরাজ করিতেছে এবং প্রায় সর্বত্রই মনুষ্যের কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা যখন কোন নদী তীরে উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করি তখনও শত শত ব্যক্তিকে শত শত প্রকার কার্য্যে আবৃত দেখিতে পাই এবং যখন কোন গ্রাম নগর বা বিপণি মধ্যে প্রবেশ করি তৎকালেও নানা মনুষ্যকে নানা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত সন্দর্শন করি, কিন্তু যে মনুষ্য দ্বারা পৃথিবীর নিত্য বলাণ উদ্ভাবিত হইতে পারে, যাহার প্রযত্নে মনুষ্যের নিত্য মঙ্গল সঞ্চা-
 রিত হয়, যে ব্যক্তি কেবল আত্ম সুখে সুখী না হইয়া স্বজাতির ও স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য রাস্তা থাকে এবং অন্যের সুখ সাধন করিয়া সুখী হয়, সে প্রকার উদার স্বভাব মহৎ মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প, সেই স্বার্থপরতা শূন্য সাধু ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য পদ বাচ্য এবং সেই ব্যক্তিই যথার্থ রূপে মহত্ত্বের আশ্রয়। তাহারই প্রতি মন হইতে প্রেরণার ধারা উৎসারিত হইয়া পতিত হইতে থাকে এবং সেই ব্যক্তিই আপনা হইতে সকলের আন্তরিক প্রীতি আকর্ষণ করে; সুতরাং রামমোহন রায়ের প্রতি আমাদিগের প্রেরণার উদয় হওয়া কোন রূপেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি এ দেশের মঙ্গলের জন্য সংখ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া যান নাই এবং প্রশস্ত দীর্ঘিকা ও সুরমা সরোবর, অত্যাচ্ছ অট্টালিকা বা সুদীর্ঘ রাজ পথ প্রভৃতি কোন প্রকার অসাধারণ বাহ্যিক কীর্ত্তিও প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু আমাদিগের হিতের নিমিত্ত তিনি যে অমূল্য জ্ঞান ধন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, কোটি স্বর্ণ মুদ্রাও তাহার এক কণার সহিত সমতুল্য হইতে পারে না এবং তিনি এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ যে অপূর্ব্ব মঞ্চ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, কোটি শতাব্দেও তাহার এক বিশু মাত্র ক্ষয় হইবার নহে, তিনি এমন অক্ষয় কীর্ত্তি করিয়া যান নাই যে তাহা কল্পিত কালে কোন রূপে অপনীত হইবে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতির সহিত তাহার মহিমা

মঞ্চ ক্রমাগত বর্ধিত হইতে থাকিবে এবং তদুপরি তাঁহার কীর্তি পতাকা নিরন্তর উড়ডীয়মান হইবে।

মহুঘোর ধর্ম সংস্কার পরিশুদ্ধ না হইলে, যে তাহাকে কি পর্য্যন্ত অধমাবস্থায় অবস্থান করিতে হয় এবং তাহা দ্বারা যে কি পর্য্যন্ত বিগর্হিত কর্ম অমুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান লোকে অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারেন এবং তাহা আমাদিগের এদেশে ও অনান্য দেশে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। এদেশের জ্ঞান হীন ভ্রান্ত লোকে আপনাদিগের মনঃক্লিত কাপ্পনিক ধর্মের অমুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল কুক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার নাম করিতে লজ্জা বোধ হয় এবং শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, মহুঘ্য সমাজে সে সমস্ত অমুষ্ঠান প্রচলিত থাকিলে তাহাদিগকে পশু অপেক্ষাও অধম হইতে হয় এবং অচিরেই তাহার বিনাশ হয়। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-ধর্মের অপূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সেই সমস্ত কুৎসিত ক্রিয়ার একেবারে মূল উৎসেদ হইবার পথ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করিলে মহুঘ্যকে কোন মতেই কলঙ্কিত হইতে হয় না এবং কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করিবার আবশ্যক করে না, প্রত্যুত ইহা দ্বারা মহুঘ্য সর্ব প্রকার সংকর্মের আধার হইয়া আপনার জন্মকে সার্থক করিতে পারে এবং সকল প্রকার উৎকৃষ্টতর সুখের আশ্বাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে সমর্থ হয়। এই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারণার নাম নাই, প্রবঞ্চনার লেশ নাই এবং কপটত্ব ও ভ্রান্তির প্রসঙ্গও নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য মূলক বিশুদ্ধ ধর্ম। ঈশ্বর প্রীতিই এধর্মের প্রাণ স্বরূপ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনই ইহার অমুষ্ঠান। রামমোহন রায় এই পরমোৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম প্রকাশ করিয়া যেমন আমাদিগকে অসংখ্য প্রকার ভ্রম জাল হইতে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ আমাদিগকে নির্মল ঈশ্বর প্রীতি আশ্বাদন করিবার অধিকারী করিয়াছেন। তাঁহার মহত্ত্ব গুণ আমরা চির দিন গান করিয়াও শেষ করিতে পারিব না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আমাদিগের দেশের এত উপ-

কার সাধন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার উপকার আমরা অদ্যাপি ভোগ করিতেছি এবং চিরকালই আগাদিগের এদেশীয় লোকে ভোগ করিতে থাকিবে, অনেকে তাঁহার ছুরবগাহ্য মহান্ ভাব ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার প্রতি নানাবিধ অলীক কথার আরোপ করিয়া আপনার কর্তব্য সাধনের ক্রটি করিতেছেন। তাঁহার যে প্রকার তেজস্বিনী বুদ্ধি ছিল এবং তাঁহার ধর্ম যাদৃশ পরিকৃত ও নির্মল ছিল, তাহা তাঁহার রাশি রাশি কার্য্য দ্বারা প্রকাশিত রহিয়াছে, এবং আমরাও তাহা পুনঃ পুনঃ সকলকে জ্ঞাত করিয়াছি, কিন্তু তথাপি অনেকে তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া অদ্যাপি অনেক প্রকার অলীক অপবাদ রটনা করেন। যে রামমোহন রায় এই তমসাক্ষর ভারতবর্ষের মধ্যে স্থায়ী জ্ঞান বলে ব্রাহ্ম-ধর্মের জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, যিনি স্থায়ী শক্তি ক্রমে হিন্দুদিগের তীক্ষ্ণ কণ্টকাকূত শাস্ত্রের নিবিড় বন ভেদ করিয়া যথার্থ ধর্মের প্রশস্ত প্রাপ্তরে উপনীত হইলেন, এবং যাঁহার তর্করূপ অগ্নি দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রীয় ভ্রম গ্রহিঁ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তাঁহাকে কেহ কেহ মতবিশেষায়ুযবর্তী খ্রীষ্টান বোধ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন, যে তিনি একেশ্বর বাদী খ্রীষ্টান ছিলেন অর্থাৎ তিনি ক্রাইষ্টকে এক মাত্র পরিব্রাণ কর্তা মনে করিতেন এবং তাহাকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন অদ্বিত জীব বলিয়া প্রত্যয় করিতেন ও বাইবেল শাস্ত্রকে এক মাত্র ধর্ম শাস্ত্র বিবেচনা করিতেন। রামমোহন রায়ের নিষ্কলঙ্ক নামে একলঙ্ক আগাদিগের কোন রূপেই সহ্য হয় না।

তিনি যে এক মাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও পরিব্রাণ কর্তা মুক্তি দাতা মনে করিতেন না এবং কোন মনুষ্যকেই ঈশ্বরের নিয়ম বর্জিত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন অদ্বিত জীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না এবং এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ ভিন্ন মনুষ্য কল্পিত অন্য কোন গ্রন্থকে এক মাত্র ধর্ম শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, তাহা পদে পদেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা পশ্চাৎ উক্ত এই কএকটি বাক্যের প্রতি মনোযোগ করিলেই সকলে অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

রানমোহন রায় এক মাত্র অনাদি কারণকেই সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্তা সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর মনে করিতেন, তাঁহাকেই আপনার ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত শুভাশুভের কর্তা বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন, তন্মিহ্ম আর কোন মনুষ্যকে অদ্বিতীয় ঐশী শক্তি সম্পন্ন বিশ্বাস করিতেন না এবং যেসু গ্রীষ্মকে মনুষ্য জাতির মধ্যে এক জন উৎকৃষ্ট সাধু ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া তাঁহার বাক্য ও কার্যকে সাধু ও মহাজনের চরিতের ন্যায় মান্য করিতেন, রানমোহন রায়ের মনে কিছু মাত্র দ্বৈধ ছিল না, তিনি কোন গ্রন্থ বিশেষ ও লোক বিশেষকে শ্রদ্ধা করিয়া অপর গ্রন্থ ও অপর লোকের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতেন না, তিনি যে কোন ভাষায় যে কোন গ্রন্থ হইতে যথার্থ তত্ত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই যত্ন পূর্বক গ্রাহ্য করিতেন এবং কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে ঈশ্বর পরায়ণ ধার্মিক লোক সন্দর্শন করিলে তাহাকেই শ্রদ্ধা করিয়া তাহার যুক্তি সমেত সাধু কর্মের অনুগামী হইতে চেষ্টা করিতেন, এজন্য তিনি বাইবেল গ্রন্থ হইতে যেসু গ্রীষ্ম প্রোক্ত কএকটি সদুপদেশ উদ্ধৃত পূর্বক পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তিনি যে স্থলে ঐ সকল উপদেশের পোষকতা ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে ঐ উপদেশ দাতা গ্রীষ্মের প্রতি আপনার মনোগত শ্রদ্ধাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্বারা তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুগত মতের কিছু মাত্র অন্যথা প্রকাশ পায় নাই।

তিনি যৎকালে এদেশীয় পৌত্তলিকদিগের সহিত বিচার করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে ধাতু কাষ্ঠ ও জল মূর্ত্তিকাদি পরিমিত পদার্থের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য এক মাত্র জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন, তৎকালে কাহাকেও গ্রীষ্মের শরণাপন্ন হইয়া বাইবেল গ্রন্থের মতানুগত অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন নাই। তিনি যদি গ্রীষ্মকেই এক মাত্র মুক্তির কারণ জানিতেন, এবং বাইবেল গ্রন্থকেই কেবল ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই সকলকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি

হিন্দু দিগের সহিত বিচার স্থলে কোন কোন একেশ্বরবাদী
খ্রীষ্টান দিগের ন্যায় কখনই খ্রীষ্টেরও বাইবেল গ্রন্থের নাম
উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার কেবল এই মাত্র উপদেশ ছিল,
যে তোমরা কাষ্ঠ লোষ্ঠাদির আরাধনা করিয়া কদাপি ঈশ্বর
সেবার সুখান্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা পরিত্যাগ
করিয়া সৃষ্টির কারণ আকার রহিত এক মাত্র জগদীশ্বরের
আশ্রয় গ্রহণ কর, অন্যায়সে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ
করিবে।

দ্বিতীয়ত রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত খ্রীষ্টান ধর্ম
লইয়া তৎকালীন ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক পত্র সম্পাদকের সহিত
অনেক বিচার হইয়াছিল, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টের অলৌকিক
ক্রিয়া সম্পাদনের প্রতিকূলে বহু প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া
এক কালে তাহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি স্বীয়
ধর্ম প্রত্যয় প্রচার করিবার জন্য তৌফতুল মোহদীন নামক যে
এক গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন,
যে জগদীশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বিরুদ্ধ কোন কার্য কেহই
সম্পন্ন করিতে পারে না। যাহারা তাঁহার নিয়মের বিপরীত
কোন প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার অভিমান করে,
তাহারা প্রতারণ। ধূর্ত ও প্রতারণ লোকে নানা প্রকার কুহক
ক্রিয়া দ্বারা বর্ষের লোক দিগকে প্রতারণা করে এবং মূর্থ লোকে
তাহাদিগের ধূর্ততা ধৃত করিতে না পারিয়া অন্যায়সে প্রতারিত
হয়। “ভ্রান্ত মনুষ্য দিগের এমনই স্বভাব যে যে কার্যের উৎ-
পত্তির কারণ তাহাদিগের বোধ গম্য না হয় তাহাকে তাহারা
অলৌকিক বলিয়া প্রত্যয় করে।” তাঁহার অভিপ্রায় এই যে
যাহারা জগদীশ্বর প্রণীত নিয়ম সমস্ত বিশেষ পর্যালোচনা
করিয়া দেখে এবং সমুদায় প্রাকৃতির ঘটনার কার্য কারণ সম্বন্ধ
স্থির করিতে সমর্থ হয়, তাহারা কখনই এক জন মনুষ্য দ্বারা
সৃত ব্যক্তির জঁ বন সঞ্চারণ হওয়া এবং ইহ শরীরে কোন মনুষ্যের
স্বর্গ মদৃশ লোক বিশেষে উপনীত হওয়া প্রত্যয় করিতে পারে
না। জগদীশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ কোন প্রকার অসম্ভব ব্যাপার

যে কোন রূপেই সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা রামমোহন রায় স্বপ্রণীত নানা গ্রন্থে মানা প্রকারে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়ত রামমোহন রায় যে কেবল বাইবেল গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র বোধ করিতেন না, কাইফকে ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তির কারণ একমাত্র বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন না, তাহাও তাঁহার রচিত উক্ত তৌফতুল মোহেদীন নামক গ্রন্থে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে নানা ধর্মাবলম্বীরা নানা প্রকার মতের প্রচার করিয়াছে, সকলেই স্বীয় স্বীয় মতের উৎকর্ষতা প্রমাণ করিতে যত্ন করে, কিন্তু তাহাদিগের পরস্পর মত বিরোধের দ্বারাই পরস্পরের মতের খণ্ডন হইতেছে, তাহা অন্য কোন যুক্তি দ্বারা প্রমাণ কবির আবশ্যক করেনা প্রত্যেক ধর্মই মনুষ্যের মনঃকল্পিত এই জন্য কেবল ঐ সকল কল্পিত ধর্ম বিষয়ে এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতির সহিত মিলিত হয় না নতুবা জগদীশ্বর দত্ত আর সকল বিষয়ে তাহাদিগকে এক ধর্মাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মনুষ্যই অগ্নিকে উষ্ণ বোধ করে এবং জলকে শীতল জ্ঞান করে। সকল দেশীয় মনুষ্যই বসন্তের পুষ্প শোভা ও বর্ষার বৃষ্টি ধারা সন্দর্শন করিয়া সুখী হয়, পৌর্ণমাসির অখণ্ড মণ্ডলাকার পূর্ণ শশধর সন্দর্শন করিলে সকলেরই মনে পুলক জন্মে জ্যোতি সকলেরই প্রিয় এবং অন্ধকার সকলেরই অপ্রিয়, ক্ষুধাতে সকলেই কাতর হয় এবং আহার করিলে সকলেরি তৃপ্তি জন্মে, সৌভাগ্য সকলেরি প্রার্থনীয় এবং দরিদ্রতা সকলেরি অপ্রিয়। ইত্যাদি বহুতর স্বভাবসিদ্ধ বিষয়ে মনুষ্য জাতিকে এক ধর্মাক্রান্ত দেখা যায়, অতএব যাহা ঈশ্বর প্রণীত তাহাতে কাহারও বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তাহা কখনই কোন প্রকার যুক্তির বিরোধী হয় না। মনুষ্য কেবল স্বার্থপর ও অভিমানপর হইয়া এক এক বিশেষ মতের প্রচার করিয়া গিয়াছে এবং অনেক অবোধ লোকে বুদ্ধির অভাবে ও অনেক বুদ্ধিমান লোকে স্বার্থ সাধন উদ্দেশে অদ্যাপি সেই সেই মতের অনুবর্তী হইয়া রহিয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন. যে সকল মনুষ্যের পরমার্থ জ্ঞানের জন্য ও মুক্তির

নিমিত্ত যে জগদীশ্বর এক জন মানুষকে বিশেষ শক্তি সম্পন্ন করিয়া প্রেরণ করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া উক্ত করে, যথা মোসলমানেরা মহম্মদকে ও পূর্বতন ইহুদিরা মুসা ও দাউদকে ধর্ম বক্তা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় যায় এবং ব্রাহ্মণাদি হিন্দু বর্ণে কোন কোন ঋষি প্রোক্ত বচন বিশেষকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করে কিন্তু ইহা দিগের মধ্যে কাহারও মতের সহিত কাহারও ঐক্য হয় না, যে বিষয়কে এক মতাবলম্বিয়া প্রতীতি করিয়াছে অপর ধর্মাবলম্বিয়া তাহাতে আবার নানা বিধ দোষ প্রদর্শন করিয়াছে, এক মতে যাহাকে ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে অন্য মতে তাহাকেই পাপ কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে সুতরাং তাহাদিগের সকলকে ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম বক্তা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া সকলের মত স্বীকার করিতে হইলে বিষম বিপর্যায় উপস্থিত হইয়া উঠে, সুতরাং ইহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা নির্ণয় ককিতে হইলে অবশ্য যুক্তিকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয় এবং যুক্তি অবলম্বন করিলে আর কোন ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিতে পারা যায় না এবং বলিবার ও কোন আবশ্যক থাকে না। দূর দর্শী বুদ্ধিমান লোকে কখনই এপ্রকার যুক্তি বিরুদ্ধ ও পরীক্ষার বিপরীত বিষয় অঙ্গীকার করিতে পারেন না। যে কালে যে যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহারা সকলে বাস্তবিক ঈশ্বর প্রেরিত হইলে সকলেরই এক প্রকার মত হইত কাহারও সহিত কাহারও মতের বিরোধ থাকিত না। জগদীশ্বরের নিয়ম অপরিবর্তনীয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান, তিনি পৃথিবীর সকল মঙ্গলই একদা জ্ঞাত হইয়া তদুপযোগী নিয়ম সকল এক কালেই স্থাপিত করিয়াছেন, কাল ভেদে কখন তাহার নিয়মের প্রভেদ হয় না। এস্থলে আমরা দিগের একবার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে রামমোহন রায়ের যদি বাইবলকে এক মাত্র ধর্ম গ্রন্থ ও গ্রীষ্মকে এক মাত্র ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তি দাতা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস থাকিত তাহা হইলে তিনি পূর্বোক্ত প্রকার বিচার স্থলে

খ্রীষ্ট গ্রন্থ মধ্যে বাইবেলের উৎকর্ষতা বর্ণন করিয়া যাইতেন কি না এবং খ্রীষ্টকে ঈশ্বর প্রেরিত বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেন কি না। যখন রামমোহন রায় এদেশীয় লোককে মুক্তির কারণ প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা প্রদান করিবার সময় একান্ত মনে এক জগদীশ্বরের আরাধনা করণ ভিন্ন কোন স্থলে খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইবার কথা উল্লেখ করেন নাই, যখন তিনি হিন্দু মোসলমান ও খ্রীষ্টানাদি ভিন্ন ভিন্ন দলের মনঃকল্লিত ধর্ম গ্রন্থের অলীকত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব প্রতিপন্ন করণ স্থলে বাইবেল গ্রন্থকে এক মাত্র ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, যখন তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিষয়ক বিচার কালে খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করণকে নানা প্রকার যুক্তি ও তর্কের দ্বারা অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যখন তিনি ধর্ম বিষয়ক মত ভেদের প্রতি একবারে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং সকল মনুষ্যকেই ঈশ্বর আরাধনার তুল্যাধিকারি রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন তখন তাহার প্রতি বিপক্ষ দলের বিশুদ্ধিত কোন প্রকার অলৌকিক মতের আশঙ্কা করা সম্ভব হইতে পারে না এবং তাহাকে এক মাত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি আর কোন প্রকার কাল্পনিক মতানুগত মনে করিতে পারা যায় না। তিনি যে এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত এক মাত্র ধর্ম শাস্ত্র মনে করিতেন না এবং জীবের মুক্তির জন্য শুদ্ধ অপাপ বিদ্ধ পবিত্র পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য বিশেষকে গুরু বা পথ প্রদর্শক ও জ্ঞানকর্তা মনে করিয়া তাহার সেবা করিবার অথবা ঈশ্বর উপাসনা কালে তাহার নাম উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিতেন না, তিনি যে কোন ব্যক্তিকে জগদীশ্বরের নিয়মাতীত অসম্ভব ব্যাপার সম্পাদন করিবার শক্তি সম্পন্ন প্রত্যয় করিতেন না, তিনি যে নিরপেক্ষ হইয়া নিরবলম্ব যুক্তি সহকারে সকল দেশীয় ও সকল ভাষার গ্রন্থের সারোদ্ধার করিয়া গ্রহণ করিতেন এবং তাহাই সকলকে উপদেশ দিতেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর বাহ্য প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক করে না, বাহ্য

কিঞ্চিৎ উক্ত হইল বুদ্ধিমান লোকে তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

তিনি যে পরম পবিত্রতর ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং সকল কলাণের বীজ স্বরূপ যে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, আমরা তদ্বারাই তাঁহার গুণ জাজ্বল্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদিও আমরা অনেকে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই, তথাপি তাঁহার অসামান্য সাধু চরিত সকল স্মরণ করিতে মনো-মধ্যে এ ক্ষণে তাঁহার এক আশ্চর্য আকার আসিয়া উদয় হই-তেছে এবং বোধ হইতেছে যেন এ ক্ষণেই তিনি আমাদের সহিত একত্রিত হইয়া এই পবিত্রতর ধর্ম অবলম্বন পূর্বক পর-ব্রহ্মের আরাধনা করিতেছেন। হা জগদীশ! তুমি যেমন শীতের শান্তি জন্ম মনোহর বসন্ত কালের সৃষ্টি করিয়া রাখি-য়াছ এবং নিদাঘের আতিশয্য নিবারণের নিমিত্ত বারিপূর্ণ বর্ষা ঋতুর সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি যেমন ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণের জন্ম বিবিধ প্রকার অন্ন পান্য সৃষ্টি করিয়াছ, এবং শারীরিক রোগ নিবারণের নিমিত্ত বিচিত্র প্রকার ঔষধের উৎপত্তি করিয়াছ, সেই রূপ আমাদের এই তমসাম্পন্ন দেশের অজ্ঞান রূপ ঘোর রোগ বিনাশের কারণ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে প্রেরণ করিয়াছ, অতএব আমরা সেই পরম বন্ধু ও পরমোপকারী ব্যক্তির উপকার রাশি স্মরণ করিয়া তোমাকেই মনের সহিত নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৮ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

“সাম্বৎসর কাল বাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্পত্তি লাভ করিয়াছি ও বাঁহার কৃপায় বুদ্ধি, ধর্ম, জ্ঞান, বর্দ্ধিত করিয়াছি অদ্য একবার সকলে তাঁহাকে মনের সহিত ভক্তি সহকারে পূজা না করা কি

অকৃতজ্ঞের কর্ম ।” অদ্য আমাদেরদিগের সপ্তবিংশ সাংসারিক ব্রাহ্ম-সমাজ, জগদীশ ! অদ্যকার এই শুভ দিনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়া রজনীতে তোমার গুণ কীর্তন করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে এই আশাতে উৎসাহাঙ্কিত ছিল, এক্ষণে সেই পুণ্য নিশা উপস্থিত, অতএব একবার সকলে ঐক্য হইয়া তোমার অসীম গুণ কীর্তন করত মানব জন্ম সফল করি। যিনি আমাদেরদিগের স্রষ্টা পাতা, তাঁহারি উপাসনার্থে—তাঁহারি গুণ কীর্তন করিবার নিমিত্তে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি জ্ঞান ও ধর্মের বীজ মনুষ্য মনে রোপণ করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা করিতে— তাঁহার গুণ কীর্তন করিতে মনুষ্যের মন সত্যাবতই ব্যগ্র হয়। মনুষ্য শারীরিক ও সামাজিক সুখ লাভ করিলে বা বহুবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করিলে সেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন না ঈশ্বরে প্রীতি করিলে যে রূপ তিনি তৃপ্তি ও শান্তি অমুভব করেন। ঈশ্বরের অভাব মনুষ্যের সকল অভাব হইতে গুরুতর, এ অভাব মোচন হইলে তিনি আর কোন অভাবকে অভাব জ্ঞান করেন না। ধর্ম-জীবী মনুষ্যের কি মহোচ্চ ভাব ! তিনি নানাবিধ সুখ সাধনোপযোগী সুরম্য অট্টালিকা, বিচারালয়, বিদ্যালয়, যন্ত্র ও যন্ত্রালয়, নির্মাণ করিয়া আপনার মহত্ত্ব ও গৌরব মনে করেন না। তিনি অমৃত পুরুষের পুত্র, ধর্ম তাঁহার জীবন স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ ও তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সেই প্রিয়তমের সহবাসের উপযুক্ত, ইহাতেই তিনি আপনাকে মহৎ ও গৌরবান্বিত করিয়া জানেন। আর তিনি এই রূপ মনে করেন যে যে জ্যোতির্ময় দিবাকরের উদয়ে এই জগন্মণ্ডল তিমিরাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই সর্ব প্রকাশক সূর্যের সৃষ্টি-স্থিতি-তঙ্গ কর্তা এক অদ্বিতীয় অচিন্তনীয় পুরুষের সত্ত্বগুণাবলম্বিনী ইচ্ছা মাত্র এক সময়ে এই স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট বিশ্ব সংসার উৎপন্ন হইয়াছে, অদ্যপি তাঁহার মহতী ইচ্ছার অধীনে বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি জ্ঞানেতে অজ্ঞান, শক্তিতে অনন্ত,

করুণা বিতরণে অবিশ্রান্ত ও স্বভাবে পূর্ণ হয়েন। যিনি জন্মদাতা পিতা, অন্নদাতা বিধাতা, পাপ পুণ্যের বিচারক একাধিপতি রাজা। যাঁহার প্রসাদাৎ আমরা অশেষ বিধ অবাচিত সুখে সুখী হইয়াছি, কত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অসংখ্য দুর্জয়ের বিষয়ও জ্ঞাত হইয়াছি এবং কত বার যাঁহার শরণ প্রভাবে অনিবার্য্য দুঃস্থ মোহকে পরাভূত করিয়া শুদ্ধ ও মহত্ত্ব লাভ করিয়াছি তাঁহার প্রতি মনের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক নমস্কার করা কি আমাদেরিগের অত্যন্ত উচিত নহে? বিশেষত যখন আমাদেরিগের আদ্যন্ত সকল বিষয় যাঁহার অব্যর্থ ইচ্ছার অধীন, যিনি মনে করিলে বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় আমাদেরিগকে রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া বরং আমাদেরিগকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপণের উপযুক্ত করিয়াছেন, এবং যিনি ইহ কালে অজস্র আনন্দের উৎস স্বরূপ ও পরকালের অপার শান্তির আলয়, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি আত্ম সমর্পণ করা এবং তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান, অদ্ভুত শক্তি ও উদার করুণার উপর ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করা তাঁহার সন্তানদিগের যে কি পর্য্যন্ত কর্তব্য তাহা কি বলিব। যখন সামান্য বস্তুর প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা ও যত্ন আবশ্যক করে, তখন সকল অপেক্ষা ছিন্ন পরমাচ্ছা আন্তরিক ইচ্ছা ও একান্ত যত্ন ব্যতিরেকে কি লব্ধ হইতে পারেন? যে সাধু পুরুষ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা কি? তিনি শ্রুত্ব, মহত্ত্ব, বিবেক, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যে সতত পূর্ণ রহিয়াছেন। এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ সে ধন অতিমাত্র ব্যয় করিতে আশ্রয় ও কুপণতা করেন না, তিনি জানেন যে তাঁহার সমুদায় কর্তব্যের মধ্যে স্বভাতুবর্গের সহিত সেই পরম ধন সমান্যাংশে উপভোগ করা সর্ব্বোত্তম প্রধান কর্তব্য কর্ম্ম। পরমেশ্বর এক মাত্র নিত্য পদার্থ, তিনি সমুদয় সত্যের পরম নিধান, তাঁহার কোন রূপ নাই, সত্যই তাঁহার অমূৰ্শ রূপ, জ্ঞান তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভা, করুণা তাঁহার মনোহর শোভা এবং এই বিশ্ব তাঁহার বিশাল ছায়া মাত্র। হে বিশ্বপতির পুত্র সকল!

তোমরা একবার স্বাধীন হইয়া বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বক্ষেত্র
নিরীক্ষণ কর। এখানে স্বাধীন শব্দের অর্থ ধনী নহে, মামী নহে,
চতুর নহে, ধূর্ত নহে, দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন
তিনিও নহেন, এ স্থলে স্বাধীন শব্দের বাচ্য তিনিই হইতে
পারেন, যিনি পাপ ও বিষয় সুখলোলুপ ইন্দ্রিয়গণের কুটিল
শৃঙ্খলে বদ্ধ না হইয়া স্বভাবের কার্য্য—নিয়ন্ত্রার কার্য্য অবগত
হইয়া সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করেন। সত্য স্বরূপ ঈশ্বরে তাঁহার
প্রীতি আছে, সুতরাং তিনি আপনার অষ্টা ঈশ্বরের জগৎকে
প্রিয় রূপে দৃষ্টি করেন। এবং মহোচ্চ পর্বত, নিবিড়ারণ্য,
গভীর সমুদ্র, প্রসারিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, ধরণীর সমস্ত সুখ সম্পত্তি
সমুদায়ই আপনার জ্ঞান করেন, উহাতে তাঁহার অধিকার আছে,
কারণ উহা তাহার পরম পিতার। আর এই সমস্ত কার্য্যের অন্তরে
উহার নির্মাতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দানন্দের অবিরত
নিঃসারিত হইতে থাকে। অন্তঃকরণ সেই প্রিয়তমের ধন্যবাদ
করিয়া ভক্তিরসে ল্লাবিত হইয়া যায় এবং এই রূপ বাস্তব করে
যে হে ধনাভিমামী মনুষ্য! তোমরা সুখ মনে করিয়া বহুবিধ
নৃত্যগীতাঙ্গি আমোদ প্রমোদে বৃথা কাল হরণ করিয়া থাক,
কিন্তু ঈশ্বর প্রেমিক যে অগাধ সুখ সমুদ্রে মগ্ন থাকেন, তাহা
তোমরা ইহাতে কখনই পাইবে না। ঈশ্বর প্রেমাসুরক্ত পুরুষ
অতিশয় বিপন্ন হইলেও তাঁহার আন্তরিক সুখ কে নিবারণ
করিতে পারে? তিনি পীড়িত কি কাহারও দ্বারা আক্রান্ত বা
বদ্ধ থাকিলে তাঁহার মানস বিহঙ্গ সেই জগৎপতির সঙ্গ লাভের
নিমিত্ত সতত পক্ষ বিস্তার করিতে থাকে। তাঁহার শরীরই বদ্ধ
থাকুক, মানই ধ্বংস হউক, ধনই নষ্ট হউক ইহাতে তাঁহার
কি হইবে? তাঁহার আত্মা সকল হইতে প্রিয় সেই পরম পিতার
প্রেমে মগ্ন হইয়া নিরন্তর সুখ সমুদ্রে ভাসমান রহিয়াছে।
যিনি ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন আছেন, তাঁহার অন্তরে ঈশ্বর বিরাজ
করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে বদ্ধ থাকা অসম্ভব। হে জীব! যদি
সেই সর্ব্বেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ ভোগ করিয়া সুখী হইবার অভি-
লাষ রাখ তবে তাঁহাকে অগ্রে জ্ঞাত হও। তিনি নিরাকার

নির্ধিকার পরিশুদ্ধ পরাংপর। তিনি সকল মঙ্গলের নিদান-
 ভূত, সমস্ত গুণের আধার, সকল সৌভাগ্যের মূল, এবং সমস্ত
 জীবের প্রভু। পরমাত্মন! তোমার স্বরূপ মানব বুদ্ধির অতীত,
 এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর সমস্ত বিশ্ব তোমার মহিমার
 কণামাত্র, এই অনন্ত আকাশস্থিত অসংখ্য অসংখ্য লোক মণ্ডল
 সকলই তোমার মহিমা। অন্ধকারময় গভীর গর্ভে প্রবেশ করিলে
 যেমন এক একবার সৌদামিনী সন্দর্শনে মন পুলকিত হয়, তদ্রূপ
 এই মোহানুত সংসারে প্রবেশ করিয়া তোমার বিশ্ব কার্যের
 পর্যালোচন দ্বারা তোমার প্রভাবের আভা মাত্র পাইয়া দেহে
 জীব সঞ্চার করে। জগদীশ! তোমার বিশ্বের প্রত্যেক কার্য
 হইতে তোমার উদার মঙ্গল ভাব এত অধিক উদ্ভিত হইতেছে
 যে তাহা আমরা মনেতে ধারণ করিতে না পারিয়া সমুদায়
 বিশ্ব মঙ্গলময় করিয়া দেখিতেছি। হে মানব! তোমরা যে স্থানে
 অবস্থিতি কর সর্বত্র হইতে তাঁহার মহিমা কীর্তন কর। তিনি
 সূর্য্য চন্দ্রে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার স্থান সকল সাগর, সকল
 ভূমণ্ডল, সমস্ত নক্ষত্র, সর্বত্রই তিনি বিরাজমান আছেন। সত্য
 স্বরূপ ঈশ্বর যাহাকে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, তিনি স্বভাবের
 কার্য্য এই রূপে পাঠ করেন যে হে ঈশ্বর! তোমার জ্ঞান যাহার
 দৃষ্টি গোচর হয়, তিনি কদাচ বিপথে গমন করেন না এবং অবি-
 চিকিৎস হইয়া জ্ঞানের পথে ধাবমান হন। হে বিশ্বেশ্বর!
 তুমি বিশ্বকে এ রূপে রচনা করিয়াছ যে তাহাতে তোমার জ্ঞান,
 শক্তি ও মঙ্গল ভাব স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সকল মনের
 পূজনীয় তুমি ঈশ্বর, তোমাকে কেহ অভিক্রম করিতে পারে না।
 উপরিস্থিত জ্যোতির্দগুণেরা আপনাদিগের অক্ষর মহিমা
 বর্ণনা করিয়া স্বীয় উচ্চ মহিমা বিস্তার করিতেছে। দেশ বিশেষে
 কাল বিশেষে অবস্থা বিশেষে জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি পরি-
 বর্তিত হইয়া আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রিয়তম পরব্রহ্মের গুণ
 সমূহ স্মৃতি করিয়া সংস্থিত করিতেছে। বারি ও উদ্ভাপ প্রভৃতি
 ভৌতিক পদার্থ সমূহ ফল শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া তাঁহারি
 করুণা প্রচার করিতেছে। সমীরণ সমূহ তাঁহার প্রশংসার হিল্লোল

বহন করিতেছে। প্রসবণ প্রবাহ ঝর ঝর শব্দে তাঁহারি গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। কি জলচর কি স্থলচর কি আকাশচর কি সজীব ও নির্জীব সমস্ত পদার্থই একতান হইয়া সেই মহামহীয়া-
নের মহিমা বিস্তার করিতেছে। হে হৃদয়েশ্বর! তুমিই সকল বস্তুর প্রাণ স্বরূপ, তুমিই সমস্ত অরণ্যের সৌন্দর্য্য রূপে প্রকাশ পাইতেছ। জীব কৃত সমস্ত কৃত্রিম শোভা তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সকল পুষ্পেই তোমার স্নেহ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তুমি সকলের মূলধার। তুমি দয়ার সাগর, তুমি আমাদিগের পিতা পাতা স্নাত, তোমা হইতে এই বিশ্বব্ৰহ্মার জীবিত রাহিয়াছে। ফলের স্বাদু, পুষ্পের সুগন্ধ, সকলই তোমার পরিচয় প্রদান করে। তোমার শাসনে সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব পথে অবিপ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে। তুমিই শীত গ্রীষ্মাদির বারম্বার পরিবর্তন করিয়া এই জগতের শোভা সম্পাদন করিতেছ। যখন তুমিই সমস্ত স্রুতের মূল হইলে তখন আমরা তোমা বাতিরেকে আর কাহার উপাসনা করিব, কাহাকেই বা হৃদয় ধামে স্থান দান করিব, অতএব হে নাথ! অদ্য এই সমাজে বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া তত্ত্ব পূর্ব্বক তোমারি পদে প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৯ শক।

সাংসারিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

মানব জাতির উন্নতি সিদ্ধি ও সুখ বৃদ্ধির জন্য জগদীশ্বর যে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান। ধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য যে প্রকার উন্নতাবস্থায় উপনীত হইতে পারে এবং ধর্ম্ম দ্বারা সে যাদৃশ উৎকৃষ্ট সুখান্বাদন করিতে সমর্থ হয়, আর কোন পদার্থ দ্বারা ই সে রূপ সুখী হইতে পারে না। ধর্ম্ম

যে মানব জাতির মহত্বের প্রধান কারণ এবং ধর্মই যে মনুষ্যের সার-ধন, বোধ করি কোন ব্যক্তিরই তাহাতে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমরা যাহাকে সকলের সার বলিয়া স্বীকার করিতেছি, এবং সমস্ত বিষয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে যথাবিধি যত্ন করিতে রত হইতেছি না, ধর্মোপাস্তি সংসাধনের জন্য যে ঐক্য গুরুতর যত্ন করা আবশ্যিক, তাহা দূরে থাকুক আমরা সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য ষাটশ চেষ্টা করিয়া থাকি ধর্মোপাস্তি পক্ষে তদ্রূপও করি না। আমরা যদি প্রত্যেকে আপন আপন প্রাত্যহিক কার্যা পর্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে স্তম্ভিত দেখিতে পাই, যে আমরা দিবানিশি কেবল বিষয়-চেষ্টা, বিষয়-ভোগ ও বিষয়-রস চিন্তা করিয়াই কালক্ষেপ করি। কদাচিত্ একবার ধর্মতত্ত্ব মনেতে উদয় হইলেও তাহাতে গাঢ় রূপে চিন্তাভিনবেশ করিতে পারি না এবং কি রূপে যে আমরা নিগের ধর্মেতে অধিকার জন্মিবে তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় সত্য, যে বিনা যত্নে কোন বিষয়ই সিদ্ধ হয় না। বিশ্বপিতা পরমেশ্বর তাঁহার এই অক্ষয় ভাণ্ডার বসুন্ধরাকে অন্নজলাদি সমুদায় প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমরা এককালে নিশ্চেষ্ট হইলে যেমন এই পূর্ণ ভাণ্ডার পৃথিবী মধ্যে বাস করিয়াও অন্নজলাভাবে ক্ষুৎ পিপাসায় প্রাণত্যাগ করি, সেই রূপ ধর্ম বিষয়েও চেষ্টাশূন্য হইলে চিরদিন আমরা নিগকে ধর্ম রস-স্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হয়। গতক্রিয়া সমাধা না করিয়া কেবল অভিলাষ দ্বারা কোন স্থানান্তর প্রাপ্ত হওয়া যেমন অসম্ভব, ভূমিতে বীজ বপন করিয়া তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত না করিয়া তৎফল লাভের আশা করা যেমন অসম্ভব, বিহিত বিধানে সাধন না করিয়া ধর্ম ফলাকাজ্জ্বল্য করাও তদ্রূপ অসম্ভব। অতএব যিনি অপূর্ণধর্মতত্ত্ব রস পান করিয়া সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন এবং সম্যক রূপে মানব জন্মের সুখ-স্বাদনের অভিলাষ রাখেন, কায়মনোবাক্যে ধর্ম সাধন করিতে তাঁহার যত্নবান হওয়া উচিত।

যে করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমাদের জন্মস্থিতি ও সুখ সৌভাগ্য প্রভৃতি সমুদায় সম্পদের কারণ, যাহা হইতে আমরা জনক জননী ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয় সুস্থ প্রভৃতি ভক্তি প্রীতির পাত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যিনি কৃপা করিয়া এ সমুদায় বিশ্বকে আমাদের সুখের কারণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, বহু-তর লোকে তাঁহাতে প্রীতি করিতে অবহেলা করিয়া সামান্য বিষয় রসে মগ্ন থাকে এবং সামান্য বিষয় ভোগই তাহাদিগের মনকে সত্ত্বের আকৃষ্ট করে কিন্তু তজ্জন্য কদাপি একরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে, যে জগদীশ্বরের প্রেমামৃত পানাপেক্ষা জগতের আর কোন বস্তুই অধিক সুখ দায়ক এবং আর কোন বিষয়ই মনুষ্য মনে অধিক আত্মলাভ সঞ্চার করিতে পারে। যেমন শক্তি-হীন বদ্ধ পক্ষ বিহঙ্গ উচ্চতর তরুর ফলাস্বাদনে অনুধিকারী হইয়া ষৎসামান্য নীচস্থ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট থাকে এবং অধঃস্থায়ী সামান্য দ্রব্যের লালসায় বাস্ত থাকে, সেই রূপ লঘুচেতা ক্ষুদ্র দর্শী লোকে ঈশ্বরের প্রেমামৃত পানে অধিকারী না হইয়াই সামান্য বিষয় ভোগে তৃপ্ত থাকে এবং সর্বদা ক্ষুদ্র বিষয়েরই প্রার্থনা করে।" যে বিষয়াসক্ত পুরুষ সর্বদা বিষয় রসেই মগ্ন থাকিতে বাঞ্ছা করে সে যদি সাধন বলে একবার সেই পূর্ণানন্দ পুরুষের অনাস্বাদিত অপূর্ণ প্রীতি রসের আস্বাদ পায় তাহা হইলে কি আর সে কোন রূপেই তাহা বিস্মৃত হইতে পারে? তাহার মন অবশ্য সেই অনির্কলনীয় প্রেমামৃত পান করিতেই উদ্যত হয় এবং সে তজ্জন্য পৃথিবীর সকল সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হয়। যে ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা বিষয় রস ভোগ, বাক্য দ্বারা ও সেই রস চর্চ্চিতর্কণ এবং মনেতেও বিষয় রস চিন্তন ব্যতীত ক্ষণ কালের জন্যও অন্য কোন বিষয়ের অমুশীলন করে না, যে ব্যক্তি দিবানিশির মধ্যে একবার ভ্রমেও ঈশ্বরের তত্ত্ব রসের আলাপ করে না, তাঁহার মহিমা চিন্তন পূর্বক তাঁহাতে একবার মনোভিনিবেশ করে না এবং বাক্যেতেও একবার তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে না, সে ব্যক্তি কি প্রকারে অমুপম ঈশ্বর তত্ত্বের পরিচয় পাইবে এবং কিরূপেই তাহার তৎপ্রেমামৃত পানে প্রবৃত্তি হইবে। মনুষ্যের

এই রূপ প্রকৃতি যে, যে বিষয় সর্বদা অনুশীলন করা যায় তাহাই অধিক আয়ত্ত হয় এবং যাহা নিতা নিতা অভ্যাস করা হয় তাহাতেই বিশেষ অধিকার জন্মে ! আমরা বালক কাল হইতে যেরূপ বিষয় জ্ঞানের উপদেশ পাই, বিষয় লইয়া অনুশীলন করি এবং বিষয় রসের চিন্তা করি, যদি তদনুসারে জগদীশ্বরের অপূর্ণ তত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হই এবং তাঁহার তত্ত্বানুশীলন করা অভ্যাস করি, তাহা হইলে বিলক্ষণ দেখিতে পাই, যে তাঁহার সেই সুধাতুল্য অসামান্য প্রীতি রসের নিকট সামান্য বিষয় সম্পদ কিছুমাত্র বোধ হয় না, তাঁহার প্রেমায়ত পান জনিত অপূর্ণ সুখের নিকট বিষয় ভোগ জনিত সুখ, সুখ বলিয়াই গণ্য হয় না এবং তাঁহারসেই পূর্ণ স্বরূপের নিকট এজগৎ পদার্থ বলিয়াই অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এখনি প্রমাণ পাইবেন। তিনি প্রতিদিন যথা নিয়মে জগদীশ্বরের তত্ত্ব রস আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করুন, প্রত্যহ নিয়মিত রূপে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি দয়া প্রীতি প্রভৃতি অনির্বাচনীয় মহিমা সকল চিন্তা করিয়া তাঁহাতে চিত্ত সম্মিষ্ট করুন এবং প্রতিক্ষেণে হৃদয় ধামে সেই সর্বসাক্ষি সনাতন পুরুষকে বর্তমান রূপে প্রত্যক্ষ করুন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় স্থিত প্রেমধারা আপনা হইতে উথিত হইয়া সেই অনন্ত প্রীতির সগর জগদীশ্বরে প্রবাহিত হইবে এবং তাঁহার মন সেই অনুপম প্রেম রসের আশ্বাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাই ভোগ করিতে ব্যস্ত হইবে সংসারের সকল সুখই তাঁহার নিকট সামান্য এবং প্রতীয়মান হইবে এবং পার্থিব সকল সম্পদ তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হইয়া উঠিবে। তিনি উক্ত রূপে যত পরমার্থ রসের অনুশীলন করিবেন ততই তাঁহার মনে স্মৃতি স্মৃতি ইন্দ্রিয় সকল প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে, তিনি যেরূপ কখন দেখেন নাই তাহাই দেখিবেন, যে রস কখন আশ্বাদন করেন নাই, তাঁহারই আশ্বাদ প্রাপ্ত হইবে এবং যে সুখ কখন ভোগ করেন নাই সেই সুখ উপভোগ করিবেন। তিনি অন্তরে যেমন শত শত স্মৃতি বিষয় প্রত্যক্ষ

করিয়া নব স্রুতের আশ্বাদ পাইবেন, সেই রূপ বাহ্যতেও এ জগৎ তাঁহার নিকট স্রুতন রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্রুতন স্রুত প্রদান করিবে। তিনি দিবাকরের স্রুতন শোভা সন্দর্শন করিবেন, নক্ষত্র মণ্ডলের স্রুতন ভাব নিরীক্ষণ করিবেন, এবং নদী নির্ঝর বন উপবন গিরি গুহা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থকে নববেশে শোভিত দেখিবেন। তিনি কোকিলাদি সুরব বিহঙ্গ কুলের মধুর স্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্ব স্রুত আশ্বাদন করিবেন এবং স্রুগন্ধ কুসুম চয়ের সৌরভও তাহাকে স্রুতনানন্দ প্রদান করিবে। তিনি জনক জননী আত্মীয় স্রুতগণকেও অভিনব ভাবে অবলোকন করিবেন, এবং যাবতীয় মনুষ্য জাতির সহিত তাঁহার এক স্রুতন সম্বন্ধ নিবন্ধ হইবে, তিনি ইহ জন্মেই জন্মান্তর প্রাপ্ত হইবেন এবং ইহ লোকে বাস করিয়াই লোকান্তর বাসের স্রুত-আশ্বাদন করিবেন। কিন্তু এই প্রকার অলোক সামান্য স্রুত ভোগ নিতান্তই যত্ন সাপেক্ষ, বিনা যত্নে মনুষ্য কখনই এ প্রকার অপূর্ব স্রুত ভোগে অধিকারী হইতে পারে না। এই রূপ স্রুত ভোগ করিতে হইলে, যথা নিয়মে প্রেমময় পবিত্র পুরুষের পরিচয় পাওয়া নিতান্ত কর্তব্য এবং সর্বদা মনোমধ্যে তাঁহার অমুপম সৌন্দর্য্য ও অসামান্য মাধুর্য্য আলোচনা করা উচিত। পৃথিবী মধ্যে কত স্থানে কত প্রকার স্রুত পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কত স্থানে কত শত্ব সদাশূন্য-সম্পন্ন সাধু পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু যাবৎ ঐ সকল পদার্থাদি কাহারও প্রত্যক্ষ গোচর না হয়, তাবৎ কি কোন ব্যক্তিরই তাহাতে প্রীতি বা আদর জন্মে? যখন যে ব্যক্তি ঐ সদাশূন্য বা সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার করে, তখনই সে তাহাতে মগ্ন হইয়া যায়। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মনুষ্য যে পর্য্যন্ত জগদীশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারে তাবৎ কোন রূপেই তাঁহাতে প্রীতি করিতে সমর্থ হয় না, যে চিন্তে তাঁহার অমুপম তত্ত্ব প্রতিভাত না হয়, সে মন হইতে কি রূপে তাঁহার প্রতি প্রীতি উদ্ভিত হইবে।

পূর্ণ সভ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ লাভ করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে, উহা মনুষ্য সাত্ত্বেরই পক্ষে সম্ভব। যে ব্যক্তি যথাবিধি

সাধন করে, সেই তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। ইহা সত্য বটে, যে অনির্বচনীয় পরম পুরুষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কোন জড় পদার্থের স্রায় নহেন, কিন্তু ইহা বলিয়া তিনি যে কোন রূপেই আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ্য নহেন, এমন নহে, জড় পদার্থ ভিন্ন যে আর কোন প্রকার পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিতে পারা যায় না ইহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। মন দ্বারা তাঁহার অসীম জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অপার করুণার বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার অমূল্যম তত্ত্বে চিত্ত সমিষ্ট করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, এবং অনায়াসেই তাঁহার প্রীতি রসের আশ্বাদ গ্রহণ করিয়া মানব জন্মকে সফল করিতেও সমর্থ হয়, এ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মহিমা কলাপেই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং সমস্ত সংসার তাঁহারই প্রেমায়ত দ্বারা অভিষিক্ত রহিয়াছে, আমরা কেবল আলস্য করিয়া তাহা পান করিতে ক্রটি করি। তিনি আপন সম্মান গণকে তাঁহার প্রীতিরূপ অমূল্য সুখা বিতরণ করিবার জন্য উদ্দেশ্যেই আত্মন করিতেছেন, কিন্তু আমরা সেই “মহান নাদের প্রতি বধির হইয়া রহিয়াছি” আমরা যদি তাঁহার আভ্যন্তরিক সাক্ষর শব্দের প্রতি শ্রুতিপাত করিয়া তৎপথ অবলম্বন করি, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহার তত্ত্বরস পান করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ অমুভব করিতে পারি।

সুখ-নিধান জগদীশ্বরের অমৃত তত্ত্ব পান করিবার যে সকল পথ আছে, আমাদের এই ব্রাহ্ম-ধর্ম তাহার একটি প্রধান পথ। যাহাতে মনুষ্য জাতি চিত্ত ক্ষেত্র পবিত্র করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের প্রীতির বীজ বপন করিতে পারে এবং সেই বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিয়া তৎফলাশ্বাদনে অধিকারী হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহারা অমূল্যম পরমার্থ রস পান করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিতে ইচ্ছা করেন এবং সংসার মধ্যে জগদীশ্বরের প্রীতি রস প্রচার করিতে অভিলাষ রাখেন এবং নিত্য কল্যাণকর পরমার্থ তত্ত্বকে পৃথিবীর সকল সম্পদ অপেক্ষা গরিষ্ঠ জানেন। ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি সাধনে নিয়ত যত্ন-

বান্ হওয়া ও কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্ম-ধর্মে শ্রদ্ধা করা তাঁহাদিগের নিতান্ত উচিত। কেবল বাক্যেতে পরমার্থ তত্ত্বের প্রশংসা করিলেই কিছু ধর্ম্মাসুরাগ প্রকাশ পায় না এবং কেবল বাক্য দ্বারাও উহার ফল সিদ্ধি হয় না, যাহাকে আমরা সকলের সার এবং সকল হইতে মহৎ বলিয়া অঙ্গীকার করি, তাহাতে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা করা নিতান্ত উচিত এবং তাহার প্রতি সকল বিষয় অপেক্ষা অধিক যত্ন করা কর্তব্য। আমরা যদি উৎকৃষ্ট বিষয়ে অবহেলা করিয়া সর্বদা সামান্য বিষয়েতে রত থাকি, তাহা হইলে কি আমাদের কিছুমাত্র মহত্ত্ব থাকে? অতএব যে ধন আমাদের নিত্য কালের সংস্থান যে বিষয় আমাদের চিরদিনের অবলম্বন এবং যাহা আমাদের ইহ পর লোকের সুখের কারণ, সংসারের সমস্ত ধন অপেক্ষা তাহাই উপার্জন করা আমাদের উচিত, সেই বিষয় সম্বন্ধে সংস্থাপিত করা আমাদের কর্তব্য, এবং সেই সম্পদ সাধন করাই আমাদের বিধেয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৯ শক।

সাধ্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

• দ্বিতীয় বক্তৃতা।

আহা! অদ্য কি আনন্দের দিন! যে দিনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মাসাবধি মানস-রসনায় উৎসবরসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছি, যে দিনের সমাগম প্রত্যাশায় নিরন্তর উৎসাহ-কাননে বিচরণ করিয়াছি, আত্মলাভ সমীরণ সেবন করিয়াছি, সুবিমল সুখ-পুষ্পের ভ্রাণ লইয়াছি; সেই মহোৎসবের দিন অদ্য উপস্থিত। হে ব্রাহ্মগণ! হে ভাতৃবর্গ! আমাদের পরম আশা নিবন্ধন ব্রাহ্ম-সমাজ অদ্য অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া এক অভিনব বর্ষে প্রবেশ করিলেন। অতএব তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত দূর ক্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—যে উদ্দেশ্যে জন্ম হয় তাহার কি পর্য্যন্ত সিদ্ধি হইয়াছে, তাহার প্রতি লোকের

কি পর্য্যন্তই বা আত্মা জন্মিয়াছে ; সকলে এক মত হইয়া একবার সম্বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচন কর। যদিও দেখিতে পাও এ কাল পর্য্যন্ত মহতী আশা-চকুর অম্লরূপ ফল লাভ হয় নাই, তথাপি তোমাদিগের একেবারে ভগ্নোদ্যম বা ত্রিয়মাণ হওয়া কৰ্ত্তব্য নহে। কোন মহোচ্চ ভূধরের শিখরভাগে যেমন অল্প সময়ে অনায়াসে আরোহণ করা সাধ্য হয় না, অসীমবৎ প্রতীয়মান সমগ্র ভূমণ্ডল মধ্যে আশু পরিভ্রমণ করা যেমন সম্ভাবিত হয় না, অথবা কোন বিদ্রোহযুক্ত বিশৃঙ্খল রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও শৃঙ্খলা বঙ্গন করা যেমন কোন ক্রমেই অবিলম্বে সম্পন্ন হয় না, সেই রূপ তোমাদিগের অল্পপম অসামান্য সমাজের মহান উদ্দেশ্যও অচিরেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তোমাদের ভগ্নোদ্যম হইবারই বা বিষয় কি? তোমরা যে মহীয়সী ধর্ম পদবী অর্জনস্থল করিয়াছ, যে অনির্বচনীয় অথও চরাচর-ব্যাপী নির্বিকল্প কল্প তরুর আশ্রয় লইয়াছ, তাহাতে তোমাদিগের কল্পিন্ কালেও নিরাশ তাপে সম্ভাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। চাতকেরা যেমন ধরাতল পতিত জলপানে পরিতুষ্ট না হইয়া নীরদ দেয় নীর ধারার প্রতীক্ষা করতঃ অন্তরীক্ষ প্রতি প্রতিফল নিরীক্ষণ করে, অথবা যেমন সূক্ষ্মস্তর চির রোগাক্রান্ত, নিয়ত ঔষধ সেবন দ্বারা অতি মাত্র ব্যাকুলিত চিত্ত মানবেরা, রোগাবসানে বাসনামূরূপ আহার বিহার করিতে পারিবে মনে করিয়া প্রত্যাশাপন্ন থাকে, কিম্বা কোন সঙ্কীর্ণ, অগমতল, পঙ্কিল পথে পতিত হইলে পথিকেরা যেমন অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইয়া প্রশস্ত পরিশুদ্ধ মার্গে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মনের সাথে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিবে বলিয়া আশা করে, অথবা কোন দুর্ভিক্ষ-দেশবাসী ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহার্থে দারুণ কষ্ট ভোগ করতঃ, ভাগ্যক্রমে কখন বসুমতী অভিমত ফলশালিনী হইলে প্রচুর প্রমাণে ভোজ্যাদি দ্রব্য সকল শ্রান্ত হইবে বলিয়া যেমন আশ্বস্ত থাকে, সেই রূপ তোমরা সংসারের কুটিল-চক্রে পতিত থাকিয়া অশেষ আশ্রিত সঙ্কুল স্বজাতীয় জীব বর্গের বহুবিধ কুসংস্কার বিষে নিরন্তর জর্জরীভূত হইয়া দুর্বিষহ বিষম

যন্ত্রণা পুঞ্জ অহরহঃ সহ্য করিলেও কোন না কোন সময়ে সেই সর্ব্বতাপ-হারী কৃপাসিন্ধু পরম বন্ধুর সহবাস জনিত অল্পপম আনন্দ রসের আন্বাদন করিতে সমর্থ হইবার অবশ্যম্ভাবিনী আশা সাগরে যে সম্ভরণ করিতেছ, তাহাতে আর সংশয় কি ? পরম কারুণিক সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয় বিশ্বাধিপতি তোমাদিগকে যে গরীয়সী প্রকৃতি প্রদান করিয়া এই ধরা-রাজ্যের নিবাসী করিয়াছেন, তোমরা এই স্থির কল্যাণ ধারা-বর্ষুক সমাজে সম্বন্ধ হইয়া তাহারই অম্লরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। শত শত দুর্দ্বৈধ দুর্দ্বাশয় পামরেরা তোমাদিগকে এই শ্রেয়সী প্রবৃত্তি হইতে পরাজুখ করিবার নিমিত্ত কত যত্ন পাইয়াছে, কত কুহকজাল বিস্তার করিয়াছে, কত নিন্দা, কত বিক্রপ, কতই বা কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, বলা যায় না ; কিন্তু তোমরা প্রবল বাতাহত মূহীধরের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া তৎসমুদয়ে দৃকপাত মাত্রও কর নাই, বরং শত গুণ সাহস ও দৃঢ়তর অধাবনায় সহকারে সংকল্পিত কার্য্য সাধনে নিয়ত আগ্রহান্বিত ও যত্নবান্ রহিয়াছ। যাহারা নিভাস্ত অল্প প্রাণ ও দুর্ব্বল প্রকৃতি, তাহারা উত্তরকালে বিষয় ঘটবার আশঙ্কায় সাহস করিয়া কোন শুভকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না ; আর প্রবৃত্ত হইয়াও যাহারা বাঘাত দর্শনে নিরস্ত হয়, তাহাদিগকে মধ্যম প্রকৃতি বলিয়া গণ্য করা যায় ; কিন্তু যাহারা তোমাদিগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ব্যাহত হইয়াও অবিচলিত চিন্তে সমারদ্ধ কর্তব্য কর্ম্মের অমুষ্ঠান করেন, তাহারা উত্তম প্রকৃতি মনুষ্য, পরিগণিত হইয়া থাকেন। একাল পর্য্যন্ত তোমাদিগের অসীম উৎসাহের যথোপযুক্ত ফল দর্শে নাই বটে, কিন্তু এই শুভ সংকল্প ব্রাহ্ম-সমাজ নিবন্ধ হইবার পূর্বে তোমাদিগের জন্ম ভূমি যেরূপ বিরূপ অস্থায় ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বিস্তর বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই। তৎকালে যে সকল অমানবোচিত গর্হিত আচার ব্যবহারাদি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায়ের অপেক্ষাকৃত অনেক সংশোধন হইয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত যদিও ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিগুহ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিপরীত ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে বটে,

কিন্তু এ ক্ষণে তাহার পরিবর্তনের বিস্তর উপায় হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্বে এই অখিল বিশ্ব-রাজ্যের একমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-তঙ্গ কর্তা স্বর্কনিয়ন্ত্ পরম পুরুষের সত্তা ও স্বরূপ প্রায় অধিকাংশেরই বোধগম্য হইত না, সকলেই তুণ কাষ্ঠাদি বিরচিত মূর্ত্তি বিশেষকে জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা জ্ঞান করিত। কিন্তু এ ক্ষণে একমাত্র নিরবয়ব নির্দ্বিকার নিত্য পুরুষ বাতীত আর কেহ যে এই দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চের প্রভু হইতে পারে না, তাহা অনেকেই প্রতীতি হইয়াছে। পূর্কতন মানবগণের কল্পিত মানস-দর্পণে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেই পারিত না, কিন্তু ইদানী অনেকানেক মহাত্মা লোক অবিকলিত ব্রহ্ম স্বরূপের মনন ও অনুধানে অধিকারী হইয়াছেন। অধুনা অনেকানেক পুণ্য ক্ষেত্রে অমৃত-ফলপ্রদ ব্রাহ্ম-সমাজ বৃক্ষ যোপিত হইয়া উৎসাহ-বারিসেকে সম্বর্দ্ধিত ও বহুল বিমল স্নাতাশা কিশলয়ে বিভূষিত হইতেছে, বিষম বিষয় চিন্তা জনিত নিরতিশয় ঐশ্বর্যহারিণী ব্রহ্মানন্দ ছায়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইতেছে এবং কুসংস্কার রূপ বিষলতা সকল জ্ঞান মিহিরাতপে ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ভারত রাজ্যের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বঙ্গ ভূমি মধ্যে অদ্যাপি অসংখ্য কুপ্রথা সকল বিলক্ষণ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্কের মত আস্থা আর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাদের অবিরুদ্ধ কর্তৃত্ব হৃদয় ক্ষেত্রে কুসংস্কার রূপ কণ্টক বৃক্ষ অতিমাত্র বদ্ধমূল হইয়া আছে, যাহারা জীবনাবধি কুব্যবহারে তদ্রূপতচিত্তে প্রীতি বন্ধন করিয়া আনিয়াছে, কেবল তাহারাই জাস্তিজালে পতিত হইয়া তত্তৎ কুপ্রথাকে পরম পুরুষার্থ সাধক জ্ঞান করিয়া তাহাতে রত রহিয়াছে, নতুবা যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের উজ্জেক হইয়াছে, যাহারা মার্জিত বুদ্ধি সহকারে সদসদ্বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে, সত্য-ভানুর স্নবিমল আলোক দ্বারা যাহাদিগের হৃদয় ভূমি উত্তরোত্তর উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহারা আর কোন ক্রমেই অজ্ঞানের কার্য্যকে অজ্ঞাস্ত ধর্ম্ম মূলক বলিয়া বোধ করে না। এ ক্ষণে অনেকে বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ বিমল জ্ঞানগর্ভ অশেষ বিধ ঐশ্বাদি

পাঠ দ্বারা চিত্তের মালিন্য পরিহার পূর্বক অবিকল্পিত প্রকৃত ধর্মের মর্মাববোধে সমর্থ হইয়াছেন এবং একমাত্র চৈতন্যময় পরব্রহ্ম স্বরূপে স্বয়ং বিশ্বাস করিয়া অন্য ব্যক্তিদ্বিগকেও তাহা-তেই দীক্ষিত করিতে যত্ন পাইতেছেন।

এই সমস্ত ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে অভিনব বিবেকাস্ত্রধারে বঙ্গদেশীয় অশেষ কুসংস্কার পাশের যে উত্তরোত্তর ছেদন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিমল বুদ্ধি সচ্চরিত্র লোক সকলের সত্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণে যেমন অভিরতি হইতেছে, সেই রূপ উহার আমূলসঙ্গিক ফল স্বরূপ স্বদেশের বিগর্হিত আচার পদ্ধতির পরিশোধন দ্বারা সামাজিক উৎকর্ষবিধানও যত্নাধিক্য হইতেছে। উৎখানশীল ধর্ম-মহিরের বিমল জ্যোতিঃ যত বিকীর্ণ হইতেছে, ততই ভ্রম-জ্ঞকার তিরোহিত হইয়া সদাচার মার্গের প্রকাশ হইতেছে। এ ক্ষণে যে কোন মতিমান ব্যক্তি পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্মের কিছুমাত্র মর্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি প্রবঞ্চনাকে অবশ্যই অবমাননা করেন; বিশুদ্ধ সত্য ব্রতাবলম্বনে তাঁহার অবশ্যই বাসনা হইয়াছে; ছদ্মবেশের উপরে তাঁহার অবশ্যই বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, এবং সাধ্যামুসারে পরমার্থ সাধন করা যে মম্মম্বোর সর্ব্বথা কর্তব্য ইহা তাঁহার অবশ্যই বোধগম্য হইয়াছে। এই রূপে সাংসারিক সদ্ভাবহার প্রতিরোধী কাপট্য অসারল্যাঙ্গি জঘন্য ভাব সমুদয়ের তিরোভাব হইলে লোকের কল্যাণ বুদ্ধি ব্যতীত যে কোন মতেই অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা নাই, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্বে জ্বীগণের সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকায় দেশে যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট প্রবাহ প্রবল ছিল, তাহা কাহারো অবিদিত নাই, কিন্তু এ ক্ষণে অমুমরণ দূরে থাকুক বিধবা রমণী গণের পুনঃ পরিণয় হইবারও উপায় হইয়াছে। ন্যায়ামুগত বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে এবং বিধবা গর্ভজাত পুত্র কন্যা গণের পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হইবার প্রতিপোষক রাজ্য নিয়ম নিবদ্ধ হইয়া তাহার পথ বিলক্ষণ পরিষ্কৃত করিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে সমুদায় দেশ মধ্যে এই উদ্ধাহ-তত্ত্ব-শোধননী রুচির প্রথাটি প্রচ-

রূপ হইলে ব্যভিচার জ্ঞান হত্যাাদি ভয়ঙ্কর অনিষ্টরাশি বিনষ্ট হইয়া জন সমাজের যে কত দূর মঙ্গলোন্নতি সম্ভাবিত হইতে পারিবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ।

অন্যান্য বিষয়ক উন্নতির কথা আর কি উল্লেখ করিব, আমাদিগের গোড়ীয় ভাষা বিষয়ে একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখ । পূর্বে যবনাদি ভাষা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বাঙ্গলা ভাষার যে কি পর্য্যন্ত দুর্বলতা ছিল, তাহা সকলেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন । নানা ভাষায় বিকৃত হওয়ায় উহার এতাদৃশ রূপান্তর হইয়াছিল, যে উহাকে না পারসী না হিন্দী না বাঙ্গালা ; কিছুই বলা যাইত না । একাল পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুভাষার ভূমী স্ত্রীবুদ্ধি ও উচিতমত প্রচার না হওয়ায় উক্ত রূপ বিচিত্র ভাষাই অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রাজকীয় কার্য্য সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার আবশ্যক করে, তাহা প্রায়ই ঐ রূপ ভাষায় লিখিত হয় । যাহা 'হউক এ ক্ষণে গোড়ীয় স্কুললিত ভাষার দিন দিন যাদৃশ উন্নতি হইতেছে, এবং গণিত সাহিত্যাদি বিবিধ বিদ্যা সংক্রান্ত যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ উহাতে অমুদিত ও রচিত হইতেছে, তাহাতে অস্বদেশীয় জনগণের অচিরেই জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইবে, সন্দেহ নাই । এই সমস্ত ব্যাপারই ব্রাহ্মধর্ম্মের অমুদিত ও অঙ্গভূত । এ সমুদায় সম্পন্ন হইলে বঙ্গভূমি যে কি অনির্বচনীয় মধুর ভাবে বিভূষিত হইবে, বলিতে পারি না । হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ! কত কালে আমাদিগের উক্ত মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, তুমিই জ্ঞান । হে ব্রাহ্মগণ ! এই সকল বিষয় পর্যালোচন পূর্ব্বক একবার অমুধাবন করিয়া দেখ, আমাদিগের মহতী আশার উত্তরোত্তর কত প্রকার আশ্বাসই উপস্থিত হইতেছে । এই সকল আশাস্বল অবলম্বন করিয়া আমরা যেরূপ অল্পম আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকি, অদ্যই তাহা সবিস্তর প্রকাশ করিবার উপযুক্ত দিন । আমরা সাধ্যমতে সকলে এই রজনীতে এই সমাজ মন্দিরে সমবেত হইয়া এই রূপ আনন্দই চিরকাল ব্যক্ত করিতে থাকিব, কিন্তু অহিলাদ প্রকাশের

সঙ্গে সঙ্গেই আমরাদিকে বিষাদাক্রম মোক্ষণ করিতে হইবে। যে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের প্রসাদে আমরাদিগের উক্ত রূপ আনন্দ লাভে অধিকার হইয়াছে, যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে ও উৎসাহ প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ ভারত রাজ্যের যুগান্তর উপস্থিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, যিনি এই ব্রাহ্ম-সমাজ রূপ মহা বৃক্ষের রোপণ কর্তা, তিনি যে আমরাদিগের আশামুরূপ দীর্ঘজীবী হইয়া ইহার উপযুক্ত ফল দর্শন করিতে পারেন নাই, ইহাই আমাদের অত্যন্ত বিষাদের স্থল। তাঁহার অমুষ্ঠিত কল্যাণকর কার্য সমূহ দ্বারা জন সমাজের যে রূপ উন্নতি হইতে পারিবে ও একান্ত দুর্দশাপন্ন বঙ্গ দেশের বাদৃশ পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি জ্ঞানেন্দ্র দ্বারা তাহা অগ্রেই অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়া যে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু আর কিছু কাল জীবিত থাকিয়া বাহ্য নয়নে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে যে কতদূর পরিতুষ্ট হইতেন, তাহা বর্ণনাভীত। তিনি করাল কালকবলে অকালে পতিত না হইয়া যদি একাল পর্যন্ত সংসারধামে বিষাজমান থাকিতেন, তাহা, হইলে, এ ক্ষণে আমরাদিগের সামাজিক উৎকর্ষের যে কিছু চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহার বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারিত, তাহার সন্দেহ নাই। জননি বঙ্গ ভূমি! তুমি লক্ষ লক্ষ প্রেমাম্পদ পুত্র বিয়োগেও বাদৃশ শোক তাপ প্রাপ্ত হও নাই, তাহা এক রাম-মোহন রায় রূপ পুত্রের বিচ্ছেদে বিলক্ষণ অভূতব করিয়াছ। হা ধর্ম! তুমি রামমোহন রায় মরণে মথার্থ বান্ধব বিহীন হইয়াছ!

রামমোহন রায় অসামান্য ধীশক্তি প্রভাবে অপার শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্মের বীজ স্বরূপ এই যে অমূল্য রত্নের উদ্ধার করিয়াছেন,

“ব্রহ্ম বাঁকসিদ্দমগ্রাসীৎ নান্যৎ কিঞ্চমাসীৎ তদ্দিদং সর্ব-
মসৃজৎ।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবা-
দ্বিতীয়ং।

সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তৃ সর্বাশ্রয় সর্ববিৎ সর্বশক্তিসং ধ্বং
পূৰ্ণমপ্রতিমগিতি।

একস্ম তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি ।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্ম প্রিয়কার্যাসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ।”*

কস্মিন্ কালেও ইহার আর প্রতাহীন হইবার সম্ভাবনা নাই।
পৃথিবী মধ্যে যে পর্য্যন্ত সত্যের সমাদর থাকিবে, যে পর্য্যন্ত মনু-
ষ্যের হৃদয় সিংহাসনে বিবেক-রাজের অধিষ্ঠান থাকিবে, যে
পর্য্যন্ত অনন্ত বিশ্বরাজ্যের বিলয় দশা উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত
ঐহা মানব প্রকৃতিকে অবশ্যই বিভূষিত করিবে, সন্দেহ নাই।
এক রাত্রিতে এই অল্পপম পরিশুদ্ধ ধর্ম বীজের সবিশেষ মর্ম্ম
প্রকাশ করা কদাচ সম্ভাবিত নহে ; তবে শ্রোতৃগণের কুতুহল
নিবারণার্থে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য নির্দেশ করা বিধেয় বিবেচনায়
কিঞ্চিৎ বিবরণ করা যাইতেছে। এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎ-
পত্তি হইবার পূর্বে একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর
কিছুই ছিল না, তাঁহারই অনির্কচনীয় ঐশীশক্তি প্রভাবে সন্মু-
দায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি যে কোন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া-
ছেন, সকলই বিনশ্বর, কিন্তু তাঁহার আর কোন কালেই ধ্বংস
হইবার প্রসক্তি নাই ; তিনি কূটস্থ নিত্য, তিনি যেমন কালের
ব্যাপ্য নহেন তেমনি দেশেরও ব্যাপ্য হইতে পারেন না, তিনি
সকলেরই ব্যাপক, সকলেরই নিয়ন্তা, সকলেরই আশ্রয়, তাঁহার
মহিমারও সীমা নাই, জ্ঞানেরও ইয়ন্তা নাই, নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণই
তাঁহার সকল কার্যের উদ্দেশ্য এবং অখিল চরাচর মধ্যে যে কিছু
কার্য্য নিরীহ হইতেছে, সকলই তাঁহার জ্ঞানগম্য, তিনি জ্ঞান
স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, ও সত্যত্ব, তিনি অবয়ব শূন্য,
একমাত্র চৈতন্য বর্জিত, তাঁহার ঐদৃশ নিরীকল্প স্বরূপের কিছুমাত্র
পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা নাই, তিনি পূর্ণ স্বরূপ, উপমা রহিত।

* এ চারিটি বীজ রামমোহন রায়ের উত্তর কালে রচিত
হয় ; ভ্রম বশতঃ রামমোহন রায়ের উক্ত বলিয়া উল্লিখিত
হইয়াছে ।

কি ইহকালে কি পরকালে যে কোন বিষয় আমাদিগের প্রকৃত মঙ্গলের হেতু বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, একমাত্র তাঁহারই উপাসনা তাহার নিদান। তাঁহার উপাসনাও কোন প্রকার কষ্ট সাধ্য নহে; তাঁহার প্রতি একান্ত নিশ্চল প্রীতি এবং যে কার্য্য তাঁহার অভিপ্রেত ও প্রিয় বলিয়া নিশ্চিত হয়, তাহা সম্পন্ন করাই তাঁহার উপাসনা। এতাদৃশ অনায়াস সাধ্য পরিশুদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব যে উদার চরিত মহাপুরুষ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাঁহার আন্তরিক প্রযত্নে আমাদিগের সর্ব প্রকার দুঃখবস্থা শোধনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাঁহাকে কি আমরা কোন কালেও বিন্মৃত হইতে পারিব? তাঁহার মৃত্যু জন্য বিলাপ করিতে ও তাঁহার অশেষ গুণ সমূহের কীর্ত্তন করিতে কি আমরা কখনও নিরন্ত হইতে পারিব? কদাচ নহে। তাঁহার নিকটে আমাদিগকে যাবজ্জীবন অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা পাশে অবশ্যই আবদ্ধ থাকিতে হইবে। কালক্রমে আমরা স্বজাতীয় বিবিধ কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া চির সঞ্জাত কলঙ্ক সকল নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইলে, ও সভ্যতার উচ্চ নীমায় আরোহণ করিয়া মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিতে পারিলেও, কোন অনিদ্দেশ্য সূখের অবস্থায় অবস্থিত হইলেও, রামমোহন রায়ই যে এসমুদায়ের মূলীভূত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার মরণোত্তর কালে এই ব্রাহ্মসমাজ নিরাশনীরে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে দেব প্রতিম যে মহোদয় ব্যক্তি, আপন অকপট সত্য-প্রিয়তা গুণে হহার হস্তাবলম্বন হইয়াছিলেন, যিনি অনীম উৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক ইহার ঐবুদ্ধি সাধনে সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনিও আমাদিগের মৃত্যু পথ হইতে কদাপি অন্তর্হিত হইতে পারিবেন না। তাঁহার নিকটেও আমরা কোন কালে কৃতজ্ঞতা ঋণে মুক্ত হইতে পারিব না। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কীর্ত্তি কলাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও অল্পপম গুণ সমস্ত কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

হে পরমাত্মন! হে বিশ্বপতে! তোমার কি অনিস্কর্ষচরিত্র মহিমা, কি বিচিত্র করুণা! কি ধরাতল কি নভোমণ্ডল সর্ব্বত্রই তোমার মহিমারাগ সমস্ত রঞ্জিত রহিয়াছে; সর্ব্বত্রই তোমার অনন্ত করু-

ণার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমরা যে দিকে নেত্রপাত করি কেবল তোমার অপার মহিমারই নিদর্শন নিরীক্ষণ করি, যে দিকে কর্ণ পাণ্ড করি কেবল তোমারই গুণ গান শ্রবণ করিতে থাকি, যে কোন তক্ষণীয় পদার্থ রসনা সংযুক্ত করি, কেবল তোমারই করুণা রসের আশ্বাসন পাই। কি ক্ষামল দূর্বাদল, কি মহোন্নত মহীধর, কি সামান্য দীপ শিখা, কি গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপুঞ্জ, সকলই কেবল তোমার অনন্ত শক্তির নিদর্শন। তুমি উদার কারুণ্য গুণে আমাদিগের প্রার্থনা করিবার কিছুই অপেক্ষা রাখ নাই, প্রার্থ্যিতব্য বিষয় সকল অগ্রেই প্রদান করিয়াছ। তবে এই একমাত্র প্রার্থনা, কুমতির পরাগর্শে তোমাকে প্রীতি করিতে যেন কখনই আমাদিগের বিরতি না হয় এবং সংসার মধ্যে কোন কার্য্যটি তোমার প্রিয়, কোনটি বা অপ্রিয়, তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া আমরা যাবৎজীবন যেন মনুষ্যের সমুচিত সাধুপথে সঞ্চরণ করতঃ কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৯ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

তৃতীয় বক্তৃতা ।

হে বিশ্বপিতা বিশ্বেশ্বর ! তুমিই সমস্ত বিশ্বের-সৃষ্টি-স্থিতি ভঙ্গের মূল কারণ। যখন ভক্তজনের মানস-মন্দিরে তোমার জ্ঞান-প্রভা উদয় হয়, তখন এই পরিদৃশ্যমান ভুলোক ও সমস্ত ভুলোকের চিত্তচমৎকারিণী পরম রমণীয় শোভা কতই আনন্দের কারণ হয়। হে নাথ ! তোমার জ্ঞান অভাবে এ সমস্তই বার্থ ও মহান্. অনর্থের. হেতু হয়। হে স্বদেশীয় বাস্তুব গণ ! তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য করিও। তাঁহাতে প্রীতি ভক্তি সমর্পণ কর, আর মনুষ্যের কুটিল উপদেশ পথের পথিক হইও না। সংসারানল-সমুপ পুরুষ সেই অমৃতময়ের গুণ বর্ণনা ও গুণালোচনা করিয়া যেমন পরিতুষ্ট হইবেন, এমন আর কিছুতেই হইবে না।

সকল সুখাকর জ্ঞানেন্দ্রিয় লাভ করিয়া—চূর্ণত মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সেই সর্ব-সুখদাতার প্রেমে মগ্ন না হয়, সে কি মনুষ্য ?

যেমন পিতার জীবন পুত্রদিগের সুখের নিমিত্ত, যেমন দয়াবানের জীবন অমাখের জন্য, সেই প্রকার ঈশ্বরের সম্ভাব কেবল জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত। মনুষ্য পৃথিবীতে সহস্র সহস্র পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সে প্রকার সুখ লাভ করিতে পারেন না, যাহা তাঁহার প্রেমের প্রেমিক ব্যক্তি লাভ করিয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে তাঁহার নিয়মানুগত হইয়া চলিবেন, তৎপরিমাণে তিনি সুখী হইবেন। তিনিই পুরাতন, তিনিই প্রজাদিগের মুক্তিদান জন্য মুক্ত হস্ত, সকলে মিলিয়া তাঁহারই পদে শ্রিণিপাত কর। যাহারা তাঁহা ব্যতীত অনাকে উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের জাতির আর অন্ত নাই “নেদং যদিদমুপাসতে” লোকে যাহা উপাসনা করে তাহা ঈশ্বর নয়। সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত এই বিচিত্র ভয়োদ্ভাবক সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর পথ নাই “নাশ্র্যঃ পস্থা বিদাভেহয়নায়” মুক্তির জন্ত অশ্রয় আর উপায় নাই। তাঁহার স্মরণ প্রবণ কীর্তন করিলে আত্মা পবিত্র হয়, তাঁহাকে প্রীতি করিলে এবং তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিলে ভ্রম পথের পথিক হইতে হয় না। আমরাদিগের দেহ দ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় বা বাক্য দ্বারা যাহা উচ্চারিত হয় অথবা মন দ্বারা যাহা আন্দোলিত হয়, উহা আত্ম প্রসাদের অবিরোধী হইলে আমরা সহজেই জ্ঞাত হইতে পারি যে ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতেছি, নতুবা তর্ক দ্বারা উহা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। এই জগতের অধিকাংশ লোকেই ইতস্ততঃ রূপা ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম পদবীতে পদার্পণ করিতেছেন, যিনি সকল শ্রণয়ের আশ্রমের প্রতি—সকলের কারণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করিয়া যথাসাধ্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছেন। তিনিই ধন্য, তিনিই যথার্থ পুণ্যবান। একরূপ মহাত্মা যদি সমস্ত ভূমণ্ডল নিজায়ত্ত করিতে পারেন, তথাপি তিনি ধর্ম্মপদবী হইতে এক পদও

বিচলিত হয়েন না, তাঁহার সমস্ত হৃদয় সেই মহামহেশ্বরের জ্ঞান বারি পাইয়া একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছে। যিনি সুধাময় পূর্ণচন্দ্রের স্ত্যাপ নাশিনী অমৃতময়ী চন্দ্রিকা পাইয়া আত্মাকে শীতল করিতেছেন, তিনি কি ইচ্ছা পূর্বক অগ্নির প্রথর তাপে দগ্ধ হইতে বাসনা করেন? এখানে যাহা মনোহর জ্ঞান হয় ও যাহাতে প্রণয় স্থাপন করা যায় সে সমস্তই অচিরস্থায়ী। পূর্বে যে সকল শ্যামবর্ণ নিবিড় কানন ফল পুষ্প উৎপাদন করিয়া ধরণীর উপকার ও শোভা সাধন করিয়াছিল এই শীতের প্রাদুর্ভাব উহা নষ্ট প্রায় হইয়াছে, সকলের আনন্দ বর্দ্ধক বসন্ত ঋতুর সমাগমে যে সকল বিহঙ্গ দলের স্তমধুর ধ্বনিতে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাহাও কিঞ্চিৎ কালের জন্য। বর্ষা কালীন যে সকল স্রোতোবাহা নদী স্থায়ী আনন্দ লহরী লীলা বিস্তার করিয়া মনুষ্যের মনঃচক্ষু পরিভূষিত করিয়াছে তাহাই বা কোথায়, আর যে সকল প্রশস্ত ক্ষেত্র শ্যামবর্ণ নবীন দুর্বাদলে শোভিত ছিল, তাহা আর দেখা যায় না। কি আশ্চর্য! স্বভাবের কতই পরিবর্তন! ইতি পূর্বে যাহা দেখিয়াছি, উহা আর নয়ন গোচর হয় না। এই শীত ঋতুর সমাগমে সকল বস্তুই শুষ্ক প্রায়, পৃথিবী যেন জরাজীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রূপ শত শত পরিবর্তন দেখিয়া অভ্যলোক মনে করিয়া থাকে যে পুনর্বার আর সে সুখের কারণ সকল উপস্থিত হইবেক না, কিন্তু উহা বাস্তবিক নয়, আবার সেই সৌভাগ্য বসন্ত আসিয়া সকলকে সুখী করিবে। “চক্রবৎ পরিবর্তন্তে ছুঃখানি চ সুখানি চ।”

মনুষ্যের জীবনও ঐ নিয়মের অধীন, তিনিও কখন ছুঃখী কখন সুখী, কখন ধনী কখন নিধন; কিন্তু এই পৃথিবীতেই যাহাদিগের আশা বদ্ধ আছে তাঁহাদিগের মত হতভাগ্য আর কে আছে; যখন তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিবেন, তখন কত শোচনা ও কত ছুঃখ করিবেন। তিনি বিবেচনা করিবেন, যে আমি যে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি, তাহা এই পর্য্যন্ত, আমি যে ধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছি, উহার শেষ হইল, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, ধন, সৌভাগ্য সকল হইতে এক কালে বঞ্চিত হইলাম, আমার

আত্মা একেবারে ধূলিসাৎ হইল, এইরূপ তিনি কতই খেদ করিবেন। যিনি নায়বান্ ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে বিশ্বাস রাখেন, তিনি মৃত্যু সময়ে নূতন নূতন আনন্দ লাভের প্রত্যাশায় মহা আনন্দিত হয়েন, কারণ তিনি জানেন পৃথিবীর তাবৎ বস্তুই পরিবর্তনের দুর্জয় নিয়মের অধীন, অতএব তাঁহার আত্মার পরিবর্তন মাত্র হইল, ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইবার বিষয় কি? আর তিনি ইহাও জ্ঞাত আছেন যে পিপাসা থাকিলে জল থাকা যেমন সম্ভব, ক্ষুধা থাকিলে অন্ন থাকা যেমন সম্ভব, সেইরূপ সমস্ত জীবের উন্নতি হইবার যখন বাসনা আছে, আর সে বাসনা যখন এখানে পূর্ণ হয় না, তখন তাঁহার সে বাসনা অবশ্যই এককালে পূর্ণ হইবেক। পিতা কি উপযুক্ত পুত্রকে সমস্ত ধনের অধিকারী না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন? আমাদিগের পরম পিতা সর্বদাই আমাদিগকে করুণা বিতরণ করিতেছেন, তাচ্ছল্য না করিলেই আমরা উহা লাভ করিতে সমর্থ হই। সেই পাপাবিক্ত জগদ্বিধাতা আমাদিগের এমত এক সময় উপস্থিত করিবেন, যে সময় আমাদিগের জ্ঞান তৃষ্ণা শাস্তি পাইবেক, ধর্ম তৃষ্ণা পরিভূক্ত হইবেক, যে সময় আমাদিগের রোগ শোক ছঃখ তাপ পলায়িত হইবেক, যে সময়ে অখণ্ড শাস্ত্র পূর্ণ স্মৃতি, যে সময়ে যোগানন্দের উৎস—প্রেমানন্দের উৎস ক্রমাগত উৎসারিত হইতে থাকিবে।

হে জগৎ বিধাতঃ! আমি তোমার এক নিমিষের করুণা কি বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারি? তুমি আপাততঃ ছঃখ রাশি হইতে যে কত মঙ্গল বিধান করিতেছ, তাহাই বা কে বলিতে পারে। বিজ্ঞানই তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারে। যেখানে অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারকে অমঙ্গল পরিপূর্ণ বোধ করেন, সেখানে জ্ঞান চক্ষুঃ অমৃতময় মঙ্গলময় ফল প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। মহানিষ্ঠকর ভীষণ ভূমিকম্প, মহানর্থকর শস্ত্র-হর জল প্লাবন, মহা প্রলয়কারী প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, আগ্নেয় গিরির মহানিষ্ঠ সাধক দ্রবীভূত ধাতু প্রবাহ, প্রচণ্ড দাবানল, পর্বতোপরি অসঙ্গত শীতল তুষার বৃষ্টি ও অসহ্য প্রচণ্ড সূর্য্য

কিরণ, এই আপাত পরিতাপী স্বভাব কার্য্য হইতে কত মঙ্গলই উৎপন্ন হইতেছে। ভীষণ ভূমি কম্পে ভূগি পরিষ্কৃত হয়, জল প্লাবনে নদী শ্রোতস্বতীও দোষ শূন্য হয়, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বায়ু পরিশুদ্ধ হয়, আগ্নেয় গিরি হইতে মহানিষ্কৃত ধাতু রাশি নিঃসৃত হইয়া পর্ব্বত সমূহ উৎপন্ন করে, দাবানল হইতে অগ্নি সমূহ সমুৎপাদিত হইয়া বায়ু ও স্থিতিকাকে দোষ শূন্য করে, তুষার বৃষ্টি পর্ব্বতোপরি ক্রমাগত পতিত হইয়া নদী সমূহ উৎপন্ন করে, এবং উহার জল একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় না, এবং প্রথর সূর্য্য কিরণে দেশ বিশেষে প্রচুর রূপে ফল শস্তাদি উৎপন্ন হইয়া লোকের উপকার সাধন করে। হে মানব! এই সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল কখনই তোমার বুদ্ধিগম্য নহে। তুমি যাহাতে কেবল বিশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ কর তাহার সমুদয়ই সুশৃঙ্খল, তুমি যাহাতে নিয়মের লেশমাত্রও দর্শন করিতে অসমর্থ, তাহা নিয়ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। তুমি যে কারণে তোমার অষ্টার প্রতি দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে তাঁহার অল্পম করুণাই প্রকাশ পায়। তুমি যাহাকে অমঙ্গলের কারণ জ্ঞান কর, তাহা সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধান করে! হে ব্রাহ্মগণ! আমরা দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে অসামান্য দুঃসহ ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা কত দূর সম্পন্ন করিয়াছি? আমাদিগের প্রযত্নে কি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ অমৃতময় তরু পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়াছে। আমরা উৎসাহের সহিত কি ধর্ম্ম যুদ্ধে পাপিণিশাটীকে পরাজয় করিয়া এবং কুসংস্কার পাশ ছেদন করিয়া আমাদিগের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক করিয়াছি। আমরা মাতৃ অপেক্ষা গুরুতর জন্ম ভূমি হইতে কি কুসংস্কার রূপ কটকময়ী লতা সমূলে উন্মূলিত করিয়াছি। ভ্রাতৃ স্বরূপ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের হৃদয় কুটীর হইতে অজ্ঞান তিমির মোচন করিতে কত দূর সমর্থ হইয়াছি। যদিও এক্ষণকার সুশিক্ষিত ব্যক্তি বৃন্দের কুসংস্কার ক্রমে অপনীত হইতেছে, তথাপি যে অবস্থার প্রতি তাঁহাদিগের লক্ষ তথায় উপনীত হইতে অনন্ত কালের আবশ্যক। হে করুণানিধান বিশ্ব-বিধাতা! কত দিনে এদেশীয় লোকের অজ্ঞান তিমির মোচন

করিবে? কত দিনে ইহারা তোমার অভিপ্রেত সুখ সৌভাগ্য লাভ করিবে? তুমিই সকলের মূল কারণ, অতএব সকলে ঐক্য হইয়া ভক্তি পূর্বক তোমাকে প্রণাম করিতেছি এবং অতি বিনীত ভাবে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৯ শক।

শাষ্টিসংসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

চতুর্থ বক্তৃতা।

অদ্য আমাদিগের অষ্টাবিংশ শাষ্টিসংসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ, অদ্য কি সৌভাগ্যের দিবস। হে সর্কান্তর্য়ামী পরমেশ্বর! অদ্য তোমার মঙ্গল-ময় মূর্তি আমাদিগের সকলের অন্তঃকরণকে আনন্দে পরিপূর্ণ করিতেছে, এবং সষ্টিসংসরের মধ্যে যখন যে কিছু তোমার অভিপ্রায়ানুগত কর্ম করিয়াছি, তাহার শেষ পুরস্কার যে তোমার সাক্ষাৎলাভ, তাহার নিমিত্তে আমাদিগের সকলের মন উৎসুক হইতেছে। সষ্টিসংসর কাল সূর্য্য যে একাদিক্রমে আকাশমাগ্নে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে, চন্দ্রমা যে উদয় হইয়া মধ্যে মধ্যে জগৎকে পুলকে পূর্ণ করিয়াছে, নদী নির্ঝর যে ক্রান্ত ও মন্দবেগে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চার করিয়াছে এবং পৃথিবীকে ভূষিত ও পবিত্রিত করিয়াছে, প্রাণিগণ যে অজস্র-কাল নানাবিধ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আর অধিক কি কহিব, এই অপরিমেয় জগতের অন্তর্গত সমস্ত বস্তু যে স্ব স্ব নির্দিষ্ট নিয়ম হইতে অদ্যাপি এক পরমাণু ও পরিচ্যুত হয় নাই, এ সকল তোমাভিন্ন আর কাহার ইচ্ছার প্রভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পৃথিবী যদিও ধ্বংস হয়, সূর্য্য চন্দ্র যদিও অদৃশ্য হয়, নক্ষত্র সকল যদিও নির্ঝর্ণ হয়, তথাপি তোমার অভিপ্রায় অনাদি কাল পর্য্যন্ত অটল ভাবে অবস্থিতি করিবে। ইহা কি তোমার অভিপ্রায় নহে, যে যেমন সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি তোমার অখণ্ডনীয় আজ্ঞার অনুবর্তী হইয়া অগ্রশ্রমে তোমার কার্য সাধন করিতেছে সেই রূপ আম-

রাও তোমার প্রদর্শিত পথে চিরদিন বদ্ধ থাকিয়া অকুতোভয়ে লোক যাত্রা নির্বাহ করি। ইহা কি তোমার অভিপ্রায় নহে, যে এই লোকাকীর্ণ সমাজ-মন্দিরে আমরা যে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত আছি, সকলেই একান্তঃকরণ হইয়া তোমার অধিষ্ঠান উদ্দেশে স্ব স্ব অন্তঃকরণের কবচট যুগপৎ প্রসারিত করি এবং তোমার অর্চনায় নিযুক্ত থাকিয়া সংসার ভরঞ্জের কোলাহল দূরীকৃত করি। তোমাকে বলিতে হয় না, যে আমরা বাহা একান্ত মনে ব্যক্ত করিতেছি, তাহাতে মুহূর্ত্তেক প্রণিধান কর। কারণ তুমি মহান্, তুমি সর্বব্যাপী, তুমি অন্তর্যামী। তোমার কি মঙ্গলময়ী প্রকৃতি, তুমি বায়ুকে প্রেরণ করিতেছ; আলোক প্রভা বিকীর্ণ করিতেছ, আমাদিগের মনকে উন্নত করিতেছ, এবং আমাদিগের মনে এ প্রকার প্রণয়াক্ষর নিবেশ করিতেছ, যে তাহা প্রস্ফুটিত হইলে মনুষ্যো মনুষ্যো শত্রুতা থাকে না, সর্বত্র সুখের সঞ্চার হয়, এবং পৃথিবীতে ও স্বর্গেতে কিঞ্চিন্নাত্র বিভিন্নতা থাকে না। যদি কাহারো মনে কুটিলতাব স্থান না পায়, যদি কাহারো উপর বিষদৃষ্টি না থাকে, যদি সকলে একা হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অপেক্ষা সুখের স্থান আর কোথায় সম্ভব হয়। পৃথিবীর এ অবস্থা কে না আকাঙ্ক্ষা করে। যে ব্যক্তি প্রতি দিব্যভাগে সংসার পিশাচের সহিত দারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি প্রতি রজনীতে জগদীশ্বরের নিকট উক্ত অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার প্রার্থনা করেন। যে মহাত্মা ত্রায় পথে থাকিয়াও লোকের নিকট হইতে ক্রমাগত নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ভাবিপূর্ণ অবস্থা সর্বদা নয়নের পথে আবিস্কৃত রাখিয়া অলৌকিক ধৈর্য্য আলিঙ্গন পূর্বক পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনার সমস্ত জীবন সমর্পণ করেন। এই যে উন্নত এবং প্রথর আশার উৎস, হে জগদীশ্বর! তাহার তুমিই এক মাত্র প্রবর্ত্তনিতা; অতএব তোমার অচিন্তনীয় মঙ্গল স্বভাব, তোমার প্রগাঢ় প্রীতি, তোমার সর্বলোক পালনী শক্তি, এ সনস্কৃত উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া বলিতেছি, যে তুমি বঙ্গদেশীয় লোকের মন হইতে কপটতা উন্মূলন কর, সকলের

মধ্যে পরম্পর যাহাতে ঐক্য নিবদ্ধ হয়, তাহার বিধান কর, সকলের মনে ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি চেষ্টা উদ্দীপন কর এবং সকলের মনে মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত কর।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮০ শক।

সাংসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা।

যে সমস্ত সংকার্য্য সংসাধন দ্বারা মনুষ্য জাতি মহত্ত্বের আশ্রমে উপনীত হইতে পারে, স্বদেশের উপকার সাধন করা তন্মধ্যে প্রধান কার্য্য। যে ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে আপনার জন্ম ভূমির হিত সাধনে তৎপর না হয়, সে কোন প্রকারেই সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। যাহার সঙ্গীর্ণ মন স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া কেবল স্বীয় কর্ম্ম সাধনেই আবদ্ধ থাকে, সে কখনই উপযুক্ত রূপে গৌরবান্বিত হইতে সমর্থ হয় না এবং সে কোন কালে আপনার যথাসম্ভব কল্যাণ লাভ করিতেও পারে না। মনুষ্য যেমন বহুজন একত্রিত হইয়া সমাজ-বদ্ধ ব্যতিরেকে কোন রূপে একাকাশ বাস করিতে সক্ষম হয় না, সেই রূপ স্বদেশস্থ সহবাসী লোকের উন্নতি সাধন ব্যতিরেকেও আপন উন্নত হইতে পারে না। যেমন শরীরের মধ্যে কোন এক অঙ্গে পীড়া উৎপন্ন হইলে অন্য অঙ্গে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেই রূপ সমাজের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি মন্দ হইলেও অপরকে তাহার কল ভোগ করিতে হয়। স্বদেশস্থ সহবাসী লোকের হিত সাধন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া পরম করুণাবান পরমেশ্বর আমাদের তদুপযোগিনী কল্যাণ করী প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্বদেশের উপকার সাধনের সহিত এমনি আশ্চর্য্য সুখ সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন, যে মনুষ্য আপনা হইতেই তাহা সাধন করিতে

উদাত হয়। কত কত মহাত্মা যে কত প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া স্বদেশের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। স্বদেশের উপকার সিদ্ধির জন্ত কত কত পর্যাটক দেশ দেশান্তর ভ্রমণ পূর্বক জ্ঞান ও ধর্ম বিস্তার করিয়াছেন, কত বীর বীরত্ব প্রকাশ পূর্বক রণস্থলে প্রাণ দিয়াছেন, কত পণ্ডিত কত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া কত গুঢ় জ্ঞান আবিস্কৃত করিয়াছেন, কত শত ব্যক্তি সর্বস্বান্ত করিয়াও স্বদেশের কল্যাণ বর্দ্ধন করিয়াছেন। স্বদেশের হিতের জন্য কেহ ধন বিসর্জন দিয়াছেন, কেহ মান, যশঃ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ শরীরপাণ্ড করিয়াছেন, এবং কেহ প্রাণ পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিয়াছেন।

স্বদেশের হিত প্রকার হিত সাধন করা যাইতে পারে তন্মধ্যে ধর্মোন্নতি সংসাধন করাই তাহার যথার্থ হিত সাধন করা। যাহাতে স্বদেশীয় লোক বিশুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্য জন্মকে সকল করিতে পারে, যাহাতে স্বদেশস্থ লোক ঈশ্বর-প্রেম-পীযুষ পান করিয়া মানস রসনাকে সার্থক করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে দেশীয় লোকে ক্রমে ক্রমে আপনাদি নিত্য কল্যাণ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় এবং যাহাতে তাহার অল্পে অল্পে আপন পরম পিতা পরমেশ্বরের সহবাস লাভের উপযুক্ত হইতে পারে, তাহার উপযুক্ত উপায় সংস্থাপন করাই দেশের প্রকৃত কল্যাণ বর্দ্ধনের পথ প্রস্তুত করা। যে পর্য্যন্ত দেশীয় লোকের ধর্ম পরিশুদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন প্রকারেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সমুদ্ভূত হইতে পারে না। ধর্ম যে মনুষ্যের কি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয়, মনুষ্য ধর্মান্বিত হইলে যে কি পর্য্যন্ত গৌরবান্বিত হয় এবং সে ধর্ম বিহীন হইলে যে তাহার কতদূর পর্য্যন্ত অধঃপতন হইয়া থাকে, তাহার প্রতি একবার বিশেষ রূপে মনোযোগ করিয়া দেখিলেই অনায়াসে ধর্মোন্নতির আবশ্যকতা অল্পভূত হইতে পারে। ধর্ম মনুষ্যের ভূষণ স্বরূপ, এবং ধর্মই তাহার প্রাণতুল্য। যে ব্যক্তি স্নানির্মল ধর্ম ভূষণে বিভূষিত না হয়, সহস্র বাহ্য শোভায় তাহার কি সৌন্দর্য্য বুদ্ধি

করিতে পারে? এবং যাহার অন্তর মধ্যে ধর্মের অপরাজিত শক্তি নিরন্তর বিদ্যমান না থাকে, তাহার সহিত মৃত দেহেরই বা কি বিশেষ? ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে বিশুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে মানব জাতি কোন রূপেই মহত্ত্বের আশ্রমে অধিকৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ধর্ম যেমন সাধারণ রূপে সমস্ত মনুষ্যেরই নিত্য প্রয়োজন, এমন আর কিছুই নহে। কি রাজা, কি প্রজা; কি ধনী, কি দরিদ্র; কি অস্ত্র, কি প্রাজ্ঞ; কি বীর, কি ধীর; কি ইতর, কি ভদ্র; কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ; কি যুবা, কি বৃদ্ধ; কি স্ত্রী, কি পুরুষ; ধর্ম মনুষ্য মাত্রেই প্রয়োজনীয়। ধর্ম যেমন রাজার মস্তক ভূষণ সেই রূপ দরিদ্রের সন্তোষের কারণ; ধর্ম যেমন জ্ঞানির জ্ঞানকে উজ্জ্বল করে, সেই রূপ অজ্ঞানের মনকেও গুণাঙ্কিত করে; ধর্ম যেমন যুবাদিগের যৌবন তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী, সেই রূপ গতায়াত বৃদ্ধদিগের বৃদ্ধাবস্থার একমাত্র অবলম্বন; উহা যেমন পুরুষের পৌরুষের মূল, সেই রূপ স্ত্রীদিগের শ্রিয়তারও নিদানভূত—উহা সাধারণ রূপে সকল মনুষ্যেরই আবশ্যক। যে কোন প্রকার মনুষ্য হউক, ধর্ম বিহীন হইলে আর সে কোন প্রকারেই মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না এবং ধর্ম ব্যতিরেকে তাহার কিছুমাত্র শোভা থাকে না; ধর্মহীন ব্যক্তি সর্বদা সকল অবস্থাতে অশ্রদ্ধেয়। যেমন মৃত শরীরকে শতালঙ্কারে বিভূষিত করিলেও তাহার শোভা হয় না, সেই রূপ ধর্মবিহীন লোকের সহস্র গুণ থাকিলেও তাহা আদরণীয় হয় না। যদি স্বদেশীয় লোকের হৃদয় মন্দির বিশুদ্ধ ধর্ম জ্যোতিতে বিকীর্ণ না হইল, যদি স্বদেশীয় লোক সুনির্মল ধর্মালোক প্রাপ্ত হইয়া আপন চিরায়ত পরম পিতার অপ্রতিম মঙ্গল মূর্তি দর্শনে বর্জিত রহিল এবং যদি স্বদেশ মধ্যে ঈশ্বর প্রেমের অনিবারিত স্রোতও তপ্রোত হইয়া প্রবাহিত না হইল এবং যে ঈশ্বর প্রেম জগতের সার, যাহা মানব জাতির সর্বস্ব ধন এবং যাহা আমাদের জীবনের জীবন, স্বদেশীয় লোকে যদি সেই দেব-চূর্ণিত প্রেমামৃত পানেই বঞ্চিত রহিল তবে কেবল বাহ্য শোভা ও বাহ্যাদৃশ্য দ্বারা স্বদেশের কি উন্নতি

সিদ্ধি হইবে? যদি দেশীয় লোকের হৃদয়ে জগদীশ্বরের প্রেম স্থাপন দ্বারা স্বদেশের প্রাণ সঞ্চারই না হইল, তবে সেই প্রাণ-হীন শূন্য দেশকে প্রশস্ত রাজপথ, মনোহর উদ্যান, দুর্গম দুর্গ, ধবলাকৃতি অটালিকা ও নানা প্রকার শিল্প সম্পন্ন শোভা দ্বারা সুরঞ্জিত করিলে তাহার কি শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং তাহার কি কল্যাণই বর্দ্ধিত হইবে? অতএব যে উদার স্বভাব মহাত্মারা স্বদেশের হিত সাধন করিতে নিতান্ত অমুরাগী, দেশীয় লোকের ধর্মোন্নতি সংসাধন পক্ষে তাঁহাদিগের সর্বতোভাবে মনোযোগী হওয়া আবশ্যিক। স্বদেশীয় লোক বিশুদ্ধ ধর্মতত্ত্ব রসাস্বাদনে কতদূর পর্য্যন্ত অধিকারী হইয়াছে, দেবদুর্জিত ঈশ্বর প্রেমের অমৃতরসের স্বাদ গ্রহণ করিতে কি পর্য্যন্ত সমর্থ হইয়াছে, সত্যের জন্য সর্বস্বাস্থ্য হইতে কি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবং স্ব স্ব মানস মন্দিরকে কি প্রকার পরিষ্কৃত করিয়াছে, ইহা তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যিক। এই সমস্ত মহৎ বিষয় সিদ্ধ করিতে না পারিলে কোন রূপে স্বদেশ হিত বর্দ্ধনের আশা পূর্ণ হইবার নহে।

কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে এ বিষয়ে অতি অল্প লোকেরই মনোযোগ দেখা যায়, অতি অল্প সংখ্যক লোকে এ বিষয়ে যথা-বিহিত যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বদেশের ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ে যে প্রকার যত্ন করা আবশ্যিক, আমরা তদ্রূপ কি করিতেছি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা কিছুই করিতেছি না। কোথায় আমাদিগের যত্ন, কোথায় বা আমাদিগের উৎসাহ, আমরা অতি যৎসামান্য বিষয় সাধনের জন্য যে প্রকার যত্ন ও যত্নপ অমুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকি, ধর্ম বিষয়ে তাহার সহস্র অংশের একাংশও করি না। আমরা কোন একটি সামাজিক বিষয় সিদ্ধ করিবার জন্য অর্থ সামর্থ্য দ্বারা যে প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকি, ধর্মোন্নতি সাধনের জন্য যদি সেই রূপ করি, তাহা হইলে কি এ দেশের মধ্যে ধর্মের অবস্থা এত স্নান থাকে। তাহা হইলে অবশ্যই আমরা কিছু না কিছু ফল প্রাপ্ত হই, সন্দেহ নাই। যখন অস্বল্পে পৃথিবীর কোন

কার্যাই সিদ্ধ হয় না, তখন যত্নাভাবে এতাদৃশ গুরুতর কার্য কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যে একটা সামান্য রজত মুদ্রা লাভে আমরা যাদৃশ লাভ জ্ঞান করি, সহস্র সহস্র অমূল্য ধর্মোপদেশ লাভকেও তাদৃশ মনে করি না এবং আমরা অতি যৎসামান্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থ সামর্থ্য দ্বারা যে প্রকার আয়াস ও যাদৃশ যত্ন করিয়া থাকি, ধর্মোন্নতির জন্য কখনই সে প্রকার করি না। অহা! এ প্রকার অবজ্ঞে কি কখনই কোন বিষয়ের উন্নতি সিদ্ধি হইতে পারে? ধর্মোন্নতি সাধন পক্ষে আমাদের অজ্ঞের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে এক কালে নিরাশ প্রায় হইতে হয় এবং তৎপক্ষে আমাদের তাচ্ছল্য ও অবহেলা মনে হইলে কোন্ কালে এবং কি প্রকারে যে এ দেশের ধর্মোন্নতি সিদ্ধ হইয়া, ইহার প্রকৃত কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে তাহা স্থির করাও যায় না। ধর্মোন্নতি সাধন পথের বিষয় রাশি মনে হইলে এক এক সময় হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং আশার মূল শুষ্ক হইয়া যায়। একেতো এ দেশীয় অধিকাংশ লোকের মন এ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ধর্ম তত্ত্বের মর্ম্মাবধারণে অশক্ত, তাহাতে আবার যে সমস্ত বিষয় দেখিতে পাই, তাহার স্মরণও নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। আমরা যে সমস্ত লোককে এ দেশীয় ধর্মোন্নতি সাধনের ও প্রকৃত গৌরব বর্দ্ধনের কারণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি, যাহাদিগের নিকট হইতে আমরা ধর্মোন্নতির আশা বিস্তার করিয়া কালযাপন করি, তাঁহারা নিরাশ করিলে আর আমাদের আশা পূর্ণের পথ কোথায়? আমরা যদি ধর্ম শিখরের কিয়দূর আরোহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পরিচ্যুত হই, তাহা হইলে আর আমাদের উন্নতির ভরসা কি? ফলতঃ ধর্মোন্নতি সাধন পক্ষে এ দেশীয় লোকের অযত্ন ও এ দেশের অবস্থা দৃষ্টে কোন মতেই আর এ দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা বর্দ্ধিত করিতে পারা যায় না। বস্তু-তই নিরাশ হইতে হয়, তবে “সত্যমেব জয়তে” এই সত্য মনে হইলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইতে থাকে। ধর্ম নিয়ন্তা পরম পুরুষ সত্যের এমনি প্রভাব করিয়াছেন, যে সহস্র

বিষয়, উল্লঙ্ঘন করিয়াও সত্য আপন পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। সত্যের যে অবশ্যই জয় হয় তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, সমুদয় পৃথিবীই তাহার প্রমাণ স্থল এবং আমাদিগের এই দেশই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে, কাহার মনে ছিল, যে এই তমসাজ্জ্বল বঙ্গদেশে পরম সত্য ব্রাহ্ম-ধর্মের উদয় হইয়া ইহাকে ধন্য করিবে? কে মনে করিত, যে এ দেশীয় লোকের মনে সুনির্মল ব্রাহ্ম-ধর্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য সূত্রে এখানে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইল! মহাত্মা রামমোহন রায়ের মানস মন্দিরে এই পরম সত্যের প্রভা প্রকাশিত হইল এবং তিনিই এই দেশে তাঁহার মানসোদিত পরম সত্য ব্যাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি এই পরম কল্যাণকর ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। এই ব্রাহ্ম-সমাজই আমাদিগের এ দেশের ধর্মোন্নতি সাধনের নিদানভূত, সূত্রবাং ইহাই এ দেশের প্রকৃত কল্যাণেরও প্রধান কারণ। যে মহাত্মা এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি যে আমাদিগের কি পর্য্যন্ত হিতকারী তাহা কি বলিব! তাঁহাকে মনে হইলে মন কৃতজ্ঞতা রসে আত্ম হইতে থাকে এবং তাঁহাব নামোচ্চারণ করিলেও হৃদয় প্রফুল্ল ও শরীর লোমাক্ষিত হইয়া উঠে। আমাদিগের এ দেশীয় লোক চিরদিন তাঁহার উপকার স্বপ্নে বন্ধ থাকিবে। তিনিই এদেশের যথার্থ হিতকারী এবং তিনি আমাদিগের প্রকৃত বন্ধু। এই ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী মধ্যে তাঁহার কীর্তি পতাকা উড্ডীন হইতে থাকিবে।

কিন্তু তিনি এই দেশে যে পরম সত্যের অঙ্গুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যত্নবারি সেচন পূর্ব্বক তাহাকে বর্দ্ধিত করা তাঁহার স্বজন ও স্নহৎ বর্গের কি পর্য্যন্ত কর্তব্য। তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার নামে শ্রদ্ধা করেন, এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য অম্লরাগ প্রকাশ করেন, তাঁহার কোন প্রাণে যত্নভাবে সেই অঙ্গুরকে শুষ্ক হইতে দেখিবেন,

বলা যায় না। যাঁহাদিগের সত্যের প্রতি কিছুমাত্র আদর আছে এবং স্বদেশের উপকারের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা আছে; ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত তাঁহারা অবশ্যই যত্নশীল হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরা স্বদেশের প্রকৃত হিত সাধনের জন্য যে মহৎ উপায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে অবহেলা করিলে আমরা অবশ্যই পরম পিতার নিকট অপরাধী হইব, ইহাতে তাহা প্রকাশ করিলে আমরা তাঁহার আজ্ঞা হেলনের পাপে পতিত হইব। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের স্বদেশের কল্যাণ সাধনের এই প্রশস্ত পথ প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি অবহেলা করিয়া সেই পথ অবলম্বন না করি, তাহা হইলে কি আর আমাদের অপরাধের সীমা থাকে।

হা জগদীশ! হে করুণানিধান বিশ্ব-পিতা! তুমি প্রসন্ন হও এবং কৃপা করিয়া আমাদের জ্ঞানেন্দ্র উন্মীলন কর। তুমি আমাদের নিদ্রিত মনকে জাগ্রত কর এবং নির্জীব ভাবকে সতেজ কর, তোমা ব্যতিরেকে আর আমাদের অন্য গতি নাই। যাহাতে তোমার দীনহীন সন্তানগণ তোমার প্রণীত সত্য ধর্মের শ্রীসাধন করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে এবং যাহাতে তাহারা তোমার অনির্বচনীয় প্রেম রসের স্বাদ গ্রহণে শক্তি হয়, তুমি কৃপা করিয়া তাহাদিগকে তাদৃশ শক্তি প্রদান কর। আমরা যেন সকল তোমাতে প্রীতি করিয়া এবং তোমার প্রিয়কার্য সাধন করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারি, অবশেষে এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮০ শক।

সাংসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

অদ্য কি শুভদিন! অন্য আমাদের এই ব্রাহ্ম-সমাজের ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল। এই সমাজের প্রথম-বহুয় কে মনে করিয়াছিল, যে ইহা কুসংস্কার লতার পরশু

রূপে উৎখিত হইয়া। এতকাল পর্য্যন্ত যথার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিবে এবং ধর্ম পথের দুস্তীর্ণ কষ্টক সমুদায় ছেদন করিতে থাকিবে। কাহার মনে ছিল যে উনত্রিংশ বৎসর পরেও এই সমাজ-মন্দিরে আমরা সকলে ভ্রাতৃ সৌহার্দ্য রসে মিলিত হইয়া পরমেশ্বরের দুরবগাভা মঙ্গল ভাব নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব। কি আশ্চর্য্য! যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যিনি আমাদের মন হইতে পৃথক পদার্থ, যাঁহার সহিত এ পৃথিবীর কোন বস্তুবই তুলনা না পাওয়া যাঁহাকে কেবল “অমূল্যমননুভূত্বমদীর্ঘং” “অশঙ্ক্যম্পর্শমরূপমবায়ং” এই প্রকার নেতি নেতি বাক্য দ্বারা বর্ণন করিতে হয়। কি আশ্চর্য্য! অদ্য এই আলোকময় সমাজ-মন্দিরে তাঁহারই অতুল জ্যোতিঃ প্রতিভাসিত দেখিতেছি। ভুলোক ও ছালোক সতত যাঁহার সাক্ষা প্রদান করিতেছে, “যমৈশ্বর্যমহিমা ভূবি দিব্যে” তাঁহার সমগ্র বিশ্ব-বাজ্যের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর এই পৃথিবীতেই অবস্থিতি করিয়া যে আমরা তাঁহার সহবাস সুখলাভে অধিকারী হইতেছি, ইহা আমাদের সকল সৌভাগ্যের প্রধান সৌভাগ্য। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির নিদর্শন চতুর্দিকে এরূপ বিস্তারিত রহিয়াছে, যে তাহা দেখিলে অবোধ বালকের মনেও তাঁহার মহান ভাবের উদ্দীপন হয়। সেই চেতনাবানের প্রকাশে এই সমুদায় জড় পদার্থও চেতন বিশিষ্ট বোধ হয় এবং তাঁহারই অমূল্য সুন্দর ভাবের ছায়া মাত্র গ্রহণ করিয়া এই সমুদয় সুন্দর দেখায়। এই অচেতন দিবাকর সচেতনের ন্যায় সচল হইয়া প্রতি দিনই যথাকালে সমুদয় জীবের বিশ্রাম ভঙ্গ পূর্ব্বক সকলকেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করত তাঁহারই শাসন প্রচার করে। গভীর নিশীথ সময়ে সকল জীব সুশুপ্ত হইলে নীলোজ্জ্বল গগন মণ্ডলে দীপ্তিমান তারকাগণ সৈন্ত্য দলের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া গ্রহরী রূপে যেন তাঁহারই রাজ্য পরিপালন করে। কত নদ নদী পর্ব্বত-ক্রোড় হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিবার জন্য কত দেশ বিদেশ অতিক্রম করিয়া এবং কত দুস্তর প্রতিবন্ধক ছেদন করিয়া ঘোরতর নিনাদে ও প্রবল বেগে ধাবমান হইতেছে,

এবং তাঁহার এই রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন ও অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। জন শূন্য দুর্গম গহনের প্রত্যেক মনোহর পুষ্প তাঁহার অতুল্য তুলিকা দ্বারা উন্মীলিত হইয়া এবং তাঁহারই হস্ত দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারই সুন্দর ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার সুন্দর মঙ্গল ভাব চতুর্দিকে প্রকাশমান রহিয়াছে, জগতের অতি সামান্য বিষয়ও গূঢ় পরমার্থ ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে। জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী কোন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত অসংখ্য অসংখ্য ভ্রাম্যমান লোক মণ্ডলের পরমাশ্চর্যা শৃঙ্খলা অবলোকন করিয়া যেমন ঈশ্বরে প্রেমার্জচিত্ত হইলেন; সুশিক্ষিত বিজ্ঞানবিৎ সুধীগণ এক বিন্দু জলের মধ্যে কোটি কোটি কীটের সংস্থান প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহাদের প্রত্যেকের অচিহ্ননীয় সূক্ষ্ম শরীরে তদুপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আহার, বিহার ও রক্ত সঞ্চালন দর্শন করিয়া এবং তাহাদের হৃদিদ্বর্গ রক্তবর্ণ স্বর্ণ বর্ণ ও হীরক খণ্ডবৎ উজ্জ্বল দেহে চমৎকার শিল্পকার্য্য অবলোকন করিয়া যেমন ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তি ও অনন্ত করুণাতে মনোনিবেশ করেন; সেই রূপ কোন অশিক্ষিত এবং অসুপদিষ্ট বক্তৃতা ও সূর্য্য মণ্ডলে তাঁহার প্রভা—বন পুষ্পে তাঁহার সৌন্দর্য্য—গগন বাপী নবানুগর্ভ মেঘ মালায় তাঁহার উদার ভাব—অগণনীয় নক্ষত্র রাজ্যে তাঁহার অতাবনীত অনন্ত ভাব—প্রত্যেক বিশ্ব কোশলে তাঁহার জ্ঞান—এবং প্রভূত শক্তিশালী ও প্রভাবশীল পদার্থ সমূহে তাঁহার শক্তি অসুধাবন করিয়া পুলকে অর্জ হইলেন এবং প্রতি নিমিষের করুণা স্মরণ করিয়া সেই প্রেমময়ের প্রেমে মগ্ন হইলেন। এখানে জ্ঞানী ও অজ্ঞান উভয়েই ঈশ্বর জ্ঞানে সমান অধিকারী। তিনি তাঁহাকে জানিবার অধিকার কেবল আমাদের দের ভ্রান্ত বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করেন নাই যে কতিপয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি তार्কিক ব্যতিরেকে আর কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে না। তিনি তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার মঙ্গলভাব আমাদের ঐত্যেকেরই মনোমধ্যে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি যেমন সূর্য্যকে ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মুর্থ সকলেরই দ্বারে তাঁহার স্বর্ণময় কিরণ জাল বিস্তার করিতে আদেশ করিয়া স্বীয় অপক্ষপাতিতা

প্রচার করিয়াছেন, সেই রূপ তিনি তাঁহার সমুদয় সম্ভানদিগের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়া অল্পম করণা বিস্তার করিয়াছেন ।

তিনি আমারদিগের নিকট এজন্য আপনাকে প্রকাশ রাখিয়াছেন, যে আমরা তাঁহার পবিত্র মঙ্গল স্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া পবিত্র হই, এবং সেই মঙ্গলভাবের অনুকরণ করিতে যত্নশীল হই। এই শুভ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের প্রতিভাকের হৃদয়ে পরম হিতকারী মন্ত্রী রূপে ধর্ম্মকে সংস্থাপন করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মের মন্ত্রণার বশবর্তী হইয়া আমরা সংসারের সমূহ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইতেছি। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই কি অল্পম সুনির্মল সুখের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন! যেখানে নায় ও সত্য—সেখানে নির্মল প্রেম ও দয়া, সেই স্থানেই আত্ম প্রসাদ। যখন কাহারও আত্মনাদ নিবারণ করা যায়—যখন কোন দুঃসহ শোক সমুপ্ত ব্যক্তির মনঃশল্য উদ্ধার করা যায়—যখন ধর্ম্ম যুদ্ধে পরাহত কোন বিপন্ন ব্যক্তিকে উৎসাহ ও সাহস প্রদান করা যায়—যখন প্রবোধ সূর্য্য দ্বারা কাহাবও মন হইতে অজ্ঞান তিমির দূর করা যায়, অথবা কাহারও মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করা যায়—যখন অন্যের দোষ প্রশস্ত হৃদয়ে ক্ষমা করা যায়, এবং আপনার সেই সকল দোষকে নির্দয় রূপে নির্ধাতন করিয়া দূরীকৃত করা যায়—যখন আপনার পরম শত্রু স্বরূপ রিপু বিশেষকে আয়ত্ত করা যায় এবং যখন আপনার অনিষ্টকে অনিষ্ট জ্ঞান ও গুরু বিপদকে বিপদ জ্ঞান না করিয়াও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা যায়—তখনই নির্মল সুখের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে—তখনই বিশদ আত্ম প্রসাদ হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হয়—তখনই ধর্ম্মানুষ্ঠান রস পান করা যায়।

আমাদেরই ইচ্ছা ও যত্ন এবং চিন্তা ও চেষ্টা, স্বার্থপরতার অনুবর্তী না হইয়া যদি নায় ও সত্যের পথে সত্যত প্রধাবিত হয়, তবে যে কেবল মায়াময়ী পাপ-পিশাচীর হস্ত হইতে এক প্রকার পরিত্রাণ পাওয়া যায় এমনত নহে, তাহা হইলে অশেষ ধৈর্য্য ও আয়াস সাধ্য অতি দুর্লভ ধর্ম্মানুষ্ঠান আপনা হইতেই সহজ

হইতে থাকে এবং তাহাতেই আমারদের প্রবল উৎসাহ ও অপূর্ণ আনন্দের উদয় হয়। কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত না থাকিলে কদাপি ধর্ম রত্ন লাভ করা যায় না। ছায়া ও বিশ্রাম স্থান হইতে আতপে বিনির্গত হওয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্ট দায়ক বটে, কিন্তু পরে যখন প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিয়াও প্রবল উৎসাহের সহিত ভূমি কর্ষণ করা যায়, তখন অতি কঠিন ও অসার ভূমিকেও শস্যশালিনী এবং ফলবতী দেখা যায়। সেই প্রকার কিঞ্চিৎ কষ্ট কিম্বা বিপদের ভয়ে ধর্ম পালনে পরাজুখ হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। ন্যায় ও স্বার্থপরতায় বিরোধ উপস্থিত হইলে যিনি ন্যায় অবলম্বন করিতেই একান্ত মনে যত্নবান্ হইয়েন এবং দয়া ও লোভে বিরোধ উপস্থিত হইলে যিনি লোভ পরিত্যাগ করিয়া দয়া অবলম্বন করিতে সতত চেতন্বিত হইয়েন, ও ক্রোধ এবং ক্ষমায় বিরোধ উপস্থিত হইলে ক্ষমা আশ্রয় করিতে যিনি অভ্যাস করেন, তাঁহার ধৈর্য্য গুণ ক্রমেই বলবান্ হয়, এবং তাঁহার প্রবৃত্তি স্রোত পাপ পথের প্রতিকূলে সহজেই পরিচালিত হইতে পারে। তাঁহার ধর্ম প্রবৃত্তি তাঁহার রিপু সকলকে বশীভূত করিবার যতই চেষ্টা করে, তাঁহার বিপু সকল তাঁহার নিকট ততই বিনীত হইতে থাকে, এবং তাঁহার প্রবৃত্তি ধর্মেতে বিরাজমান হইয়া তাঁহার মনে ততই নূতন স্মৃতি ও একাগ্রতার সঞ্চার করে। আমরা ধর্ম পথে পরিভ্রমণ করিতে অভ্যাস করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর পুরস্কার লাভ করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই। ধর্মেতেই সুখ এবং আশ্র-প্রসাদ, ও পাপেতেই শ্রম এবং অপবিত্রতা। আমারদিগকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য জগৎপিতা কত সহস্র সহস্র গল্পপায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন! সামান্য লোকের অনুরোধে আমারদের কত সময় কত প্রকার কুকর্ম হইতে নিরস্ত হইতে হয়, তবে আমরা কেন না মনে করি, যে আমরা নিদ্রিত থাকিলেও যিনি জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তিনি আমারদের প্রত্যেক কার্যের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া অবশ্যই পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার বিধান করেন এবং যে সকল চিন্তা, কেবল

আমাদের মনোভূমিতেই নিহিত থাকে এবং অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না, তাহাও তিনি বিশেষ রূপে জানিতেছেন। এই সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে কত পাপকর্ম হইতে দূরে থাকা যায়—স্বার্থপরতার কত কুমন্ত্রণা তুচ্ছ করিতে পারা যায়, এবং পুণ্যাক্ষতানে আমাদের উৎসাহ কতই বৃদ্ধি হইতে পারে।

● হে পরমায়ন! তুমি মনুষ্যকে অনন্ত কালের উন্নতি লাভে অধিকারী করিয়া তাহার মনে কতই মহত্বের বীজ বিকিণ্ড করিয়া রাখিয়াছ। তুমি তাহার সুখ রাজ্য কতই বিস্তৃত করিয়াছ; তাহার অধিকার কতই প্রশস্ত করিয়াছ; তাহাকে কতই আধিপত্য প্রদান করিয়াছ! তথাপি যাহারা স্বকীয় গরীয়সী প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া অপথে পদার্পণ করিতেছে এবং আপনাদের সঙ্গে অন্যকেও দূষিত করিবার চেষ্টা ধাইতেছে, এবং যাহারা নানা প্রকার ঘটনা সূত্রে অস্থস্থ্য হইয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনার জন্য আমার মন উৎসুক হইতেছে। যাহারা তোমার নির্দিষ্ট ধর্ম পথে গমন করিবার মানস করিয়া সম্মুখে অনেক ব্যাঘাত ও বিস্তর প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়া এবং দেশের কুরীতি বা কুসংস্কার বশতঃ সেই পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না, হে বিষয় বিনাশন বিশ্বপাতা! তুমি তাহাদের সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দেও এবং তাহাদের মনে উৎসাহ ও সাহস প্রদান কর। যে সময়ে সাধু ব্যক্তি কর্ম ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিচরণ করিয়া বিষয় কোলাহল দূর করিবার নিমিত্ত তোমাতে চিত্ত নিবেশিত করেন এবং আপনায় মনকে শান্তি জ্যোতিতে পবিত্র করেন, সেই সময়ে যাহারা অবৈধ ইন্দ্রিয় সুখ বা নিকৃষ্ট আমোদে রত থাকিয়া তোমার প্রদত্ত স্বকীয় মহীয়সী প্রবৃত্তি সমুদায়কে নিদ্রিত রাখে, হে পরমায়ন! তুমি তাহারদিগকে গুণ বুদ্ধি প্রদান কর এবং সংপথ প্রদর্শন কর। যাহারা কেবল বিষয় রসে মুগ্ধ হইয়া সংসার তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে, এবং বিপদের সময় সম্পদজীবী বন্ধু জন গণ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সহায়হীন ও আশাহীন হইয়া যায়, তাহারা

যেন সংসার ঘটিত সমস্ত সম্বন্ধ অনিত্য জানিয়া তাহাতেই একান্ত লিপ্ত না হয় এবং তোমার সহিত চির সম্বন্ধ জানিয়া তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা বিকারী যৌবন ও ধন মদে মত্ত থাকিয়া মৃত্যুকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য বলিষ্ঠ শরীর ও স্মৃতিষ্ক বুদ্ধি সম্ভোগ সলিলে নিমজ্জন করে এবং অবশেষে এমত জঘন্য অবস্থায় পতিত হয়, যে আনন্দে তাহাদের আর পরিভূষ্টি হয় না এবং নিদ্রায় আর বিশ্রাম হয় না, যাহারা পরিবর্তনশীল সংসার মধ্যে সকল প্রকার সুখ ভোগের পরীক্ষা শেষ করিয়া পরে সংসার প্রতি—মলুষ্যের প্রতি এবং আপনার প্রতি, একান্ত বিরক্ত ও সর্ব প্রকারে নিরাশ হইয়া কেবল আক্ষেপ করিয়াই আয়ুঃ শেষ করিতে থাকে, তাহাদের যেন জ্ঞান হয় যে, আমরা কেবল আহাৰ ও বিহারের নিমিত্তেই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করি নাই এবং পৃথিবীতেই আমাদের জীবনের শেষ নহে; তাহারা সংসার মধ্যে সুখ রূপ মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতিবার আশ্বাসিত ও প্রতিবার বঞ্চিত হইয়া যেন অপরিবর্তনীয় স্বরূপে আপনাদের স্রুতের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করে, এবং আপনাদের যথার্থ ধাম অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রশস্ত নগরী মধ্যে যাহারা পাপ ও দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছে, যে সকল পাপাত্মা অন্ধকারময় নির্জন ভীষণ কারাগৃহে নিজ কুকর্মের ফল ভোগ করিতেছে, যে সকল দীন দরিদ্র ব্যক্তি-স্বীয় শিশু সন্তানদিগের জন্য এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে অক্ষম, যে সকল দুঃখাগ্রা ব্যক্তি যৌবনের প্রারম্ভেই সুখ প্রিয় স্বার্থপর দুঃশীল পাপাত্মাদিগের হস্তে পতিত হইয়া স্বাভাবিক তেজস্বিনী প্রকৃতিকে নিস্তেজ ও বিকৃত করিতেছে, এবং যে সকল অনাথা অবালা গণ পতিবিরোগে সহায়হীন হইয়া দুঃসহ বৈধবা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, হে পরমায়ন! ইহারা সকলেই তোমার আশ্রিত, তুমি ইহাদিগের সকলকেই সংপথে প্রবৃত্ত কর; ইহারা যেন তোমার প্রসারিত ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সকল প্রকার দুঃখ শোক হইতে মুক্ত হয়।

‘আমি কি বলিতেছি! যিনি প্রার্থনাও পূর্বে আমারদিগের

অশেষ কল্যাণ বিধান করেন, তাঁহার নিকট আমি কি প্রার্থনা করিতেছি ! যাহার নিয়মে এই সমুদায় জীব এতকাল পর্য্যন্ত সুখে বিচরণ করিতেছে, এবং কত কোটি কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি যাহার রাজ্যে অদ্যাপি বিশৃঙ্খল হয় নাই, তিনি কি আমারদিগকে দেখিতেছেন না ? তিনি যদি আমারদের প্রতি স্নেহ পূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কি মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তেও জীবন ধারণ করিতে পারিতাম ? এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা তাঁহার নিয়মের কতই অন্তথা—চরণ করিয়াছি, তথাপি তিনি আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আমারদের শরীরের মধ্যে যত অস্থি, যত শিরা ও যত মাংস-পেশী আছে, সংবৎসর মধ্যে তাহারদের একটিও কি ক্ষত হইবে না ? আমারদের মনে যত প্রকার বৃত্তি আছে, তাহারা সকলেই কি যথানিয়মে পরিচালিত হইবে ? আমারদের যত রিপু বারম্বার উত্তেজিত হইতেছে, তাহারা সকলে কি প্রতিবারই বুদ্ধির অধীনে নিযুক্ত হইবে ? আমারদের বুদ্ধিই কি সকল সময়ে সত্য অনুসন্ধান ও অভ্রান্ত বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবে ? পৃথিবীতে মোহের যত প্রকার কুটিল জাল প্রস্তুত আছে, তাহারদের একটিতেও পতিত হইব না ? মৃত্যুর যত কোটি কোটি দ্বার উন্মোচিত রহিয়াছে, তাহার একটি দ্বার দিয়াও কালগ্রাসে প্রবেশ করিব না ? এ প্রকার কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু হে পরমেশ্বর ! ইহাতেও যে আমরা সংবৎসর মধ্যে অশেষ প্রকার অনর্থ হইতে রক্ষা পাইয়া যথাসাধ্য তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি, এবং অবশেষে অদ্য এই রজনীতে স্বচ্ছন্দ চিত্তে তোমার করুণা আলোচনা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি, ইহার জন্য যে কি প্রকারে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা বলিতে পারি না।

বিশ্ব-পতির কেবল মঙ্গলই অভিপ্রায়, বিশ্বরাজ্য কেবলই উন্নতির ব্যাপার। জগদীশ্বর যে কোন সূত্রে ও কি উপায়ে তাঁহার এই বিশ্বরাজ্যের মঙ্গল বিধান করেন, তাহা কে বলিবে ? দেশ বিশেষ পাপ ভারে প্রপীড়িত হইলে যখন তাহার রাজ্য প্রণালী

একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, যখন তাহার লোকদিগের মধ্যে ভ্রাতায় ভ্রাতায় ও পিতা পুত্রে জন্মভেদী ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক সং-
গ্রামের আরম্ভ হয় এবং যখন পাপ কলঙ্ক প্রকাশন করিবার জন্য
শোণিত নদী বহমান হইতে থাকে, তখন জগদীশ্বর যেমন প্রথর
বুদ্ধি সম্পন্ন প্রবল প্রতাপ অতুল তেজস্বী রীর পুরুষ বিশেষকে
প্রেরণ করিয়া সেই সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করেন এবং স্মৃতন
শৃঙ্খলা ও স্তনিয়ম সংস্থাপন করিবার উপায় করিয়া দেন, সেই
রূপ যখন চতুর্দিক অজ্ঞানান্ধকার ব্যাপ্ত হয়; কুসংস্কার পাশ
বিস্তৃত হইতে থাকে এবং মোহঘনাবলি দ্বারা সত্য জ্যোতি
প্রচ্ছন্ন হইতে থাকে, তখন ঈশ্বরেচ্ছায় কোন অসাধারণ ধীশক্তি
সম্পন্ন ধীর প্রকৃতি ধর্মপরায়ণ মহাপুরুষ সূর্য্যের ন্যায় উদয়
হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিমোচন করেন এবং প্রাণপণে সত্য-ধর্ম
প্রচার করিতে থাকেন। এই বঙ্গ ভূমিতে সত্য প্রভার উষা স্বরূপ
মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়া কত কলাণের বোজ
নিপেক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তিনিই “ধর্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং
মধুঃ” এই অমৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়া অনিবার্য্য যত্ন সহকারে এই
ব্রাহ্ম-সমাজ রূপ সূচক ব্লক রোপণ করিয়াছেন। তাঁহার
দৃষ্টান্তে উৎসাহ চিত্ত হইয়া পরেও কোন মহাত্মা এই ধর্মময়
অমৃতময় তরু সেচন করিয়া ইহাকে অশেষ বিষু হইতে রক্ষা করি-
তেছেন, এবং এক্ষণে ইহা বিস্তর বিষু অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর
প্রসাদাৎ শাখা পল্লবিত হইয়া দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে।

হে ব্রাহ্মগণ ! আমরা দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে
সমস্ত অসামান্য দুঃসহ ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আশাহু-
রূপ কল প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া উৎসাহ হীন ও বিষন্ন হওয়া
বিধেয় নহে। এই পরিবর্তনশীল ও উন্নতি বিশিষ্ট জগৎ সংসারে
এককালে নিরাশ হইবার বিষয় কি ? ঈশ্বরের মঙ্গল সঙ্কল্পের
প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া আশা যুক্তি অবলম্বনস্বরূপই আমা-
দিগের কর্তব্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা যেন অতি মহতী আশায়
আত্মাসিত হইয়া পরে সেই আশা অপূর্ণ দেখিয়া বিষন্ন না হই।
ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নতির সোপান এমন অল্পে অল্পে উখিত হয় যে

আমরা তাহা জানিতেও পারি না। আপাততঃ প্রতীয়মান অনিষ্ট রাশি হইতে জগদীশ্বর অলঙ্কিত-পূর্ব ও অশ্রুত-পূর্ব উপায় দ্বারা অশেষ মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারেন। তিনি উপপ্লবে আন্দোলিত এই ভারতবর্ষে শান্তি জ্যোতিঃ বিতরণ করিয়া ইহার মলিন বেশকে উজ্জ্বল করিতে পারেন এবং ইহার বিষম বদন প্রসন্ন করিতে পারেন। তিনি রামমোহন রায় সদৃশ প্রভাবশীল মহাত্মাকে প্রেরণ করিয়া জ্ঞান বিষয়ে, ধর্ম বিষয়ে এবং অবস্থা বিষয়ে ভারত ভূমির সন্তানদিগের অশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন। সেই রাজারাজা তাঁহার প্রজাদিগকে যে কি উপায়ে রক্ষা করিবেন তাহা তিনিই জানেন। হে পরমাত্মন! যাহাতে আমাদের সকলের মধ্যে স্বার্থপরতা দুর্বল হইয়া এক্য বন্ধন দৃঢ় হয়, যাহাতে তোমার প্রেমায়ুরূপ প্রণয় সূত্র চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, যাহাতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশ দেশের মধ্যে এবং এই দুর্বল জাতি জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারে, তুমি তাহা বিধান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮০ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

তৃতীয় বক্তৃতা।

“এষ সর্বৈশ্বর্যেণ ভূতাদি পতিরেষ ভূতপাল-

এষ সেতুর্দীর্ঘধরণ এষাং লোকানাং সমুদায়।”

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্বভূতের প্রতিপালক, ইনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন।

সেই সর্বশক্তিমান্ পরাংপর পুরুষের ইচ্ছা মাত্র এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারই নিয়মে ইহা অদ্যাপি স্থিতি করিতেছে, এবং তাঁহারই মঙ্গলতাব ইহাতে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার শাসনে এই গ্রহ চক্ষু স্ব স্ব পথে ভ্রাম্যমান

হইয়া তাঁহারই কার্য সাধন করিতেছে। তাঁহারই শাসনে মধ্যে মধ্যে ধর্মকেতু উদ্ভূত হইয়া আমাদেরিগকে চমৎকৃত করিতেছে। তাঁহারই আদেশ ক্রমে বুদ্ধ সকল ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া শাখা পল্লবে পল্লবিত হইতেছে, সেই সকল বুদ্ধ হইতে স্নগন্ধ পুষ্প ও সুস্বাদু ফলের উৎপত্তি হইতেছে এবং যখন পশুরা সেই ফল ভক্ষণ করে, তখন তাহাই রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া তাহাদের জীবন ধারণের উপায় হইতেছে। তাঁহারই নিয়মে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি দুরূহ বিষয়ে বুদ্ধি পরিচালনা করিতেছেন, এবং ধর্ম পথে থাকিয়া বিমলানন্দ অন্বেষণ করিতেছেন। তিনিই স্থির, আর সমুদয় বস্তুই ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, “দেবৈশ্চেষ্মমহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রামাতে ব্রহ্ম-চক্রং।” তিনিই ধব, সত্য, নিশ্চল, আর সমুদয় পদার্থই তাঁহার কার্যে তৎপর রহিয়াছে; তিনিই রাজা আর সকলই তাঁহার অখণ্ডনীয় শাসনের অধীন। তিনিই “মহন্তয়ং বজ্রমুদাতং” তিনি ধর্মের আবহ, পাপের শাস্ত। সকল ঘটনাই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে; কাহার সাধা যে তাঁহার অভিপ্রায় খণ্ডন করে।

যিনি ফলফুলে নানা শক্তি দিয়াছেন, যাহার নিয়মে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি পৃথিবীরও বিশৃঙ্খলা হইবার কোন কালে সম্ভাবনা নাই, তিনি ধর্ম মনুষ্যের মনে এপ্রকার শক্তি দিয়াছেন যে তাহার দ্বারা তিনি ন্যায় অন্যায়া, পাপ পুণ্য কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কার্য করিতে পারেন। এই পরমাশ্রম্য শক্তির সহিত অন্য কোন শক্তির তুলনা হয় না। যখন নদীতে প্রবল তবুঙ্গ হয়, তখন যে বলবান্ ব্যক্তি তাহার প্রতি-স্রোতে গমন করিতে পারে, তাহার বলের আমরা কতই প্রশংসা করিতে থাকি, তবে যখন সংসার তরঙ্গের মোহ কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যায়, তখন যে ব্যক্তি সেই তরঙ্গের প্রতিকূলে গমন করিতে পারে, তাহার শক্তি কেমন আশ্চর্য্য!

কিন্তু আবার যখন বিবেচনা করা যায়, যে ধর্ম হইতে পৃথিবীতে আমাদের শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর কি আছে, তখন দেখা যায়

যে, ঈশ্বর-প্রীতি ধর্ম হইতেও মহত্তর। ঈশ্বর প্রীতিই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধ পথ, তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেমের-বলেতেই স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করা যায়। এই কোলাহলময় সংসারে মুক্তি না হইয়া সেই সংসারাতীত পদার্থকে আশ্রয় করা মনুষ্যের কি সামান্য গৌরবের বিষয়? আমরা স্বার্থপরতার রাজ্য অতিক্রম করিয়া এবং পৃথিবীর ক্ষণভঙ্গুর বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া মঙ্গল স্বরূপে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গলের আর সীমা থাকে না। যতক্ষণ আমাদের অনুরাগ ও উৎসাহ কেবল সংসারেতেই বদ্ধ থাকে, ততক্ষণ আমরা যে সকল কার্য্য করি, তাহা কখনও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করি না। তাহা আমাদের নিজেরই প্রিয়কার্য্য। তাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপন করা ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রথম উপদেশ, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তাহার দ্বিতীয় উপদেশ। তাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপিত হইলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য আমাদের অসামান্য উৎসাহ জন্মে—তখন ঈশ্বরের সহিত সমুদয় কামনা উপভোগ করা হয়।

যখন বিষয় কামনাতে মুক্তি না হইয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ণ স্বরূপে প্রীতি স্থাপন করিতে পারি, তখন সেই প্রীতি অতীব পরিশুদ্ধ হইয়া পুনর্বার সংসারে প্রবেশ করে। তখন সেই প্রীতির সহিত স্বার্থপরতার লেশ মাত্রও থাকে না। ঈশ্বর যে প্রকারে আপনার সন্তানদিগকে প্রীতি করেন, তখন সেই প্রকার প্রীতির অনুকরণেই আমরা নিজের ইচ্ছা ও যত্ন হয়। বিশ্বপিতার যে প্রকার মঙ্গল ভাব, আমাদের মনে তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়।

হে অন্তর্যাগিন্ পরমাত্মন! যত দিন অবধি তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব ও মঙ্গলভাব হৃদয়ধামে বিরাজিত না হইবে, ততদিন সকলই বৃথা ও শূন্য। আর যাঁহারা তোমাকে আপন হৃদয়স্থ করিয়া আনন্দার্গবে মগ্ন হইতোছেন, অদ্য এই সমাজ-মন্দিরে তাঁহারদিগেরই যথার্থ উৎসব, তাঁহারদিগেরই যথার্থ স্মৃতি। আমরা তোমার সন্তান তোমার প্রজা হইয়া কেন আপনাদিগকে দুর্ভাগ্য ও দুঃখী মনে করিব। হে নাথ! আমরা যদি পিতৃহীন হই, তথাচ তুমি আমাদের পরম পিতা বর্ত্তমান রহিয়াছ—আমরা ধনহীন

হইলেও তুমি আমারদিগের ধন এবং সহায়হীন হইলেও তুমি আমারদিগের সহায় । যে নির্ধন সে প্রকৃত দরিদ্র নহে, ও যাহার বন্ধু নাই সেও বাস্তবিক নিরাশ্রয় নহে; কিন্তু যে তোমা হইতে প্রচ্যুত সেই ব্যক্তিই সকল হইতে প্রচ্যুত, তাহার পক্ষে সকলই শূন্য ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮০ শক ।

সাংস্কৃতিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

চতুর্থ বক্তৃতা ।

হে বিশ্বব্যাপি পরমাত্মন! অদ্য তোমার সর্ব সন্তাপহারিণী মূর্তি আমারদিগের হৃদয় ধামে একরূপ বিমল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে, যে আমরা তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না । অদ্য তোমার অনিরূপ্য বাক্যাতীত অমৃত নাম স্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই আমারদিগের অন্তঃকরণ সভা জ্যোতিতে উল্লসিত হইতেছে, এবং বিশুদ্ধ প্রেম পূর্ণ শান্তি সলিলে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র হইতেছে । অদ্য ভুবন-দর্পণে কেবল তোমারই নিষ্কলঙ্ক স্নন্দর প্রতিমূর্তি বিরাজমান দেখিতেছি, এবং আমারদিগের অন্তরে কেবল তোমারই নিগূঢ় সত্তা, তোমারই অনন্তজ্ঞান এবং তোমারই পরিপূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ সকল হইতে উচ্চতম এবং গাঢ়তম ভাবে অবস্থিতি করিয়া আনন্দামৃতের সঞ্চার করিতেছে । হে সর্বাশ্রয় পরমেশ্বর ! তুমি সকল শক্তির একমাত্র অধার; তুমিই আমাদের সৃজন করিয়াছ, তুমিই আমাদের কামনার যোগ্য সকল কামনা পূর্ণ করিতেছ, এবং তোমারই সৌন্দর্যের আলোক জগৎ হইতে নানা প্রকারে এবং নানা ভাবে বিনিষ্কান্ত হইয়া আমাদের অন্তঃকরণকে অমুরঞ্জিত করিতেছে । প্রভাহ যাহাতে আমরা জীবন ধারণ করি, যাহার দ্বারা আমরা সকলে আনন্দে কাল যাপন

করিতে পারি এবং যাহার দ্বারা ধর্ম জনিত ক্ষুধা ও উৎসাহ প্রদীপ্ত হইয়া আমারদিগের মনুষ্য নামকে অকলঙ্কিত রাখিতে পারি, সে সকলই তোমা হইতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি, তথাপি আমরা একরূপ বিমুঢ় যে আমরা আপনারদিগকেই সকল হইতে সত্যতম বস্তু জ্ঞান করি এবং তোমাকে আমারদিগের প্রয়োজন সাধনোপযোগী মাত্র এক আলুসঙ্গিক পদার্থ বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করি। আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকেই সার রূপে নির্ণয় করিয়া তাহার অকিঞ্চিৎকর এবং উপহাস্য সিদ্ধান্ত মতে আত্ম প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে কখনও বা তোমার অস্তিত্বের প্রতি সংশয় করি, কখনও বা তোমার আলোচনাকে নিষ্ফল বলিয়া স্থির করি, ও কখনও বা তোমার কৃত পদার্থ সকলকেই মূল কারণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি, এবং অবশেষে কর্ণ বধির-কারি বিবিধ সংশয়োক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া সকলতো জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু যে কালে তোমার সেই অনির্বচনীয় সত্য ভাব প্রকাশমান হইয়া আমারদিগের অন্তঃকরণের সকল সংশয়কে দূরীকৃত করে, তৎক্ষণাৎ আমরা এই অজ্ঞান তিমিরচ্ছন্ন সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইয়া তোমার অভয় প্রদ অখিলাধার কোড়ে সংস্থাপিত হই।

- হে হৃদয়েশ্বর! হে ধর্ম সেতু! হে ন্যায়াসুরজ্ঞ পরমাত্মন! তুমি যখন সকলের একমাত্র অষ্ট! এবং একমাত্র নিয়ন্তা, তখন আমরা আমারদিগের মাননকে তোমার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত করিতে কি নিমিত্তে যত্নবান্ না হই। যে মহাত্মা ধর্মাচরণ দ্বারা স্বীয় চিত্তাদর্শকে সুপরিষ্কৃত করিয়া ঐহাতে তোমার অপার আনন্দ প্রতিমা জ্ঞান গোচর করেন, তিনি যে রূপ প্রসন্ন থাকেন; পাপ কলঙ্কিত ব্যক্তি সে রূপ কখনই থাকে না। আমরা কি ক্ষীণ স্বভাব, আমরা তোমার সংসর্গ জনিত সকল হইতে শ্রেষ্ঠতম ও সুগভীর সুখের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করত অস্বাভাবিক বিষয় সুখের প্রার্থী হইয়া সকল কার্যে সর্বতোভাবে সংসারেরই আত্মমুগ্ধতা হই, এবং পরিণামে তদুপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হই; কিন্তু যৎকালে আমরা মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সকৌতুকে চতুর্দিক

অবলোকন করি, তখন বোধ হয় যে এই সমস্ত জগৎ তোমার প্রেম বারিতে অবগাহন করিয়া স্মৃতি পরিচ্ছদ পরিধান করত এক অত্যাশ্চর্য্য ও অল্পপম পবিত্র ভাবে বিরাজ করিতেছে। তখন পিপাসাতুর চাতক যেরূপ এক বিন্দু জল কণার নিশ্চিতে আকাশের প্রতি সোৎসুক নয়নে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করে, সেই রূপ আমরা সংসারের কর্দমাক্ত জলে স্নান তৃষ্ণা নিবারণ করিতে অনর্থক হইয়া তোমার অমৃতময় প্রেম বারির বিন্দু মাত্রের প্রত্যাশায় তোমার প্রতিই সকাভরে দৃষ্টি পাত করি। হে স্নেহময় জগৎ পিতা! তোমার অপার স্নেহ কাহার হৃদয়ে না অতিনিবিষ্ট আছে! মাতা যেরূপ স্বীয় শিশুকে দূরে বিচরণ করিতে দেখিলে ভয় প্রদর্শন করাইয়া তাহাকে আপন সমীপে আনয়ন করেন, সেই রূপ যখন তোমা হইতে আমরা দূরে ভ্রমণ করি তখন তুমি আমাদের পথে নানা প্রকার সাংসারিক বিঘ্নাদি বিস্তার করিয়া আমাদের দিকে তোমার ক্রোড়স্থ হইতে আহ্বান কর; এবং মাতা যেরূপ আপন সন্তানকে ক্রীড়া সামগ্রী দেখাইয়া তাহাকে তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করেন, সেই রূপ তুমি আমাদের হর্ষ সম্পাদনের নিমিত্তে এই অখিল বিশ্ব মৌন্দর্য্য আমাদের পথে আবিস্কৃত করিয়া রাখিয়াছ। হে সর্ব্বান্তর্য়্যামি পরমাত্মন! আমরা যদি তোমার পথের পথিক হইয়া সংসারের দুঃখ শোক বিস্মরণ করিতে না পারিলাম তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্বের আর প্রয়োজন কি? এবং হর্ষ, শোক, সম্পদ, বিপদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি কতকগুলির মধ্যে নিয়ত ঘূর্ণায়মান মাংস পিণ্ড মাত্র হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করিতেই বা আমাদের লাভ কি? হে অন্তরের অন্তর! আমরা প্রার্থনা করিতে না করিতেই তোমার উদার মুখচ্ছবি প্রকাশমান হইয়া আমাদের মনকে এ রূপ উদাস করিয়া দিতেছে, যে যে পর্য্যন্ত না আমরা তোমার নিকট আমাদের সমস্ত জীবন অর্পণ করিতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত আর কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮১ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা ।

অদ্য কি আনন্দের দিন । অদ্য আমাদের নিরুৎসাহ নির্দীর্ঘা
 নির্জীব ভাব গিয়া আমরা সকলে যেন জাগ্রত হইয়াছি । এখা-
 নকার সকলেরই চক্ষে উৎসাহ-প্রভা স্ফুর্তি পাইতেছে—বোধ
 হইতেছে যেন আমরা জীবন-শূন্য বঙ্গ দেশ পরিত্যাগ করিয়া
 আর এক উৎকৃষ্ট উন্নত দেশে উপনীত হইয়াছি । আমরা এখানে
 কোন পরিমিত দেবতার আরাধনার জন্ত আসি নাই । এ স্থানে
 কোন বাহ্য আড়ম্বর ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নত ভাব ও মহান উদ্দেশ্য
 মলিন করিতে পায় না । যিনি ‘সচ্চাং শিবং সুন্দরং’ ভূমা অমৃত
 স্বরূপ, তিনিই এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এখানকার প্রত্যেক
 রশ্মিতে তাঁহারই বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে । তিনি
 আমাদের বাহিরে তত নাই, যত আমাদের অন্তরে আছেন ।
 সমুদ্র-ঝঞ্জা বজ্র-ধ্বনি হইতে তাঁহার ধ্বনি উদ্ভিত হইতেছে, কিন্তু
 আমাদের অন্তরাঙ্গাতে—প্রতি ধর্মের আদেশে—প্রত্যেক সাধু-
 ভাবে—তাঁহার গভীর নিঃস্বন আরো সুস্পষ্ট শুনা যায় । মহোচ্চ
 পর্বতে বা সুবিস্তৃত সমুদ্রে তাঁহার মহিমা বিরাজ করিতেছে ;
 কিন্তু আমাদের নিঃস্বার্থ ভাব, অকৃত্রিম শ্রেম, অমায়িক কৃতজ্ঞতা,
 অনন্ত আশা, এই সকলের মধ্যে তিনি আরো উজ্জ্বল রূপ প্রকা-
 শিত হয়েন । তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরাঙ্গ । বাহ্যিক
 আমোদ প্রমোদের আড়ম্বর ও উন্মত্ততায় আমাদের ব্রহ্মোপাসনা
 হয় না—আমাদের উপাসনা আন্তরিক উপাসনা—প্রীতি পূজার
 পুষ্প—অতি পবিত্র উপহার । “আয়ুর্দেহি, যশোদেহি ; পুত্রং
 দেহি, ধনং দেহি” আয়ু দেও, যশঃ দেও ; পুত্র দেও, ধন দেও ;
 ঈশ্বরের নিকটে আমাদের এমন অযোগ্য প্রার্থনা নহে—আমা-
 দের প্রার্থনা এই ‘অসতোমা সদগময় তমসোমা জ্যোতির্গময়
 মৃত্যোর্ম্মাইমৃতং গময় ।’ শরৎকাল কি হেমন্তকালে গঙ্গাসাগর

কি মন্দিরে আমাদের উপাসনা বন্ধ নহে, কিন্তু সকল স্থান এবং সকল কালই তাঁহার উপাসনার আয়তন। আমরা সেই স্বয়ম্ভু অনাদি অনন্ত এক মাত্র পরমেশ্বরেরই উপাসক। যখন ব্রাহ্মধর্মের এমন উদার ভাব—যখন আমাদের এমন প্রশস্ত অধিকার; তখন লোক-নিন্দা, লোক-ভয়, এ সকল নীচ লক্ষ্য আমাদের নহে। যখন জল স্থল শূন্য, যখন ভুলোক ও ছালোক—যখন আমাদের বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি, সকলে মিলিয়া ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং’ একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহোচ্চ পবিত্র নাম ঘোষণা করিতেছে; তখন কি উপহাস, কি মিথ্যা বিনয়, কি লোক-ভয় কিছুতেই যেন আমরা তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত না হই—তাঁহার প্রতি প্রভু-ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত না থাকি। শত্রু৷ নিকটে পুত্র কি পিতার পরিচয়, সেনা কি রাজার পরিচয় দিতে ভয় করিয়া থাকে? তবে আমাদের পিতা যখন সকলের পিতা—আমাদের রাজা যখন রাজার রাজা; তখন বিপক্ষের নিকটে তাঁহার পরিচয় দিতে কি ভয়? তাঁহার মহিমা প্রচার অপেক্ষা আমাদের জীবনের সার কৰ্ম্ম আর কি আছে? অদ্য আমরা সেই পরম পিতার উপাসনা জন্ম এখানে সকলে সমাগত হইয়াছি। কি মনোহর দৃশ্য! তাঁহার জন্ম পুত্র-সকলের দ্বারা এই স্থান পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের উপাসনা যেন বাহ্যিক উপাসনা না হয়—শ্রবণ ও পাঠ মাত্রই যেন আমাদের সর্ব্বস্ব না হয়। ঋণ পরিশোধের ন্যায় কঠোর কর্তব্য মনে করিয়া আমরা এখানে আগি নাই যাহাতে আমাদের আত্মা সেই ভূমার সহিত অকাটা প্রেম-বন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমাদের লক্ষ্য। সরল হৃদয়ে—একাগ্র মনে প্রোক্ষিতে আত্ম হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা কর। তোমাদের সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা, সমুদয় উৎসাহ ও সমুদয় অমুরাগ ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। ভয় ও ভ্রানি ও জ্ঞানতা রূপ মনের অজ্ঞকার দূর করিয়া বিনীত ভাবে, আনন্দিত মনে, সক্রোদ্ধ চিত্তে, গম্ভীর প্রেম ও অটল অমুরাগের সহিত তাঁহার আরাধনা কর। তোমাদের হৃদয়ে যদি কোন কামনা থাকে; তবে যেন তাহা ধর্ম্মের জন্য, পবিত্রতার জন্য,

পাপের উপরে বল পাইবার জন্য, ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য হয়। এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা কর—এই প্রকারে সেই অনাদ্যনন্তকে তাঁহার যোগ্য উপহার প্রদান কর।

কিন্তু ইহা মনে রাখ, তোমাদের এখানকার উপাসনা ইহা-রই জন্য যে সর্বত্রই তাঁহার এই রূপ উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের উপাসনায় যেমন আপনাকে পবিত্র করিবে, সেই রূপ-তাঁহার বিশুদ্ধ উপাসনা প্রচার করিতেও ক্ষান্ত থাকিবে না। এমন গুরুতর কার্যে আমাদের যেন প্রাণ-গত যত্ন থাকে। প্রথমে পরিবার, পরে স্বদেশ, পরে সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিতে থাক। যেখানে আমরা অন্নপান, স্নান ছুঃখ, সকলই আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া ভোগ করি; সেখানে ঈশ্বরে কেই কি একাকী লাভ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারা যায়? যাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম দেশময় ব্যাপ্ত হয়, পৃথিবীময় প্রচারিত হয়, যখন আমাদের এমন মহান লক্ষ্য; তখন তাঁহার প্রথম সোপান যে পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্মকে আঙ্গীন করা, তাহাই যদি না হইল, তবে আর কি হইল? এক এক পরিবারে যে কয় জন ব্রাহ্ম-ভ্রাতা আছেন, তাঁহার ও কি নিরাকার নির্বিকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে ভীত হইবেন? কেবল পুরুষেরা কেন? স্ত্রী পুরুষ—আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে মিলিয়া সেই পরম পিতার অর্চনা কর। ব্রাহ্ম-ধর্ম যদি উদাসীন রহিলেন—তিনি যদি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে না পারিলেন, তবে এ দেশের আর কি হইল? ধর্ম দূরের বস্তু নহে—ধর্মকে তাঁহার স্বর্গীয় আসন হইতে আমাদের নিকটেই আনিতে হইবে—প্রতি দিনের ঘটনার মধ্যে তাঁহার সহায়তা চাই—যত দিন তিনি প্রতি গৃহে, প্রতি পরিবারে, প্রতি কর্মে না আসিবেন, তত দিন আমাদের মঙ্গল নাই। ধর্মের অভাৱ আমাদের আত্মাতে যেন চকিতের ন্যায় ক্ষণিক না থাকে—কিন্তু সূর্য্য কিরণের ন্যায় যেন নিরন্তর প্রকাশ মান থাকে। এই জন্য ধর্মকে সংসারের কর্মক্ষেত্রে আনিতে হইবে। যখন স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্মিণী, তখন তাহাকে হীন ধর্মে অবনত রাখা কতদূর পর্যন্ত পরিভাপের বিষয়! এ

দেশের অবলাগণকে এক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্মের আশ্রয় দেওয়া কঠিন কর্ম নহে। আমাদের দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার বিষয়ে যে সমস্ত বিষয় ছিল, তাহা ঈশ্বরের প্রসাদে কেমন শীঘ্র নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্মের বীজ নিক্ষেপ করিলেই হয়। পুরুষের দৃষ্টান্তে স্ত্রীলোকেরও অন্তর হইতে বৃথা-সংস্কার ও কুসংস্কার সকল অন্তরিত হইতেছে। ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রবেশ জন্য এক্ষণে এদেশের সকল দ্বারই মুক্ত রহিয়াছে—এক্ষণে গৃহে গৃহে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রবেশ না করিলে মহান্ অনর্থ ! স্ত্রীদিগের ধর্মই ভূষণ—ধর্মই সর্বস্ব ধন। তাহাদের কুসুম সদৃশ কোমল হৃদয়ে ধর্মের ভাব যেমন শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়, এমন আর কিছুই নহে। অতএব তাহারদিগকে বিশ্বাস-শূন্য নিরাশ্রিত রাখা কত মন্দ ! যে গৃহে স্ত্রী পুরুষেরা একত্রে বিশুদ্ধ স্বরূপের উপাসনা করিবে, সে গৃহ পবিত্র হইবে—সেখান হইতে বিবাদ কলহ দূর হইবে—সেখানে স্বার্থপরতা লঙ্ঘিত হইবে—স্বতন সদ্ভাব ও প্রেম উদ্ভিত হইবে—মাতার ক্রোড় হইতে শিশু পবিত্র ধর্ম শিক্ষা করিবে—জ্ঞান ধর্ম একত্রে মিলিত হইবে—অবিশ্বাস আর স্থান পাইবে না। যখন আমাদের পরিবারেরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে, তখন তিনি আমাদের সাংসারিক কার্যো পবিত্রতা বিস্তার করিবেন—কর্মের সময় আমাদের সততাকে রক্ষা করিবেন—সকলকে সকলের সহিত সম-দুঃখ-সুখে কালহরণ করিতে শিক্ষা দিবেন—দুঃখ ও বিপদের সময় আমাদের মনে সন্তোষ ও ধৈর্য প্রেরণ করিবেন—তিনি অতি যত্নের সহিত আমাদের লালন পালন করিবেন। অতএব প্রথমেই পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্মের আশ্রয় আনয়ন কর। লোক-নিন্দা, উপহাস ; এ সকল বাধা এমন মহৎ কর্মে কোন বাধাই নহে। প্রতি পরিবার এই রূপে পবিত্র হইলে, তবে আমাদের দেশ পবিত্র হইবে।

প্রতি ব্রাহ্মই এক এক জন ধর্ম প্রচারক। যে দিনে তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি তাঁহার উপরে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের গুরু ভার পতিত হইয়াছে। যাহাতে বঙ্গ

ভূমিতে ঈশ্বরের উপাসনা-বীজ প্রক্ষিপ্ত হয়, ইহাতে সকল ব্রাহ্মের প্রাণ-পণে যত্নবান্ থাকা উচিত। কি উপদেশ, কি দৃষ্টান্ত, কি ধন-বায়, কি জ্ঞান-বিতরণ; যিনি যে প্রকারে পারেন তাঁহার সেই উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। সকলের অল্প অল্প ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হইলে মহান্ কার্য্য সকল ফলবান্ হইবে। ইহাতে যদি প্রতিজন ঔদাস্য করেন—প্রতিজন যদি এই রূপ বলেন, আমরা হইতে কি হইবে—তবে মহান্ অনিষ্টের সম্ভাবনা। আমরা যাহা জ্ঞানি, তাহা যদি সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করিতে পারি; তবে যে কি রূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, কে বলিতে পারে—কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমুদায় ভারতবর্ষে হয়ত তাহার শিখা ব্যাপ্ত হইতে পারে। যে হস্তে জ্বলন্ত-কাষ্ঠ থাকে, সে হস্তের গুণে কিছুই হয় না; কিন্তু তাহার অগ্নিতে সকল বস্তু দগ্ধ হয়। আমাদের বল অল্প হউক বা অধিক হউক—সত্য ধর্ম্মের বল কোথা যাইবে? এইক্ষণে এই বঙ্গদেশে অধর্ম্মের স্রোত যেরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে সকলের সমবেত চেষ্টা বাতিত কিছুই হইবে না। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা উদ্ভিত হও—নিদ্রার কাল অতীত হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মই একরূপ বলিতে পারেন না, আমি কিছুই করিতে পারি না—এক। রামমোহন রায় এই রূপ ঔদাস্য প্রকাশ করিলে এদেশের কি মহান্ অনর্থ হইত? যাহাদের মনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মন্থিতাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস এই যে এ ধর্ম্ম কেবল এ দেশের জন্ম নয়; কিন্তু সকল পৃথিবীর জন্ম। যে ধর্ম্মের এমত উদার ভাব, অতি সঙ্কীর্ণ ভূমি যে এই বঙ্গভূমি, তাহাতেও কি ইহা রোপিত হইবে না? এমত মহৎ কর্ম্মে ঈশ্বরই আমাদের সহায় হইবেন—‘সাপু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।’ এই হতভাগ্য বঙ্গ ভূমিতে যদি কেবল ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিতে পারা যায়, তবে ইহার সকল দোষ পরিহার হইতে পারে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ কি এ দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে? কখনই না। দুর্ব্বল পুণ্ড্রের উপরে মাতার যেমন অধিক স্নেহ পড়ে; এই বঙ্গদেশের উপরে ঈশ্বরের সেই প্রকার স্নেহ। এ দেশ না ধনেতে, না বিদ্যাতে, না

শ্রীতে, না সৌভাগ্যে, না ঐক্যতাতে; কোন বিষয়েই সুসম্পন্ন নহে। যখন এ দেশের এমন দুর্বস্থা, তখন ঈশ্বর আপনাকে দান করিয়া এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। কাহার মনে ছিল যে এই অন্ধতম প্রদেশে পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম অঙ্কুরিত হইবে। আমাদের এমন কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি বল, যে এমন পবিত্র ধর্মকে আমরা রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যখন এ দেশ পাপেতে জর্জরীভূত হইয়াছে, তখন ঈশ্বরের কৃপার চিহ্ন এই দেখা যাইতেছে, যে তিনি এখানে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রেরণ করিয়াছেন এবং এখনো পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া আমাদের এই প্রিয়তম ব্রাহ্ম-সমাজ চতুর্দিকে তরঙ্গিত ঘটনাবলির মধ্যে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অদ্যকার বয়ঃক্রমের ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল! এই কালের মধ্যে সমুদয় ভারতবর্ষ কত প্রকারে আন্দোলিত হইয়াছে। ইহার কত কত সমাজ উপপ্লেবে প্লাবিত হইয়াছে—কত দেশ দগ্ধ ও সমভূমি হইয়াছে—কত রাজ্য রাজা অবস্থান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের এই সমাজ এক স্থানেই স্থির থাকিয়া সকলকেই ঈশ্বরের পথে আহ্বান করিতেছে। ইহা অস্থির বালুকাকারীশির মধ্যে মিশরীয় স্তম্ভ সদৃশ অটল হইয়া রহিয়াছে। ইহা এ দেশের কেমন গুণ লক্ষণ! রামমোহন রায় যে কি এক অগ্নি জ্বালিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনো পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে এবং দিন দিন আরো প্রখর হইয়া উঠিতেছে। ঈশ্বরের এমন অমূল্যের প্রতি আমরা যেন তুচ্ছ-নয়নে দৃষ্টি না করি। সকল মঙ্গলের অঙ্কুর এই যে ব্রাহ্ম-ধর্ম, ইহাকে যেন আমরা প্রাণ-পণে রক্ষা ও প্রচার করি। আমাদের এই হতভাগ্য দেশ অপেক্ষা বলে বীৰ্য্যে সভ্যতা ভব্যতায় আরও কত কত শ্রেষ্ঠ দেশ আছে; কিন্তু বঙ্গদেশের কি সৌভাগ্য! ব্রাহ্ম-ধর্ম অন্য সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন। মাতার দুর্দৈব পুত্রের ন্যায় ঈশ্বরের অমূল্য এই দেশের উপরেই পড়িয়াছে। এ ক্ষণে এই ব্রাহ্ম-ধর্মের উপরেই আমাদের সকল আশা, সকল ভরসা। ইহার দুর্গতিতে আমাদের দেশের দুর্গতি—ইহার উন্নতিতে আমাদের দেশের উন্নতি। এখানকার প্রতি জন,

প্রতি পরিবার, প্রত্যেক সমাজ ও সমুদায় জাতিতে ঈশ্বরের দিকে আনয়ন করিবার জন্য কে সহায় ? না ব্রাহ্ম-ধর্ম । বঙ্গ-সমাজ হইতে অধর্ম কলঙ্কের অপনয়ন কিসে হয়—কুসংস্কার, অবিश्वास, লোক-ভয়, স্বেচ্ছাচার, এই সকলের মূল কিসে শুদ্ধ হয় ? ব্রাহ্ম-ধর্মে । কি ধনী, কি দরিদ্র, কি দাস, কি প্রভু, সকলকে পরম পবিত্র সৌহার্দ্য রসে কে মিলিত করিতে পারে ? ব্রাহ্ম-ধর্ম । জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, যে ভয়ানক বিদ্বেষ-ভাব আছে, তাহা উন্মূলন করিয়া সকল বর্ণকে এক জাতি, সকল জাতিতে এক পরিবারের মত কে করিতে পারে ? সেও আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম । কেবল বিদ্যার বলে এ সকল সিদ্ধ হয় না, কেবল দিবা-নিশি বুদ্ধি গণনা করিতে শিখিল ইহার কিছুই করিতে পারা যায় না । কোন এক বিশেষ অমঙ্গল নিরাকৃত হইলেও ইহার সকল সিদ্ধ হয় না—এক ধর্মই আমাদের সহায় আছেন পবিত্র উন্নত স্মৃতিবীর ব্রাহ্মধর্মই আমাদের সহায় ।

ধর্ম উজ্জ্বল হইলে এ দেশের সকল অমঙ্গল একে একে আপনাই হইতেই চলিয়া যাইবে—তাহাদের অকাল মৃত্যু আহ্বান করিবার জন্য রাজ নিয়মের আবশ্যক হইবে না । ব্রাহ্মধর্মের প্রভা এ দেশে বিকীর্ণ হইলে জাতি-ভেদের বিদ্বেষ ও কলহ আপনাপনি স্থগিত হইবে—উদ্ধাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ হইবে—জাতায় জাতায় বিবাদ বিসম্বাদ আর স্থান পাইবে না ; কিন্তু সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য-বন্ধন দৃঢ়বদ্ধ হইবে—অসত্য, প্রতারণা, মিথ্যা সাক্ষী, বিশ্বাসঘাতকতা, এ সকল পাপ বঙ্গ-দেশে আর কেহই আরোপ করিবে না—ধর্ম এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে আমাদের সকল সৌভাগ্য উদ্ভিত হইবে । ব্রাহ্ম-ধর্মের উপরে যখন আমাদের এত ভরসা, তখন তাঁহাকে যেন আমরা এ দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া না দিই । এমন পবিত্র ধর্ম যেন আমাদের সকলের হৃদয়ে রাজত্ব করে । আমাদের সকল চিন্তা, সকল কামনা, সকল আলাপ, সকল অলুষ্ঠান, যেন ইহারই অলুগত হয় । কি নির্জনে, কি সজনে, কি কর্মক্ষেত্রে, কি ব্রাহ্ম-সমাজে, সকল স্থানে ইহা যেন আমাদের সঙ্গে থাকে,

কিসে আমরা এই সত্য ধর্মের প্রভাব জগতে ব্যাপ্ত করিতে পারি, এই যেন আমাদের সমুদায় জীবনের শিক্ষা হয়। ব্রাহ্ম-ধর্মের লাভণ্যময়ী আকর্ষণী প্রতিমূর্তি আমরা যেন জগতের সম্মুখে ধারণ করি। হে ব্রাহ্মগণ! তোমাদের উপরে ব্রাহ্ম-ধর্মের সকলই নির্ভর করিতেছে। এ ধর্ম যখন তোমাদিগকে রমণীয় বেশ ভূষাতে সুসজ্জিত করিবে—যখন তোমাদের অন্তর ও বাহির নির্মল ও পরিশুদ্ধ হইবে—যখন কর্মের সময় তোমাদের সততা, বিপদে অটল ধৈর্য্য, সুখ-সম্পদে সর্ব-সুখ-দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে—যখন ঈশ্বরের কার্য্য-সাধনে কোন পরিশ্রমকে পরিশ্রম বোধ করিবে না—গুরু বিপদকে বিপদ জ্ঞান করিবে না—যখন তোমাদের জীবনের বিশুদ্ধ মিতাচার সকল অভ্যাচারের কটক স্বরূপ হইবে—যখন তোমাদের গৃহ নির্মল শান্তির আধার হইবে এবং তোমাদের পরিবারের মধ্যে নিশ্চল প্রেম ও সম্ভাব বিরাজ করিতে থাকিবে; তখন দেখিতে পাইবে, তোমরা সকলের জীবিত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে—তোমাদের জীবনই ধর্ম-পুস্তক হইবে—তখন ব্রাহ্ম-ধর্মের বল আপনাপনিই দেশময় প্রচার হইতে থাকিবে। ইহা নিশ্চয় জান, যে অন্যের মন ও চরিত্রের উপরে তোমাদের যত না অধিকার, আপনার উপর তাহা হইতেও বিস্তৃত প্রশস্ত অধিকার। যদি ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিতে যাও, তবে অগ্রে দেখ, তাহার মূল তোমাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে কি না? চক্ষু যেমন আপনাকে ভিন্ন অন্য সকলকে দেখিতে পারে, আমাদের মনও সেই রূপ আপনাকে না দেখিয়া অন্যের দিকে সহজেই ধাবমান হয়। ইহার প্রতি সাবধান থাকিবে। যিনি আপনাকে শোধন করিবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে না চাহেন, তিনি যেন ধর্ম প্রচারের গুরুতর ভার গ্রহণ না করেন। যে ব্রাহ্ম নীচ ও অসৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন—যিনি পান ভোজন ও আমোদ প্রমোদকেই জীবনের সার কল্প বলিয়া জানেন; তিনি যেন প্রচারক হইতে না যান। সেই প্রকার ব্যক্তি ব্রাহ্ম-ধর্মের পরম শত্রু—তাহাদের জীবন এ ধর্মের উন্নতির কটক স্বরূপ। অতএব বারম্বার বলিতেছি, প্রথমে

আপনাকে পবিত্র করিয়া পরিবার ও প্রতিবাসী ও সমুদয় দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিতে প্রাণ-পণে যত্নবান্ হও । ইহার জন্য সকল ত্যাগই স্বীকার করিতে উদ্যত হও—আপনার শরীর-পাত করিতেও ভীত হইও না ।

‘ও’ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮১ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

হে করুণাময় পরম পিতা! সম্বৎসর কাল তোমার করুণার আশ্রয়ে নির্নিষ্ক্রে জীবিত থাকিয়া তোমার প্রসাদে অদ্য এই পবিত্র ব্রাহ্ম সমাজে তোমার অপার মহিমা ও করুণা কীর্তন করিতে আমরা উপস্থিত হইয়াছি । নাথ! তোমার মঙ্গল-গীত উপযুক্ত রূপে গান করে কাহার সাধ্য? তোমার করুণা-রাশি গণনা, ধারণা বা মনেতে কল্পনাই করা যায় না, তবে কি প্রকারে তাহার বর্ণনা হইবে? তুমি প্রতি নিয়তই যেকত প্রকার সূক্ষ্ম ও অনির্দেশ্য উপায় দ্বারা আমারদিগের শরীরকে রক্ষা করিয়া তোমার মঙ্গল-ময় কর্ম সম্পাদন জন্য তাহাকে সক্ষম কুরিতেছ ও আমাদের আত্মাতে সাক্ষাৎ বিরাজমান থাকিয়া তাহার ধর্মের উদ্দীপন করিতেছ; তাহা কি বলিব। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে যে ঋতু, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস, যে দণ্ড, বা যে নিমেষের প্রতি লক্ষ্য করি, সেই সময়েই দেখি, যে তুমি আমারদিগকে অত্যাশ্চর্য্য যত্নের সহিত রক্ষণ ও পালন করিতেছ—আমাদিগকে তোমার নিত্য-পূর্ণ অমৃতধামের অধিকারী করিয়া আপনার অমোঘ সাহায্য প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইতেছ । মাতা যেমন আপনার শিশু-সন্তানের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে পদ চালনা করিতে শিক্ষা করান, তুমিও সেই রূপ অল্পপম স্নেহ ও বাৎসল্য সহকারে আমাদিগকে ধর্মের পথে লইয়া যাইতেছ । সেই পথে প্রত্যেক পদ বিক্ষেপের

সময়ে তুমি আপনার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতিঃ প্রদর্শন করাইয়া তাহাতে অগ্রসর হইতে আমাদিগকে প্রবল উৎসাহ দ্বারা উৎসাহিত করিতেছ। তুমি নিয়তই আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছ, যে তুমিই আমাদের পরম ধন ; তোমাকে সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিয়া ধর্ম সাধন করাই আমাদের জীবনের এক মাত্র তৃপ্তি ও সাফল্যের হেতু; তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে ভ্রমণ করিলে আমাদের মহান্ অনর্থ ও দুঃখ সজ্জাটিত হয়। তোমার এই অমৃতময় উপদেশ মোহ বশতঃ আমরা বারম্বার অবহেলন করিতেছি; কিন্তু তুমি আমাদের মানস-পটে তাহা মুদ্রিত করিবার জন্য কি অনির্বচনীয় যত্নই প্রকাশ করিতেছ। সেই যত্নের বিষয় স্মরণ হইলে তোমার প্রতি প্রেমাত্মক বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারি না। গতবর্ষে কত সময়েই তোমার এই আশ্চর্য্য যত্নের চিহ্ন আমরা অনুভব করিয়াছি। আমরা কত বার তোমাকে বিস্মৃত হইয়া অসাব সংসারকে সার মনে করিয়া স্বার্থ সাধন জন্য ব্যাকুল হইয়াছি— তজ্জন্য আশা রূপ প্রবল বহমান পবন দ্বারা চঞ্চল হইয়াছি— বিষয় রূপ ভয়াবহ-তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রবাহে ভাসমান হইয়াছি— কখন ক্ষণিক বিষয়-সুখ লাভে আপনাকে কৃতার্থম্ভ্রান্ত বোধ করিয়াছি—আবার হঠাৎ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া নৈরাশ্য-নল দ্বারা দগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু যখন আমাদের ঈদৃশ ছুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তখন তুমি আমাদিগের মনে দিবা-জ্ঞান সমুদিত করিয়া আমাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছ। সেই প্রভাবে আমাদিগের স্বার্থ-সাধন প্রবৃত্তি কোণায় অন্তর্হিত হইয়াছে; তখন তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন জন্য আমরা জীবন ধারণ করিয়াছি, ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইয়াছে; তখনি আমাদের চিত্ত বিষয়-বিকার হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত স্নেহতা লাভ করিয়াছে। আমরা কত বার লোভ মোহের প্রয়োচনা বাক্যে বশীভূত হইয়া তাহাদিগের অন্তিমোদিত পথে ধাবিত হইতে উদ্যুক্ত হইয়াছি, কিন্তু হে পতিত-পাবন! যখনি আমরা এই রূপ বিপথগামী হইয়াছি, তখনি তুমি পবিত্র স্রোত সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুণ্য পদবীতে আসিতে আমাদিগকে

আজ্ঞান করিয়াছ—তোমার স্মৃধুব বচন শুনিয়া আমরা অমনি প্রত্যাশিত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি ও তোমার অভয় কোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া কুপ্রবৃত্তি-সকলকে পরাভব করিতে সক্ষম হইয়াছি—আমাদের ধর্মের বল চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কতবার বিষয় স্মৃথ-তোগে এ প্রকার অভিভূত হইয়াছি যে ইহ লোককেই সর্বস্ব মনে করিয়া তোমার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ পদ, তোমার সহিত চির-সম্বন্ধ, আমাদের অনন্ত কালের উপজীব্য অক্ষয় ব্রহ্মা-নন্দ, সমস্তই বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগের উচ্চ গৌরব খর্ব্ব করিয়াছি; কিন্তু হে ধর্মাবহ! সেই সময়ে তোমার প্রদাদাৎ “আমরা তোমার পুত্র” এই সত্য যেমন উদ্বোধ হইয়াছে, অমনি আমাদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য চিন্তাকাশে উদ্ভিত হইয়া বিমল প্রভা ধারণ করিয়াছে—মোহ-ঘনাবলী দূরীকৃত হইয়াছে;—তখন আমরা এখানকার ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কেনই ব্যতিবাস্ত হইতেছি বলিয়া আপনাদিগকে কতই অবমাননা করিয়াছি;—তখন পার্থিব বিষয় সকলের যথার্থ মূল্য অবগত হইয়াছি ও তোমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাহাদের যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছি। কখন সাংসারিক বিপদে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় জানে মুহামান হইয়াছি; কিন্তু তুমি তৎকালে অভয় প্রদান করিয়া আমাদের দিগকে সাহস ও উৎসাহ দিয়াছ; “তুমি মঙ্গল-স্বরূপ, যাহা করিতেছ, ওঁহাই মঙ্গলের নিমিত্ত” এই জ্ঞান তুমি আমাদের বোধ নেত্রে প্রতিভাত করিয়াছ ও তাহার সহায়ে আমরা তোমাকে পাইয়া তোমাতেই নির্ভয়ে স্থিতি করিতেছি; তখন সাংসারিক বিপদের প্রবল ঝঞ্ঝবাতের অভিঘাতেও আমরা অচলের ন্যায় স্থির রহিয়াছি, কিছুতেই আর আন্দোলিত হই নাই। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে যখন আমরা তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, তখন নিদারুণ ক্লেশে নিপতিত হইয়াছি; কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া কায় মনোবাক্যে তোমার ধর্মোপদেশের অনুযায়ী আচরণ করিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, তখন আমরা জীবনের সাফল্য সম্পাদ করিয়াছি। তুমি এই মঙ্গলময় বিধান করিয়াছ, যে তোমাতেই

আমাদের সুখ । “তুমিই রস স্বরূপ ভূগুণি হেতু ।” তুমি এই কারণেই বিষয়ের সহিত প্রকৃত সুখের সংযোগ কর নাহি যে আমরা বিষয়ে পরিতুষ্ট না হইয়া তোমাকে অব্বেষণ করিব ও তোমাকে লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব,—তুমি আমাদের হিতের নিমিত্তে তোমাকে পাইবার পথ চতুর্দিকে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ ; কিন্তু আমরা ভ্রম বশতঃ তাহার অনুগামী হইতেছি না । তুমি আমাদের পরম করুণাময় পিতা, সকল বিপদের ত্রাতা, সকল মঙ্গলের আকর, এক নিমেষের নিমিত্তেও আমাদিগকে বিস্মৃত হও নাহি ; কিন্তু আমরা এরূপ অচেতন-স্বরূপ যে তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, আমরা তোমার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতর সুখকে অবহেলন করিয়া অনিত্য বিষয় সুখকেই সর্বস্ব বোধে তাহারই পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছি । হা ! আমরা আপনাদিগের দোষেই তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া রহিয়াছি । আমরা যদি এরূপ বিমূঢ় চিন্তা না হইতাম, তাহা হইলে এত দিনে আমরা ধর্মের উচ্চতর শিখর আরোহণ করিয়া তোমার সহবাস রূপ বিশুদ্ধ সুশীতল বায়ু সেবনে কৃতার্থ হইতাম । এতদিনে বিষয়কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তোমাকে সত্তত সাক্ষাৎ বিদ্যমান দেখা আমাদিগের কতই অভাৱ হইত । আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কামনা, প্রত্যেক আশা তোমার প্রতিই ধাবিত হইত । এতদিনে আমরা এখানে থাকিয়া পারত্রিক নির্মলানন্দের স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইতাম । কিন্তু আমরা ইহার কিছুই করিতে পারিলাম না । হে পরমাত্মন ! আমরা কি চিরকালই তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া নিতান্ত দীন হীন ভাবে অবস্থিতি করিব ? তোমার সহিত বিচ্ছেদ আর আমাদের সহ্য হয় না । এ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে আমরা অদ্যাবধি মুক্ত হইব । আমরা আর তোমাকে ক্ষণ-কালের জন্যও বিস্মৃত হইব না । তুমি যে নিরন্তর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সৎপথে যাইতে প্রবৃত্তি বিধান করিতেছ, তাহার অনুযায়ী হইয়া আমরা অহরহঃ ধর্ম কৰ্ম্ম অনুষ্ঠানে জীবন সমর্পণ করিব । আমরা অদ্যাবধি সর্বদাই দেখিব, যে তোমার কার্য্য আমরা কতদূর সম্পন্ন করিতেছি—

তোমার সঙ্গ লাভ আমাদের কতদূর অভ্যাশ হইতেছে—আমরা যে বিদ্যা শিক্ষা করি—যে কর্ম, যে চেষ্টা যে আলাপ ও যে কথো-পকথন, বা যে আমোদ করি, তাহা তোমার নিয়মানুগত হইতেছে কিনা; তাহাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইবার পথ আমাদের কতদূর আয়ত্ত হইতেছে। কি সূর্য্যের উদয়াস্ত, কি শশিকলার দিন দিন হ্রাস বৃদ্ধি, কি বিহঙ্গ শরীরের সূক্ষ্ম পতত্র, কি ঘন ঘোর গর্জিত মেঘ-মালা, কি আমাদিগের প্রত্যেক নিশ্বাস ও নিমেষ; সকলেতেই আমরা তোমাকে সাক্ষাৎ বিরাজমান দেখিয়া তোমার মহিমা মহীয়ান্ করিব। তোমাকে অদ্যাবধি আমরা নয়নে নয়নে, মনে মনে, প্রাণ-পণে রাখিব। কিন্তু হে করুণা-সিন্ধু! তোমার সহিত এই রূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে আমরা কত বারই মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু ছুর্ভাগ্য বশতঃ কতবারই সেই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ করণে কতই বৃথি উপস্থিত হইয়াছে। দয়া-ময়! তোমার সহায়তা ব্যতিরেকে আমরা কি আপনাদের প্রতিজ্ঞা বলে তোমার পথের পথিক হইতে পারি! অতএব আমরা তোমার নিতান্ত শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, যে তুমি আমাদিগের মনকে তোমার সৌন্দর্য্য সাগরে আকর্ষণ করিয়া লও; যেন তোমার প্রেমের প্রেমিক হইয়া আমাদিগের জীবন অভিনব মনো-হর বেশ ধারণ করে—আমাদের মন ও কার্য্য নূতন রূপে সং-রচিত ও পরিণত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮২ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

অদ্যকার উৎসব উপলক্ষে মহা সমারোহ দেখিয়া নয়ন ও মন তৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু যাহারা কেবল সমারোহ দেখিবার জন্য অদ্য এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা অদ্যকার দিনের

যথার্থ গৌরব কিছুই জানেন না। আমরা শূন্য কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে আসি নাই আমরা সংসারীর মত হইয়া সাংসারিক ভাবে এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে একত্র হইনাই। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব আমাদেব মনে চির মুদ্রিত হইবে। আমরা এখানে আসিয়াছি যে হৃদয়ে হৃদয়ের সম্মিলনে প্রীতির শিখা উদ্ভিত হইয়া উল্কাগুণ্ডে সেই মহেশ্বরের প্রতি গমন করিবে। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরেতে সমুদয় হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার ধর্ম পালন করিতে অপ্রতিহত বল পাইব—তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে অপরাজিত উৎসাহ পাইব। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরের ভাবের ভাবুক পুণ্য হৃদয় সাধুদিগের মুখজ্যোতি দেখিয়া মলিন হীন ভাব সকলকে দূর করিতে পারিব, কৃতজ্ঞতাকে উজ্জ্বল করিব, আশাকে উন্নত করিব—প্রীতি-পুষ্প বিকশিত করিয়া প্রেমস্বরূপকে দান করিব। এখান হইতে কেহ শূন্য হস্তে শূন্য হৃদয়ে চলিয়া যাইও না। অদ্য হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তাহা যেন চিরদিন জ্বলিতে থাকে।

অদ্য এখানকার ভাব দেখিয়া কি কাহারো মনে হইতেছে না, যে সকল লোকের বিপক্ষে, সকল অসত্যের বিপক্ষে, সত্যের জয় ব্রাহ্ম-ধর্মের জয় হইবেই হইবে। কাহারো মনে কি সত্যের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতেছে না? ঈশ্বরের প্রেম সমুজ্জ্বল হইতেছে না? মঙ্গলের প্রভা স্ফূর্তি পাইতেছে না? উন্নত আশার সঞ্চার হইতেছে না? এ ক্ষণে কেহ মনে করিতেছেন না, আমি সংসারের আকর্ষণেই আর ভুলিয়া থাকিব না, আজ অবধি ঈশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইব? কাহারো কি মনে হইতেছে না, অদ্য অবধি আর আর নীচ লক্ষ্য, নীচ কার্য্য, পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের জন্য চিরজীবন ব্যয় করিব? অদ্য আমাদেব মনে যে অনুরাগ—অনল প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা যেন নির্বাপন না হয়।

অদ্য যেন আমাদিগকে কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে “সকলে

প্রবণ কর—বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম-ধর্মের জয় হইবে—সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্মের জয় হইবে।” সত্য আপনার বলেই এ প্রকার বলীয়ান যে তাহা অন্তর সাহায্য অতি অল্পই আবশ্যক করে। দেখ, ব্রাহ্ম-ধর্মের জন্য এখনো পর্য্যন্ত কাহারও রক্ত পাত হয় নাই, তথাপি ইহার বল কেমন প্রচার হইতেছে। চতুর্দিকে কি নিবিড় অন্ধকার! তাহার মধ্যেও সত্যের আলোক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। কত ভয়ানক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম উন্নত ভাবে পদ সঞ্চার করিতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কত লোকের সত্য অনুসন্ধানে স্পৃহা জন্মিয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্মের শীতল আশ্রয়ে কত শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। ঈশ্বরের বিগুহ-স্বরূপ কত লোকের মনে প্রতিভাত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রেমে কত আত্মা অভিষিক্ত হইয়াছে। এই অল্প কালের মধ্যে অনেকের মনে ধর্মের জন্য একটি অভাব বোধ হইয়াছে—ঈশ্বরের জন্য একটি অভাব বোধ হইয়াছে; আত্মার সেই একটি গভীর অভাব, সংসার যাহা কিছুতেই বিমোচন করিতে পারে না। এই প্রকার সত্যানুরাগী ঈশ্বরান্বেষী সাধুদিগের আত্মাকে পূর্ণ করিবার জন্য কোন কোন মহাত্মা আপনার সমুদয় পরিশ্রম, সমুদয় যত্ন অর্পণ করিতেছেন। যাহাতে অসত্যের উচ্ছেদ হয়, ভ্রমাক্ষকার দূর হয়, সংশয়ান্বিত সত্য-জ্যোতিতে পূর্ণ হয়, শুদ্ধ হৃদয় প্রীতির নীরে অভিষিক্ত হয়, তাহার এখন সচুপায় হইয়াছে। এই অল্প দিনেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি ভ্রাতৃ ভাব সংস্থানের উপক্রম হইয়াছে। হা! তখন পৃথিবী কি সুখের দিন দেখিবে, যখন এই রূপ হইবে, সমুদয় ব্রাহ্মই এক শরীর, ব্রাহ্ম-ধর্মই তাহার প্রাণ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে প্রকার শূন্য-হৃদয় হয়, তাহা এক্ষণে অনেকে অনুভব করিতেছেন। ঈশ্বরের উপাসনাতে সহস্র আত্মা পবিত্র হইয়াছে, উন্নত হইয়াছে, বল পাইয়াছে, জ্যোতি পাইয়াছে, জীবন পাইয়াছে। তাঁহারদের হৃদয় ঈশ্বরের ভাবে উচ্ছসিত হইয়া আর আর হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। বঙ্গভূমির মধ্যে কোথায় আলাহাবাদ, কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় ত্রিপুরা, স্থানে স্থানে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত বৎসরে আমাদের

মনে হইয়াছিল, এখনো পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম-ধর্ম উদাসীন রহিলেন, এখনো পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না, এ বৎসরে-সে অভাবও দূর হইয়াছে। এক এক পরিবার ব্রাহ্ম-ধর্মের ছায়া লাভ করিয়াছে। হা! আমার আশার অতীত ফল পাইয়াছি। ইউরোপের বিজ্ঞ লোকদিগের মনও ব্রাহ্ম-ধর্মের ভাবে পূর্ণ হই-তেছে। তাঁহারদের অগ্নিময়-বাক্য-পূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কে না তাঁহারদিগকে ব্রাহ্ম ভাষা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হন? তাঁহারা ইউরোপ বাসী হইলেন, তাহাতে কি? ব্রাহ্ম-ধর্ম পূর্ব পশ্চিম প্রদেশ এক কবিবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম পৃথিবীর সমুদয় জাতিকে এক পরিবারের মত করিবে। ব্রাহ্ম-পরায়ণ দিগের হৃদয় অতি হৃদয়। দূরদেশ তাঁহারদিগকে পৃথক করিতে পারে না। দূর কাল তাঁহারদিগকে পৃথক করিতে পারে না। তাঁহারদের মধ্যে যদি বিস্তৃত সমুদ্র মুখ বাদান করিয়া থাকে, তথাপি তাঁহারা এক। যদি লক্ষ বৎসর ব্যবধান থাকে, তথাপি তাঁহারা এক। সত্য-ব্রত প্রাচীন ঋষিরা যেমন আমারদের, তদ্রূপ ইংলণ্ড বা আমেরিকা বা পারস্য দেশের কোন এক সত্যাত্ম-রাগী ঈশ্বর প্রেমীও আমারদের ব্রাহ্ম-সমাজের এক জন।

আমরা যদি কেবল গত বৎসরের ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতির বিষয় আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাঠি যে এই এক বৎসরের মধ্যে আমারদের মনে কত অমূল্য সত্য মুদ্রিত হইয়াছে। এই সমাজের বেদী হইতে যে সকল অগ্নিময় বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে, তাহা কি কাহারো অন্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিকম্পিত করে নাট? আমরা কত সময় এই পবিত্র স্থানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরকে অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বর বলিয়া প্রণিপাত করিয়াছি। আমরা কেমন স্পষ্ট অমৃতব করিয়াছি, জড় জগৎ আমারদের চাকুর তত নিকট নহে—ঈশ্বর আত্মার যত নিকট। ব্রাহ্ম-ধর্ম সেই অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরকে আমারদের নিকটে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমারদের কি ভয়, কিসের অভাব আছে? আমরা সেই ঈশ্বরকে পাইয়াছি, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সংসা-রের পাপ-তাপ দুঃখ-দুর্গতি মধ্যে অটল থাকিতে পারি।

আমরা সংসারের আর সকল বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারি, আর সকল সম্পদ তুচ্ছ করিতে পারি; কিন্তু সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বর— তিনি প্রাণ হইতেও প্রিয়তর—তঁাহাকে না পাইলেই নয়। তঁাহাকে পাইলে আমারদের নিকটে আর সকলই উজ্জ্বল দেখায়। আমরা সেই অমৃতের পুঞ্জ বলিয়া আমারদের এই জীবনকে অমূল্য জীবন মনে করি। আমরা আমারদের পিতাকে সর্বত্র দেখিতে পাই—তঁাহার প্রকাশে সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় দিক্ বিদিক্ সমুজ্জ্বলিত দেখি। আমরা নির্জনে তঁাহাকে অমৃতভব করি—প্রিয় বন্ধুর সহবাস অপেক্ষা তঁাহার সহবাসে সুখী হই। তঁাহার জন্য আমারদের সকল কার্য্য আনন্দের সহিত সম্পন্ন করি—আমাদের দেহ মনের সকল শক্তি তঁাহার হস্তে সমর্পণ করি। তঁাহার জন্য আর সকলি বিসর্জন করিতে পারি। যদি এই প্রাণ দান করিয়া তঁাহার কোন মঙ্গল কার্য্য উদ্ধার করিতে পারা যায়, তবে আমারদের পরম সৌভাগ্য। সম্পদের সময় কৃতজ্ঞ হইয়া তঁাহাকে নমস্কার করি। বিপদে তঁাহার গুঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় শিক্ষা করি। পাপ-তাপে সেই পবিত্রতার প্রস্রবণের নিকটে গিয়া শীতল হই। কোন অবস্থা কোন ঘটনা আমারদিগকে তঁাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। মৃত্যুতে, বিদেশ হইতে স্বদেশে যাওয়া যে প্রকার, সেই প্রকার আনন্দ হয়; কেননা আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে আমরা যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, ঈশ্বর আমারদের সঙ্গেই থাকিবেন এবং স্নতন স্নতন আনন্দ বিধান করিবেন আমাদের এ সংসারে ভয় নাই—আমাদের মৃত্যুতে ভয় নাই। বিশ্বাস শূন্য শূন্য-হৃদয় ব্যক্তি যে সকল স্থান শূন্য দেখে, আমরা তাহা দেব-ভাবে পূর্ণ দেখি, তাহারা যে সকল বিষয় স্মরণ করিয়া ভয়েতে কম্পিত হয়, আমরা তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই। আমরা সেই মঙ্গল-স্বরূপের অনুচর হইয়া দেখি, আমাদের প্রীতি তঁাহার সেই উদার, সেই গম্ভীর প্রীতির অমুরূপ ভাব ধারণ করে। তঁাহার সেই প্রীতি দেখিয়া আমরা সকলকেই বন্ধু বলিয়া, ভ্রাতা বলিয়া, আলিঙ্গন করি—যে পর্য্যন্ত না সকলকে সেই পিতার চরণে আনিয়া অবনত করিতে পারি, সে

পর্যন্ত আর কিছুতেই নিরন্ত হই না। আমারদের প্রীতির বিরাম নাই। আমারদের আশার শেষ নাই। এমন কোন সভা নাই, এমন কোন মঙ্গল নাই, ঈশ্বর আমারদের এমন পিতা নন যে তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতে না পারি। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার হইবে। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে সকল মনুষ্য জ্ঞানেতে, ধর্মেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত হইয়া সেই এক মাত্র মঙ্গল স্বরূপের উপাসক হইবে। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে প্রতি আত্মা উন্নত হইয়া তাঁহার চরণের মঙ্গল জ্বালা লাভ করিবে। এখন যদিও চতুর্দিকে রোগ শোক, পাপ তাপ, দেখিতেছি; তথাপি এ আশা কিঞ্চিৎমাত্রও স্তান হয় না। সেই পিতা পাতা বন্ধু আমারদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যৈ কত উপায় করিতেছেন, তাহা আমরা কি জানি। সেই পিতা তাঁহার প্রতি সন্তানকে আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য যৈ কত যত্ন করিতেছেন, কত উপায় প্রেরণ করিতেছেন, কত অবসর অন্বেষণ করিতেছেন, তাহা কে জানে। হা! আমরা সকলে কি তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব না? পাপী পুণ্যাত্মা সকলে মিলিয়া কি তাঁহার চরণে অবনত হইবে না? সংসারে তিনি ভিন্ন আর আমারদের কে আছে? তিনি আমারদের পরম গতি, তিনি আমারদের পরম সম্পদ, তিনি আমারদের পরম লোক, তিনি আমারদের পরম আনন্দ। তিনি আমারদের এখানকার পিতা মাতা—তিনি আমারদের চিরকালের পিতা মাতা—তিনি আমারদের সর্বস্ব ধন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৩ শক।

সাঙ্ঘৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

ভ্রাতৃগণ! অম্য যে জনা তোমরা এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে সমাগত হইয়াছ, তাহা সংসাধন কর। যাঁহার উৎসাহ

জনন প্রফুল্ল আনন্দ দর্শন করিবার জন্য তোমরা সম্বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, তিনি এখন তোমারদিগের সম্মুখে জাঁক-লা-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন ; একবার তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত কর । সেই আনন্দময় জ্যোতির জ্যোতিকে দর্শন করিয়া জীবনের সার্থকা সম্পাদন কর । নয়ন উন্মীলন করিলে এই শোভাময় নিকেতনের প্রত্যেক পদার্থে তাঁহার আবির্ভাব দেখিতে পাই ; এই আলোক মালার প্রত্যেক রশ্মিতে তাঁহার কিরণ, এই সাধু মণ্ডলীর মুখচ্ছবিতে তাঁহার উজ্জ্বল মঙ্গলভাব ; চতুর্দিকে তাঁহার গম্ভীর ভাবে পরিপূরিত রহিয়াছে । আবার যখন নয়ন নিমীলিত করি, অন্তরে দেখি যে সেই রাজারা-জেশ্বর হৃদয়াসনে স্বয়ং আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং প্রীতির কিরণে সমুদায় মনোরাজ্যকে সমুজ্জ্বলিত করিতেছেন । আহা ! অদ্যকার রজনী কি আনন্দের রজনী ! অন্তরে বাহিরে জ্যোতি, অন্তরে বাহিরে আনন্দ স্রোত । পিতার প্রেম-মুখ দেখিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি ; ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সাধু-সত্য-পরায়ণ-ভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেছি । অদ্য যেন কোলাহলময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া আমরা পিতার শান্তি নিকেতনে উপস্থিত হইয়াছি ; এখানে পাপ নাই, দুঃখ নাই ; এখানে সুবিলম্ব ব্রহ্মানন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে ; মধ্যে পরম পিতা অধিষ্ঠান করিতে-ছেন এবং চতুর্দিকে তাঁহার পদানত পুত্রেরা এক পরিবারের আশ্রয় প্রীতি-রসে মিলিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার আরাধনাতে নিযুক্ত রহিয়াছে । এত আনন্দ কি মন ধারণ করিতে পারে ! যে উৎসব উপলক্ষে আমরা এখানে একত্রিত হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আমরাদিগকে কত সৌভাগ্যবান বোধ হয় । অদ্য ব্রাহ্ম-সমাজের জন্ম দিবস ; অদ্য সেই সমাজের জন্ম দিন, যে সমাজের জ্যোতি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গ দেশের এবং সকল দেশের উন্নতি সাধন করিবে ; যাহার প্রভাবে কুসংস্কার তিরোহিত হইবে, কাল্পনিক ধর্মের বিনাশ হইবে, অনাথ সনাথ হইবে, পাপী মুক্ত হইবে, পর্ণ-কুটীর রাজ প্রাসাদ অপেক্ষা আনন্দময় হইবে এবং এই

পৃথিবী প্রীতি পবিত্রতা ও আনন্দে অম্লরঞ্জিত হইয়া স্বর্গ তুল্য হইবে; অদ্য সেই সমাজের জন্ম দিবস। আমাদের কি সৌভাগ্য যে আমাদের জীবন এই পবিত্র উৎসবের পবিত্র আনন্দে আনন্দিত হইতেছে। অদ্য সেই “রস-স্বরূপ” সেই প্রাণের প্রাণকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি। তিনি যে কেবল অদ্যই আমার-দিগের উপর করুণা বর্ষণ করিতেছেন, এমত নহে। যিনি মঙ্গল-স্বরূপ, যিনি পিতা পাতা সুহৃদ, তাঁহার করুণার প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া আমাদের গলাধিত করিতেছে।

গত বর্ষের প্রত্যেক ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গলতাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন সম্পদ, কখন বিপদ হইয়াছে; কখন বা বন্ধুবান্ধবদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সৌভাগ্য সমোরণ সেবন করিয়াছি, কখন বা যন্ত্রণা ক্লেশে সংসারের কঠোরতার পরিচয় পাইয়া একাকী বিলাপ করিয়াছি। কত প্রকার পরিবর্তন হইয়াছে, কত প্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই মঙ্গল-স্বরূপের মঙ্গল-দৃষ্টি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আমাদের উপরে স্থির ছিল; তাঁহার প্রীতি-কোড় হইতে আমরা কখন বিচ্ছিন্ন হই নাই। আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! যখন শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিয়াছি, তিনি আমার অশ্রুজল মোচন করিয়া সান্ত্বনা দ্বারা তপিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছেন; পাপ পঙ্কে পতিত হইয়া যখন অহুতাপিত চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন; ঘোর নিশীথ সময়ে যখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া একাকী সংসারারণ্যে আমি নিতান্ত অসহায় অবস্থাতে ছিলাম, তখন তিনি আমার নিকটে থাকিয়া আমার দেহ মনকে রক্ষা করিয়াছেন; যখন সুখের জন্য ধর্ম্মের জন্য তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিয়াছি, তিনি তাহা প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অনাদানন্ত, সেই ভূমণ্ডলের অধীশ্বর, যিনি দেশ কালের অতীত, তাঁহার শাসনে সমুদয় জগৎ চলিতেছে; সেই ভূম্য সেই মহান্, এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব যে আমরা, আমার-

দিগকে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিতেছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি প্রেমাত্মক সম্বরণ করা যায়? হা! সেই জীবনের জীবন, সেই দীন শরণ; সেই করুণাময় মুক্তি দাতা—“তাহার সমান কেহ চখে দেখে নাই শুনে নাই শ্রবণে।” তিনি আমাদের সর্বস্ব; তিনিই আমাদের সহায় সম্প্রতি; তিনিই আমাদের আশা আনন্দ। ভ্রাতৃগণ! আইস পবিত্র হৃদয়ে সেই প্রাণ-সখার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি। হৃদয়-নাথ! আমাদের কি আছে যে তোমার করুণার প্রতিক্রিয়া করিব? তুমি প্রেম-সমুদ্র, তুমি মঙ্গল নিকেতন, তোমার যে কত করুণা, তাহা স্মরণ করিতে গেলে বাক্য মন স্তব্ধ হইয়া পড়ে। আমরা দীনহীন, আমরা এই পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর ধূলি কণাতে বদ্ধ রহিয়াছি, আমাদের কি পুণ্যবল যে তুমি আমাদের দিগকে এত প্রীতি কর। আমরা তোমার হইতে দূরে যাই, আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করি, কিন্তু নাথ! তুমি সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের মঙ্গল সাধন কর। তুমি আমাদের দিগকে কত সুখ দিয়াছ ও দিতেছ, তাহার সীমা নাই; তোমার প্রীতির বিশ্রাম নাই। জগদীশ! আমরা তোমাকে কি দিব? আমাদের হৃদয় মন দেহ প্রাণ, যাহা আছে, তুমি সকলি লও, আমরা তোমারি।

ভ্রাতৃগণ! এক বার ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি আলোচনা করিয়া দেখ, এই দুর্ভাগ্য অনন্যগতি বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের কি অল্প-গ্রহ। রাশি রাশি বিষয় বিপত্তির মধ্যে এই সমাজ পর্ত্তের ন্যায় অটল থাকিয়া একত্রিংশৎ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। দেখ চতুর্দিকে ব্রাহ্ম-ধর্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, সত্যে রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। ইহা কেবল পরমেশ্বরের উদার করুণার চিহ্ন। নতুবা আমাদের ক্ষুদ্রবলে এই নিরুৎসাহ নিরানন্দ বঙ্গভূমিতে এই উৎকৃষ্ট ধর্মের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, এক দণ্ড কালও স্থির রাখিতে পরিত্যম না। আমাদের লোক নাই, অর্থ নাই, ক্ষমতা নাই, প্রচারের নিয়ম নাই; তথাপি দেশে দেশে

গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রাহ্ম সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। যে সকল স্থান পৌত্তলিকতার দুর্গ-স্বরূপ ছিল, সেখানে ব্রাহ্ম-ধর্মের পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে; যাহারা ব্রাহ্মের নাম শুনিবামাত্র খজা হস্ত হইতেন, তাঁহাদের বিদ্বেষের খর্ব্বতা হইয়াছে; যে সকল পরিবারে কেবল বিষয়ের পুঞ্জ হইত এবং ধর্ম উপহাসের বস্তু ছিল, সে সকল পরিবারে একমেবাদ্বিতীয়ং মুক্তকণ্ঠে কীর্তিত হইতেছে; যাহারা কেবল ব্রাহ্ম-ধর্মে শূন্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভীকৃত্য প্রযুক্ত অমুষ্ঠানের সময় কপট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারাও অকাতরে ঈশ্বরের জন্ত বিষয়-ভাগ স্বীকার করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরাও জাগ্রত হইয়া সত্যের পথ অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অসারদের দুর্ভাগ্য ভগিনীগণকে, কুসংস্কার পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের সরল হৃদয়ে পবিত্রতা ও আনন্দ বিস্তার করিতেছেন বালকেরাও এই বিশুদ্ধ ধর্মের মঙ্গল-চ্ছায়া গ্রহণ করিতেছে এবং অর্দ্ধক্ষুট ভাষাতে পরম পিতার নাম কীর্তন করিতেছে। পূর্বের ন্যায় ধর্মের আর নিদ্রিত ভাব নাই; ইহার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞান-জ্যোতিতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে, শ্রীতির বলে বিদ্বেষ ও বৈর-ভাব পরাস্ত হইতেছে, উৎসাহের অগ্নিতে ভীকৃত্য ও কপটতা ভষ্মীভূত হইতেছে। এক বার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন আমাদের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ এতকাল ঘোর অন্ধকারে অভিভূত থাকিয়া সত্য-সূর্য্যের নব আলোক দর্শন করিয়া স্রুণ্ডোখিতের ন্যায় উৎসাহ-সহকারে উন্নত হইতেছে। ধন্য মহাত্মা রামমোহন রায় যাহার প্রসাদে এ দেশে পবিত্র ধর্মের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইল। ধন্য বঙ্গভূমি! যেখানে ঐ ধর্মের প্রথম আবাস-স্থান হইল। চতুর্দিকে কি আশ্চর্য্য-রূপে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে! কোথায় হিমগিরির শতজ্ঞ নদী-তীরস্থ ভজ্ঞীরাগার শোহিনী নগরী, কোথায় অষোধ্যা, কোথায় বেরেলী, কোথায় কটক মেদিনীপুর ও কোথায় চট্টগ্রাম, ব্রাহ্ম ধর্মের রাজ্য কি সুবিস্তীর্ণ হইতেছে! আবার কেবল ভারত ভূমিতে নহে। ইংলণ্ড

ও আমেরিকা, যেখানে কাল্পনিক ধর্ম এখনো পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছে, সেখানেও অনেকে ব্রাহ্ম-ধর্মের সত্য অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম পূর্বে পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এক করিবে। ব্রাহ্মগণ! আর নিজার কাল নাই, ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারে কায়মনো-বাক্যে যত্নশীল হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমারদিগের তাদৃশ উৎসাহ নাই, চেষ্টা নাই, যত্ন নাই; তথাপি এত উন্নতি হইতেছে; যদি একবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে মিলিয়া চেষ্টা কর, অতি অল্পকালেই প্রভূত উপকার দৃষ্টিগোচর হইবে সন্দেহ নাই। কেবল মুখে বলিলে হইবে না, কার্যোতে করিতে হইবে। “সব মোর লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন”, ইহা কি কেবল বাক্যোতেই রহিল? ব্রাহ্ম হইয়া আমরা কি কপটের ন্যায় মুখেতেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব এবং কার্যের সময় লোক-ভয়ে ভীত হইয়া সংসারের পূজাতে প্রবৃত্ত হইব। তবে আমারদের সরলতা কোথায়, কোথায় ঈশ্বরেতে অমুরাগ ও প্রীতি? আমারদিগের ধর্ম কি নির্জীব নিদ্রিত ধর্ম? কখনই না। ব্রাহ্ম-ধর্ম অগ্নিময় জীবন্ত ধর্ম; ইহার এক ক্ষূলিজ পৃথিবীর রাশিকৃত পাপ ও যন্ত্রণা ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহার প্রভাবে জীবন অপরািজিত স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হয়, লক্ষ লক্ষ শত্রু এক নিমেষে পরাস্ত হয়। আমরা সেই ধর্মের উপাসক; ঈশ্বর আমারদের সেনাপতি, সত্য আমাদের ধর্ম, আমাদের কি ভয়? সমুদায় পৃথিবী যদি খজা হস্ত হয়, “সত্যমেব জয়তে নানৃতং” এই অগ্নিময় বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করিব; সত্যের জন্য যদি স্মৃথ সম্পদ মান সন্ত্রম সকলি পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান দিতে হয়, আনন্দের সহিত এই পার্থিব ধূলির শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অকৃত অমৃতকে লাভ করিব। ব্রাহ্মগণ! আলস্য ও উপেক্ষা, অলীক আশ্রয় ও বুখা তর্ক পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার কর, ব্রাহ্ম নাম দেশ বিদেশে ঘোষণা করিয়া ধর্মহীন নির্জীব ভ্রাতা ভগিনীদিগকে জীবন দান কর। অদ্য যেন সেই জ্যোতির জ্যোতি ভুবনেশ্বর এখানে আনিয়া তাঁহার সমাগত পুত্রদিগকে

কহিতেছেন, “উত্থান কর, আমার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমা মহীয়ান্ কর।” আইস সকলে মিলিয়া আজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে সর্বস্ব অর্পণ করত অদ্যকার উৎসব পূর্ণ করি। যদি একবার তাঁহার প্রেম-মুখ দেখিলে, তবে চিরজীবনের মত তাঁহার সহিত প্রেম শৃঙ্খলে কেন না আবদ্ধ হও ? ভ্রাতৃগণ ! সকলে তাঁহার প্রতি আত্মাকে উন্নত কর।

হে পরমাত্মান ! তোমার চরণের মঞ্চল-ছায়াতে আমারদিগকে রক্ষা কর। আমারদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ-যেন অদ্যই অবসন্ন না হয় ; তুমি যেমন অদ্য আমারদিগকে দেখা দিতেছ, এই রূপ চিরদিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া সর্বদা পাপ তাপ বিষয় হইতে আমারদিগকে রক্ষা কর। এ পৃথিবীতে আমারদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই ; তুমিই আমারদের পিতা মাতা তুমিই আমারদের সুহৃদ। সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমাদের আলোক ; ভয় ও দুর্ভলতার মধ্যে তুমি আমারদের বল ; অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমিই আমারদের চির সম্পদ। নাথ ! যখন তোমার গৃহের পথিক বলিয়া তাবৎ সংসারিরা আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া চিরজীবন-সখা চির-সুহৃদ বলিয়া আমারদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুহৃদ আর কোথায় পাইব ? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব হে জীবনের জীবন ! আমারদিগকে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমারদের সমুদয় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্তিত হউক ; সর্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়-নাথ ! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৩ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় অবধি ব্রাহ্ম-ধর্ম আজি কি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়াছেন। সূর্য্য যখন অদ্য প্রভাতে আপনার কিরণ বিকীর্ণ করিলেন, তিনি ও আমারদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিত হইয়া আমারদিগকে তাঁহার নিকটে আকর্ষণ করিলেন। অদ্য প্রার্থনা করিবার পূর্বেই তাঁর উজ্জ্বল কিরণ আমারদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। সম্বৎসর কাল আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কবে ১১ মাঘ আসিবে, সকল জাত মণ্ডলী একত্র হইয়া প্রীতি-পুষ্প দ্বারা পরম পিতার অর্চনা করিব, সকল স্তম্ভদে মিলে পরম সখাকে ডাকিব, প্রীতি ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া তাঁর চরণে প্রণিপাত করিব। সেই ১১ মাঘ উপস্থিত, অদ্য ঈশ্বর আমারদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। যেমন আমরা জাগ্রত হইয়াছি, আমারদের চক্ষের আলোক হইয়া তিনি দর্শন দিয়াছেন। সূর্য্য উদয় অবধি এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত তাঁহার মহিমার মধ্যে আমরা বিচরণ করিতেছি। আমরা জানিতেছি, আমারদের পরম গুরু পরম সখা আমারদের সম্মুখেই আছেন। তিনি আমারদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন, আমরাও সহজে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি। যাঁর ঈশ্বর হইতে যে অমৃত বাক্য নিঃস্যান্দিত হইতেছে, তাহা তিনিই প্রেরণ করিতেছেন। পূজার জন্য যিনি যাহা সংগ্রহ করিয়া পবিত্র-স্বরূপকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তিনিই তাহা দান করিতেছেন। ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ-প্রভা স্ফূর্তি পাইতেছে। সঙ্গীত ধ্বনিতে দিগ্বিদিক ধ্বনিত হইতেছে—স্তব স্তোত্রে আকাশ পূর্ণ হইতেছে। সাগর সমান গভীর ভাবে হৃদয় উচ্ছসিত হইতেছে, আনন্দ-কিরণ চন্দ্র-কিরণের ন্যায় প্রসারিত হইতেছে। ঈশ্বর আমারদের সম্মুখে পূর্ণ মহিমাতে বিরাজ করিতেছেন। তাঁর সেই তিমিরাভীত জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। তাঁর সেই জ্যোতি এ চক্ষুতে দেখা যায় না,

তাহা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি। ব্রাহ্ম-ধর্মের যেমন উপদেশ যে তাঁহাকে সহজে দেখ, আমরা তেমনি তাঁহাকে সহজেই সাক্ষাৎ দেখিতেছি। যেমন সকলকে দেখিতেছি, উৎসাহ ও আনন্দের সহিত মিলিত হইতেছেন; তেমনি সাক্ষাৎ জানিতেছি, পরম-পিতা আমারদের সম্মুখে আসিয়াই আমারদের উপাসনা গ্রহণ করিতেছেন। যেমন সাক্ষাৎ জানিতেছি, এই ভ্রাতৃমণ্ডলী উল্লাসের সহিত তাঁহাকে প্রীতি দান করিতেছেন; তেমনি জানি তেছি, ঈশ্বর প্রতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই প্রীতি-গ্রহণ করিতেছেন। “অপাণিপাদোজ্বনোগৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত কর্ণঃ। সবেত্তি বেদ্যং নচ ত্যাস্তি বেত্তা তমাহরগ্রাং পুরুষং মহাস্তং।” তিনি অপাণিপাদ হইয়া আমারদের নজ্জেই বিচরণ করিতেছেন। তিনি অচক্ষু অর্কণ হইয়া আমারদিগকে দেখিতে-ছেন ও আমারদের আনন্দ-নির্নাদ শ্রবণ করিতেছেন। তিনি করুণা-নিলয়, তিনি মঙ্গল-নিকেতন, সকল হৃদয়েই তাঁহার প্রেম। বিনীত ভাবে সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গমন কর, এখনি দেখিতে পাইবে, সত্য-ভাব আর এমন কোথাও নাই; এমন মঙ্গল-ভাব জগতে নাই। হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলিত হইয়া যে প্রীতি-অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা কোন পার্থিব বস্তুতে তৃপ্তি না পাইয়া স্বর্গাভিমুখেই সমুখিত হইতেছে। দেখ, সর্বত্রই তিনি তাঁহার জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন। হৃদয় তাঁহাকে ধরিবার জন্য যেমন প্রশস্ত হইতেছে; তিনি ততই তাহাকে পূর্ণ করিতেছেন। বৎসরান্তে অদ্য যদি তিনি আপনাকে এমন প্রচুর-রূপে দান করিতেছেন; তবে যখন আমরা এ পৃথিবী হইতে নুতন লোকে গিয়া উপস্থিত হইব, তখন আমরা কি আনন্দে আনন্দিত হইব! তখনকার উৎসবের সহিত এ মহোৎসবের কি গণনা! ঈশ্বর আমারদের এই পৃথিবীর জন্যই নন, তিনি আমারদের একালের ও পরকালের নেতা। তিনি আমারদের চিরকালের আনন্দ। হে পরমাত্মন! তোমার গুণ কীর্তন আমি কি করিব! বাক্য তোমাকে বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয়—মন তোমাকে ভাবিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৪ শক ।

সাংসারিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

অদ্য মাঘ মাসের একাদশ দিবস ; অদ্য ব্রাহ্ম-সমাজের জন্ম দিবস, এইটি স্মরণ হইবা মাত্র শরীর লোমাঞ্চিত হয়, আত্মার উৎসাহ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, বিমলানন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়। এই দিনের মহান্ ভাব স্মরণ করিয়া কাহার অন্তঃকরণ না সেই সাধু, সেই ব্রহ্ম-পরায়ণ, সেই চিরস্মরণীয় রামমোহন রায়কে বারম্বার ধন্যবাদ করে, যাহার প্রযত্নে ব্রাহ্ম-ধর্ম বীজ এই বঙ্গভূমিতে প্রথম অঙ্কুরিত হয়। কাহার অন্তঃকরণ না সেই, বিঘ্ন-বিনাশন মঙ্গলা পরমেশ্বরের মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হয়, যাহার প্রসাদ-বারিতে সেই বীজ প্রস্ফুটিত হইয়া বৃক্ষ রূপে উন্নত হইয়াছে এবং সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখাতে আবৃত হইয়া শত শত লোককে শীতল ছায়া এবং অমৃত ফল প্রদান করিয়াছে। আমরা কি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব না যে এই ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে আমরা অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, যে ইহারই বিশুদ্ধ মঙ্গল ছায়াতে থাকিয়া জ্ঞান ধর্ম লাভ করত জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিয়াছি। পাপ তাপে জর্জরিত হইয়া কি কেহ এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে আসিয়া শান্তি লাভ করেন নাই ? বিষয় কোলাহলে দীপ্তিশিরা হইয়া কি কেহ এখানে আসিয়া ঈশ্বরের প্রীতি সলিলে অবগাহন করত নিঃশীতল আনন্দ উপভোগ করেন নাই ? এখানকার বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, এখানকার পবিত্র ব্রহ্মোপাসনাতে মনঃ সমাধান করিয়া কি কেহ সংসারের মোহ দুর্বলতা হইতে মুক্ত হন নাই ? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এই ব্রাহ্ম-সমাজই আমাদের উন্নতি, আমাদের মঙ্গলের এক মাত্র কারণ। যে ধর্মের আনন্দে পৃথিবীর দুঃসহ যন্ত্রণাও অনায়াসে বহন করা যায়, যে ধর্মের এক ক্ষুলিঙ্গে রাশি রাশি বিঘ্ন ভস্মীভূত হইয়া যায়, যে ধর্মের বলে হিমালয়-সমান প্রতিবন্ধক-সকল চূর্ণ হইয়া যায়, সেই অগ্নিগয় ধর্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম। যে ধর্ম পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করে, মনুষ্যকে দেবভাবে শোভিত করে, পর্ণ-কুটীরকে রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষাও উন্নত করে এবং বিপদের উত্তেজনার মধ্যেও

শান্তি বিস্তার করে; সেই স্বর্গীয় ধর্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম। যে ধর্ম সকল প্রকার কুসংস্কার বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তানকে স্বাধীনতার দ্বারে বিভূষিত করিবে, এবং সত্যের পতাকা উড্ডীন করিয়া “সত্যমেব জয়তে নানৃতং” এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তের পর্য্যন্ত অধিকার করিবে; সেই সত্য ধর্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম। যে ধর্ম সংসার অরণ্যে আমাদের এক মাত্র সহায়, সংসার যাত্রায় আমাদের এক মাত্র নেতা; যে ধর্ম অগতির গতি এবং দুর্ভেলের বল; সেই মহৎ ধর্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম। সেই ব্রাহ্ম-ধর্ম কোটি কোটি বিষয় অতিক্রম করিয়া গম্ভীর ভাবে, অটল ভাবে, এই বঙ্গ স্থানে ত্রয়োদ্বিংশ বৎসর বিরাজ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। এক সময়ে এই ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে অনুরোধ-বলেও দশ জন লোককে একত্রিত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বোধ হইত; কিন্তু এখন নানা স্থান হইতে শত শত লোক ইচ্ছা পূর্বক উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিতেছেন। পূর্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম কেবল এদেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এখন দেখ মহিলাগণ কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া নির্জনে বসিয়া কোমল হৃদয়ে প্রীতি-কুসুমের সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন। পূর্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম কেবল জ্ঞানেতেই বদ্ধ ছিল, এখন কত সাধু ব্রাহ্ম নির্ভয়ে ব্রাহ্ম-ধর্মের অমূল্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে, দিবসে দিবসে, নিমেষে নিমেষে ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি হইতেছে। এক পল্লিতে ব্রাহ্ম নাম ধ্বনিত হইল, তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র নাম পার্শ্বস্থ পল্লিতে প্রতিধ্বনিত হইল; এক গ্রামে কোন সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, ক্রিয়াকাল পরে বিংশতি গ্রাম সেই সাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। হৃদয়ে হৃদয়ে, পরিবারে পরিবারে, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে এক বিশুদ্ধ প্রীতি-যোগ স্থাপিত হইতেছে। সকল পরিবার এক হইবে, সকল জাতি এক হইবে, তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম বঙ্গ দেশের পূর্বাঞ্চলে, পশ্চিমাঞ্চলে, উত্তর প্রদেশে, দক্ষিণ প্রদেশে, বেঙ্গ-বতী শ্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য লোকের আত্মাতে

অমৃত ফল উৎপাদন করিতেছে। ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি কেবল বঙ্গ-দেশেই বন্ধ রহিয়াছে, এমত নহে। ব্রাহ্ম-ধর্ম কেবল বঙ্গ ভূমির ধর্ম নহে, ইহা সমুদায় পৃথিবীর ধর্ম। কি আশ্চর্য্য! দেশ বিদেশে এক সময়েই ব্রাহ্ম ধর্মের অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে; বোধ হয় যেন অবিলম্বে সেই সকল অগ্নি একেবারে দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় পৃথিবীকে আলোকিত করিবে। জ্ঞানোজ্বল বোম্বাই দেশ ধর্ম তুষ্ণায় কাতর হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্মকে আহ্বান করিতেছে। ইংলণ্ডেও ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে, তথাকার কাল্পনিক ধর্ম মন্দিরের মধ্যস্থল হইতে ব্রহ্ম নাম কীর্তিত হইতেছে এবং যাহাদের হস্তে সেই ধর্ম রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহারা তাহা বিনাশ করিতে খজা-হস্ত হইয়াছেন। আমেরিকা স্বাধীনতার বলে কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছেদ করিয়া সমাজ স্থাপন পূর্বক পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্মকে রক্ষা ও প্রচার করিতেছেন। দেখ, চতুর্দিকে কেমন আশ্চর্য্য রূপে ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি হইতেছে। ব্রাহ্মগণ! এই উন্নতি অবলোকন করিয়া তোমাদের আত্মা কি উত্তেজিত হইতেছে না, ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি তোমাদের অমুরাগ ও উৎসাহ কি শত গুণে প্রদীপ্ত হইতেছে না? তোমরা কি এখনো বিষয়-লালসা ও লোক-ভয় পরবশ হইয়া সংসারে অভিভূত হইয়া থাকিবে? এখনো কি বিরোধীদিগের তর্কতরঙ্গে তোমাদের বিশ্বাস আন্দোলিত হইবে; এখনো কি ক্ষুদ্র বিষয়ের বিনিময়ে অমূল্য সত্যকে লাভ করিতে সঙ্কুচিত হইবে? ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমা তোমাদের সম্মুখে জাজ্বল্য-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসরের উন্নতি তোমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে; ব্রাহ্ম-ধর্মের যথার্থ ভাব অবগত হইবার জন্য আর এখন অহুমানুর উপর নির্ভর করিতে হয় না তর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয় না; এখন সকলই প্রত্যক্ষের ব্যাপার। এখন সাধু দৃষ্টান্তের অভাব নাই; ধর্মের আনন্দ, ধর্মের বল পুস্তকে বদ্ধ না থাকিয়া এখন জীবনে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিক্রম উপহাসে ব্রাহ্ম-ধর্মের এক কণা মাত্র সত্যও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; রাজ-বিক্রমে, ধনীর নির্যাতনে, বিপদের কশাঘাতে ব্রাহ্ম-

ধর্ম অবসন্ন না হইয়া বরং নব-উদ্যমে তেজীয়া হইয়া। তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ, ব্রাহ্ম-ধর্মের কি বল। চিরদিনের জন্য আলস্য ও ভীকৃত্য বিসর্জন দিয়া একবার উৎসাহ সহকারে ধর্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে যে সংসারের বল দুর্বলতার এক নাম মাত্র, বিষয়ের প্রতিবন্ধক ছায়া মাত্র। তোমাদের শরীর প্রস্তুতের ন্যায় কঠিন হউক, তোমাদের আত্মা ধর্মের অভেদ্য কবচে আবৃত হউক, তোমাদের জিহ্বা হইতে অগ্নিময় বাক্য-সকল বিনির্গত হউক তোমাদের চক্ষু হইতে উৎসাহের প্রভা বিকীরিত হউক; মেদিনী তোমাদের ভয়ে কম্পিত হইবে, তোমাদের বাহু-বল, বুদ্ধি-বল, ধর্ম-বল, দেখিয়া অতি দুর্জয় নিদারুণ শত্রুও অবসন্ন হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মগণ! উত্তীর্ণ হও, ব্রাহ্ম নাম উচ্চারণ করিয়া শরীর মনকে অগ্নিময় কর, ভাষানক বিঘ্ন-সকল অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইবে। বিরোধীদের অস্ত্রাঘাতে যদি শরীরের সমুদায় শোণিত নিঃসারিত হয়, বিপদের গুরু ভারে যদি সমুদায় অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতেই বা কি? সত্যের জয় হইবেই হইবে, ইহা স্মরণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম পালনে কখনই বিমুখ হইব না। আমরা যখন সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের সম্মুখীন প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি—আমাদের দেহ মন প্রাণ সকলি তোমাতে দিলাম, তখন কি সেই প্রতিজ্ঞা পালনে বিমুখ হইয়া অসত্যের কলঙ্কে কলঙ্কিত হইব? ব্রত গ্রহণ করিয়া পালন করিলাম না, ইহা কি ব্রাহ্মের পক্ষে সামান্য অপরাধ! পুনর্বার বলিতেছি, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ, ব্রাহ্ম ধর্মের বলে কি না হয়। তোমরা যতই অগ্রসর হইবে, ততই বিরোধীগণ ভয়ে ভীত হইয়া নিরস্ত হইবে; তোমরা যতই কুণ্ঠিত হইবে, ততই তোমাদের বল অবসন্ন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির আশাও অবসন্ন হইবে। সেই “ভবান্ত্রোধিপোতং” পরমেশ্বরকে অবলম্বন কর, অনায়াসে সাগর-সমান বিঘ্ন-সকল অতিক্রম করিবে; ব্রাহ্ম-বলে বলীয়ান হইয়া হস্ত প্রসারিত কর, লৌহময় কবচ চূর্ণ হইয়া যাইবে। “কি ভয় লোক-ভয়ে”। যখন

সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমারদের দিকে, তখন আইস, সকলে মিলিয়া আগামী বৎসরে কায়-মনো-বাক্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম পালন করিতে দৃঢ়-ব্রত হই, লোক-নিন্দা, লোক-ভয়, সকল নীচ লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণ মন সকলি সেই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মে সমর্পণ করি। যাঁহাকে সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াছি তাঁহারি প্রীতি-শৃঙ্খলে অনন্ত কাল যেন আমরা আবদ্ধ থাকি।

হে পরমাত্মন! তুমি আমারদের সকলের হৃদয়-ধামে প্রকাশিত হও। অদাকার উৎসবের আনন্দ যেন চির দিন আমারদের হৃদয়ে বিরাজ করে। তুমি অদ্য যে বিশুদ্ধ প্রেম আমারদিগকে প্রেরণ করিবে, চির দিনই যেন তাহা সন্তোষ করি। তুমি এ প্রকার শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর, বল প্রেরণ কর যে যেন আগামী বৎসর ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে আরো সাধ্যাত্ম-সারে চেষ্টা করি। কিসে তোমাকে লাভ করিয়া আমি পবিত্র হই, ইহাই যেন আমার চির লক্ষ্য হয়। হে নাথ! তুমি দিন দিন আমাদের এই ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি কর, এই বঙ্গ ভূমিকে তোমারি আয়ত্ত করিয়া লও, প্রত্যেক পরিবারে তুমি সর্ব-স্বামী-রূপে বিরাজ কর, সমুদায় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমা প্রকাশিত কর, তুমি সকলের হৃদয়কে তোমার দিকে আকর্ষণ কর; সকল পরিবার যেন এক পরিবার হয়, আমারদের সকল কার্যে যেন তোমার প্রতি লক্ষ্য স্থির থাকে, তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই যেন আমরা লালায়িত হই। হে ঈশ্বর! তোমা ভিন্ন আমারদের আর গতি নাই, তুমি আমারদের আশা, তুমিই আমারদের আনন্দ। হে নাথ! তোমার জন্য যদি সমুদায় বিষয়সুখ বিসর্জন দিতে হয়, যদিপি সর্বত্যাগী হইয়াও তোমার কার্য সাধন করিতে হয়; তাহাতে ও যেন কুণ্ঠিত না হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৫ শক ।

সাংসারিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

অদ্যকার মহোৎসবে কেবল সেই মহান্ পুরুষের মঙ্গল জ্যোতিই চতুর্দিকে বিকীর্ণ দেখিতেছি, সেই করুণাময়ের করুণাই সর্বত্র প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কেবল ব্রাহ্ম-ধর্মের মহত্বই অল্প-ভব করিতেছি । সেই আদি দেবতা—সেই অনাদি দেবতা আজি সমস্ত দিনই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত আছেন এবং প্রতিক্ষণে আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছেন । আজি যে দিকে চাহিতেছি, তাঁহাকেই দেখিতেছি, করতল-চ্যুত আমলকের ন্যায় তাঁহারই সত্ত্বা প্রতীতি করিতেছি । সূর্যের দিকে চাহিতেছি, সেই প্রেম-সূর্য্যাকেই দেখিতেছি, স্ন্যধাকরের দিকে চাহিতেছি, সেই প্রেম-স্ন্যধার আকরকেই দেখিতেছি, যখন আত্মার পানে চাহিতেছি, তখন আত্মার আত্মাকে দেখিয়া আপ্যায়িত হইতেছি । এই আলোক তাঁহারই জ্যোতি ধারণ করিতেছে, এই সমীরণ তাঁহাকেই উদ্বোধন করিয়া দিতেছে, এই গৃহ তাঁহারই আবির্ভাবে উজ্জ্বলিত-হইয়াছে । বাহিরে যেমন পূর্ণ-চন্দ্র উদয় হইয়া সহস্র-ধারে স্ন্যধা বর্ষণ করিতেছে, সেই রূপ অন্তরে সেই প্রেম-শশী উদয় হইয়া অল্পপম জ্যোৎস্না-রাশি প্রকাশিত করিতেছেন । আজি আমাদের হৃৎ-পদ্ম উর্দ্ধমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে শ্রীতি-সৌরভ প্রদান করিতেছে ; আবার তিনি আমাদের হৃদয়ের সমস্তাৎ অধিকার করিয়া মুক্ত-হস্তে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন ।

এই জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ সকলেরই নিকটে বিরাজ করিতেছেন, জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর, এখনই চরিতার্থ হইবে । হৃদয়-মন্দিরের মোহ-কবাট উন্মীলন কর, এখনই সেই স্বর্গীয় জ্যোতি তাহাতে প্রবেশ করিয়া শোক, তাপ, হৃদয়-জ্বালা সকলই দূরীকৃত করিবে । এমন সম্ভাপ-হারিণী মূর্তি আর কোথাও নাই ।

একাগ্র-চিত্ত ব্রাহ্মগণ ! তোমরা অবশ্যই সেই সর্ব-সম্ভাপ-হারিণী মূর্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিতেছ । অবশ্যই সেই হৃদয়-

নাথকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছ, তোমাদের কৃতজ্ঞতা, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, একত্র হইয়া অবশ্যই সেই দেবদেবের আরাধনা করিতেছে। তোমরাই ধন্য, তোমাদিগের জন্যই এই আনন্দময় মহোৎসব। অজিতেন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত বিক্ষিপ্ত-চিত্ত লোকে এই উৎসবের মধুরতা কি বুঝিবে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের উপর—প্রবৃত্তির উপর কৰ্ত্তৃত্ব করিতে শিখিয়াছেন, ব্রহ্মানুরাগের আঘাতে বিষয়াসক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন, দিগদর্শনের শীলাকার ন্যায় চিত্তকে একাক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, এই উৎসব-ক্ষেত্রে কার মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। যাঁহার কোমল হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়াছে, প্রীতি-রসে উচ্ছলিত হইতেছে, শ্রদ্ধার আবেশে তটস্থ হইয়াছে, তিনিই বলুন, এই উৎসব-ক্ষেত্রে কোন্ মঙ্গল জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। যেমন আলোকের অস্তিত্বে চক্ষু ব্যতীত আর প্রমাণ নাই, সেই রূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে আত্মা ব্যতীত আর সাক্ষী নাই। যিনি তাঁহাকে দেখিতেছেন, তিনি আপনিই জানিয়াছেন; তিনি আর কাহাকেও জানাইতে পারেন না। সেই জ্ঞান-গোচর সুন্দর পুরুষ যে সাধু-জনের হৃদয়-মন্দিরে অতিথি হন, সেই সাধুই একাকী প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করেন। তিনি আশ্চর্য্য স্তব্ধ হইয়া এক অনির্বচনীয় ভাবান্তর প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার হৃদয় হইতে ধন্যবাদ এবং চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকে। তৎসদৃশ সাধক ব্যতীত আর কে এই রহস্যের গর্ভগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে?

অদ্য ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তাঁহারা কি উজ্জ্বলতর জ্যোতি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখ-মণ্ডল কি অন্তঃস্কর্য্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। তাঁহাদের তদাত্যচিন্তিতা কি আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা এই আলোকের মধ্যে এক অলৌকিক আলোক অবলোকন করিতেছেন, এই জন-সম্বাধ স্থানে এক নির্লিপ্ত পুরুষকে উপলব্ধি করিতেছেন, হৃদয়ের চিরকাঙ্ক্ষিত ধনকে প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন। এখানকার প্রত্যেক ব্রহ্ম-ধনি, প্রত্যেক ব্রহ্ম-সঙ্গীত

তাহাদের কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতেছে, প্রত্যেক স্থান তাহার। সেই প্রেম-ময় পুরুষ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতেছেন। ইহাঁরাই ধন্য, ইহাঁদের জন্যই এই আনন্দময় মহোৎসব।

আমাদের উৎসব কেবল বাহ্য আড়ম্বরেই অলঙ্কৃত নহে, কিন্তু সেই প্রাণ-স্বরূপের আবির্ভাবে ইহা জীবন্ত তাব প্রকাশ করিতেছে। অদ্যকার উৎসব সাধুগণের সাধু তাব বর্দ্ধিত করিতেছে, অসাধুগণকে সাধুতাবে আকর্ষণ করিতেছে; নির্ভয়-চিত্ত উদ্দেশ্যী পুরুষের উৎসাহ গুণ দ্বিগুণ করিতেছে, দুর্বল ভীরু-গণের হৃদয়ে সাহস দান করিতেছে, ঈশ্বরের পিতৃতাব প্রদর্শন করিতেছে, মনুষ্যের ভ্রাতৃ-তাব উজ্জ্বল করিতেছে; ইহলোকেই সেই স্বর্গ-ধামের আভাস প্রদর্শন করিতেছে। ঈশ্বর এই উৎসবের প্রেরয়িতা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই জন্যই ইহা এমন আনন্দ-জনক; এই উৎসবে স্বেচ্ছায় মঙ্গলময় পুরুষের আবির্ভাব হয়, এই জন্যই ইহার এত গৌরব। যে ব্রাহ্ম এই উৎসবের অংশভাগী হন, তাহার আত্মা সহস্রগুণ বল ধারণ করে, এই জন্যই ব্রাহ্মেরা এই উৎসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সর্ব-সমুদ-প-হারী অমৃতময় পুরুষের আলিঙ্গনে আত্মাকে শীতল করা, তাহার প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া আত্মাকে জীবন্ত করা, তাহার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র হওয়া এই উৎসবের উদ্দেশ্য। সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, বিপদের সহিত বক্রতা করিতে হইবে, শোক দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এই সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইবার জন্য অমৃতময় পিতার নিকট অমৃত পান করা এবং ব্রাহ্ম-পরায়ণ ভগবজ্জনের উৎসাহকর সংসর্গ লাভ করা এই উৎসবের উদ্দেশ্য।

ধনী ও দীন হীন, বিদ্বান্ ও মুর্থ, সাধু ও অসাধু, সাহসী ও ভীরু সকলেরই জন্য এই উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। আমাদের ঈশ্বর যেমন সকলেরই ঈশ্বর, আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম যেমন সকলেরই ধর্ম, আমাদের উৎসব তেমনই সকলেরই উৎসব। কিন্তু ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম যাহার সহায়,

তিনি ব্যতীত আর কেহই ইহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁর চক্ষু আছে, তিনি এই উৎসব দর্শন করিতেছেন যাঁর কর্ণ আছে, তিনি ইহার আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন; কিন্তু যিনি ব্রাহ্ম, তিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ উদ্ভিত হইতেছে। কোন ব্যক্তি কি অভিসন্ধিতে এই উৎসব-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু যাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার চক্ষু সকলের প্রতিই আছে; তিনি সকলেরই অভিসন্ধি অবধারণ করিতেছেন। তিনি তাঁর আতিথ্য-শালায় সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন, এবং সকলকেই পরিবেশন করিবার জন্ত মুক্ত-হস্ত হইয়া আছেন; কিন্তু যাঁহারা ক্ষুধার্ত হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাি পরিতৃপ্ত হইয়া গমন করিবেন, আর সকলকেই শূন্য-হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আবার ক্ষুধার্তগণের মধ্যে যাঁহারা যে পরিমাণ ক্ষুধা, তিনি তাঁহাকে সেই পরিমাণেই পরিবেশন করিবেন, কিছুমাত্র অবিচার হইবে না। তাঁর অধ্যাত্মিক সদাব্রতের আশ্চর্য্য ভাব! কত শত চক্ষুগ্ৰাস্ত ব্যক্তিও ইহার পথ দেখিতে পান না; কত শত চক্ষু হীন অন্ধও অনায়াসে এই পথে আগমন করেন। কত শত বিদ্বান্ ইহার সন্ধানও পান না, কিন্তু কত শত অক্ষমুখও ইহার সন্ধান পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। যাঁহারা এই সদাব্রতে কখন আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা অন্যের মুখে শুনিয়া ইহার ভাব গ্রহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহারাি ধন্য যাঁহারা এই উদার-প্রেমের পরিবেশন পাইয়া একবার মাত্রও পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

আমরা এই দ্বারের চির ভিখারী; এই প্রেম-স্বরূপই আমাদের পিতা, ইনিই আমাদের মাতা, ইনিই আমাদের বন্ধু এবং ইনিই আমাদের সর্বস্ব। যখন আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হই, তখন ইহার নিকটে আসিয়া তৃপ্তি লাভ করি, যখন কঠোর পরিশ্রমে কাতর হই, ইহারই কোড়ে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করি, যখন

সংসারে আঘাত পাই, তখন আরামের জন্য ইহাঁরই মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যখন বিপদ-সাগরে নিমগ্ন হই, তখন ইহাঁরই হস্ত অবলম্বন করি, যখন শোকানলে দগ্ধ হই, তখন এই অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া শীতল হই। আমাদের যাহা কিছু অভাব, যাহা কিছু কামনা এই বাঞ্ছাকল্প-তরুর নিকটে সকলই নিবেদন করি ; এবং ইহাঁর আদেশ জানিবার জন্য ইহাঁর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। ইনি যাহা কিছু বিধান করেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁরই প্রেম গান করিতে করিতে বিচরণ করি। ইনি যে কার্য্য আদেশ করেন, সেই কার্য্য অলুষ্ঠান করিতে যত্ন করি; যদি কৃতকার্য্য হই, ইহাঁকেই ধন্যবাদ করি, যদি কৃতকার্য্য না হই, ফিরিয়া গিয়া ইহাঁরই নিকট বল প্রার্থনা করি। ইনি আমাদের প্রীতি করেন, স্বার্থ চান না ; আমরা ইহাঁর আদেশ প্রতিপালন করি, ফলের প্রত্যাশা করি না, ইহাঁর আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি। যখন কুপথে পদার্পণ করি, দণ্ডঘাত প্রাপ্ত হই, ফিরিয়া দেখি, ইনিই স্নেহময় হস্তে আমাদের আকর্ষণ করিতেছেন। সংসারের দুর্ঘটনায় ভীত হইয়া ইহাঁরই কোড়ে সংকুচিত হই, ইনি প্রেম-গর্ভ আশ্বাসে আমাদের অভয় দান করেন। মৃত্যু-তেও আমাদের ভয় নাই, কেন না আমাদের যোগ এই অমৃতের সঙ্গে, আমাদের উত্তর মৃত্যুর অধিকার নাই, মৃত্যু যত ক্ষমতা প্রসারিত করুক, আমাদের স্নেহময় পিতা আমাদের যত্নগায় কাতর দেখিলেই আশ্রয় প্রদান করিবেন। পিতার হস্তে পুত্র কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। আমাদের প্রীতি কিসে অটল হয়, আমাদের নির্ভর কিসে দৃঢ় হয়, এই জন্য আমরা সাধ্যানুসারে যত্ন করি। যে কয়েক দিন এখানে থাকিব, এই রূপে অতিবাহন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইলাম। তার পর ইনি যেখানে লইয়া যাইবেন সেই খানেই যাইব এবং সেখানে গিয়াও আবার এই রূপ আচরণ করিব।

এই ব্রাহ্ম-সমাজ আমাদের উৎসব-গৃহ, এখানে প্রবেশ করিলেই আমাদের সকল জালা নির্ঝাঁপ হয়। আমরা প্রতি সপ্তাহে

প্রতি মাসে এই গৃহে উৎসব করিয়া থাকি। আবার প্রতি বৎসরের মাঘ মাসে আমাদের এই রূপ মহোৎসব হয়। মহোৎসবের পূর্বে আমাদের চেঁচা, আমাদের যত্ন, আমাদের আশা অধিক হয়; এই জন্ত এই দিনে আমরা তাঁর আবির্ভাব অধিক দেখিতে পাই। আজি বলিয়া নয়, যে দিন আমাদের যে রূপ আগ্রহ থাকিবে, সে দিন তাঁহার আবির্ভাব সেই পরিমাণে দেখিতে পাইব। এই গৃহ বলিয়াও নয়, যেখানে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব, সেট খানেই তিনি আমাদের দর্শন দিবেন। অরণ্যেও আমাদের উৎসব হইতে পারে; গিরি-কন্দরও আমাদের সমাজ-গৃহ হইতে পারে; সমুদ্রও আমাদের উৎসব-ভূমি হইতে পারে, যঁাহাকে লইয়া আমাদের উৎসব, তিনি সর্বত্রই আছেন, স্মৃতরাং সকল স্থানেই আমাদের উৎসব-গৃহ। আমাদের উৎসবের আত্মা দেশ কালের অতীত, স্মৃতরাং আমাদের উৎসবও দেশ কালের অতীত।

আমরা গুরু শিষ্যে, পিতা পুত্র, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মিত্রে মিত্রে একহৃদয় হইয়া সেই পরম পিতার—সেই পরম গুরুর প্রেম পান করিতেছি, তাঁহার প্রেম-গান শুনিতেছি, এবং তাঁহাকে প্রেম দান করিতেছি। চিরকালই আমরা এই রূপ করিব। আমাদের যে সকল ভ্রাতা এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত আছেন, তাঁহাদিগকে ইহাতে আনিবার চেষ্টা করিব। যঁাহারা আসিবেন, তাঁহাদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব। যঁাহারা দূরে যাইবেন, তাঁহাদিগের শুভ বুদ্ধির নিমিত্ত পিতার নিকট প্রার্থনা করিব। ধর্মের জয় হউক, সত্যের জয় হউক, পিতা মাতা পুত্র কন্যার কল্যাণ সাধন করুন, পুত্র কন্যা পিতা মাতার প্রিয় কার্য্য করুক; ভ্রাতায় ভ্রাতায় সৌভ্রাতৃ অফত হইয়া থাকুক, পতি পত্নী পরস্পর অম্লরক্ত হউক; সকলের হৃদয় ঈশ্বরেতে সমর্পিত হউক; এই আমাদের ইচ্ছা।

হে পরম পিতা! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। আমরা প্রতি নিশ্বাসে তোমারই করুণা প্রত্যক্ষ করিতেছি, চতুর্দিকে তোমারই গঙ্গল তাব দেখিতেছি। আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ

কর, আমাদের প্রীতি গ্রহণ কর, আমাদের আত্মাকে গ্রহণ কর, আমাদের আত্মা চরিতার্থ হউক। সমুদায় লোক তোমার প্রেম পান করিতে করিতে তোমার উৎসবে আনন্দিত হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

১৭৮৬ শক ।

সাংসারিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

প্রথম বক্তৃতা ।

সত্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! যে ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি এই মর্ত্য লোক থাকিয়াও দেবতাদিগের ন্যায় গৌরবান্বিত হন ; যে দেশে সত্যের রাজ্য সংস্থাপিত হয়, সে দেশ দেব লোকের ন্যায় স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি নিকেতন হয়। সত্য কাহারো নিজস্ব ধন নহে, অথচ ইহাতে সকলেরই অধিকার। সত্য অর্থের দাস নহে, সম্রাটেরও অনুগত নহে। ইহার নিকটে রাজ-প্রাসাদ ও পর্ণ কুটির উভয়ই সমান। ধনবান ও নির্ধন সকলেরই জন্য ইহার ক্রোড় নিরপেক্ষ ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। ইহা লোক-বিশেষে অথবা সম্প্রদায়-বিশেষে অথবা জাতি-বিশেষে বিক্রীত হয় নাই। ইহা দেশেও বদ্ধ নহে, কালেও বদ্ধ নহে ; সকল দেশেও সকল সময়ে ইহার আধিপত্য। সত্য মহৎ ও উদার। ইহা আবার জীবন্ত ও বলীয়ান। ইহার আধার নির্জীব জ্ঞানও নহে, তরল ভাবও নহে ; জীবনই ইহার আবাস-ভূমি, জীবনেতেই ইহার মথার্থ প্রকাশ। যখন সমুদায় জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে পরাস্ত করিয়া, পাপ, তাপ ও মৃত্যুকে পদানত করিয়া, ঈশ্বরাতিমুখে উন্নত হয় ; তখনই সত্যের প্রকৃত মহিমা প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক সত্যই আমাদের জীবন, এবং যে পরিমাণে আমরা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই, সেই পরিমাণে আমরা জীবন-বিহীন ও জড় ভাবাপন্ন হই। সত্যের এক রূপ জীবন্ত বল যে ইহার কণমাত্র কিরণে অমা-নিশার অভেদ্য তমো-জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়, ইহার সংস্পর্শ মাত্রে সহস্রাধিক বর্ষ সঞ্চিত

বৃহদায়তন পাঁচ-রাশি চূর্ণ হইয়া যায় ; নিরাশ মুমূর্ষু ব্যক্তি নব জীবন ও নব উদ্যম প্রাপ্ত হয় ; অতি দুর্বল ভীরা ব্যক্তি মহা বীরের ন্যায় বীর্যবান হয় ; এবং অতি সামান্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিও সম্রাট-পরাজিত প্রতাপে সহস্র সহস্র লোকের মনকে বশীভূত করিয়া তাহারদের দ্বারা স্বীয় মহান লক্ষ্য সংসাধন করিয়া লন। সত্যের বলের নিকটে জ্ঞান-বল ধন-বল দেহ-বল সকলই পরাভূত হয়—কেবল পরাভূত হয় এমত নহে, কিন্তু আবার অল্পগত দাসের ন্যায় ইহার পরিচর্যা করে। বহু প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে যাহারা ভয়ঙ্কর বিকট মূর্তি ধারণ পূর্বক বন্ধ-পরিকর ও খজা-হস্ত হইয়া সত্য-পরায়ণ ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই আবার অনতিবিলম্বে সেই ব্যক্তির সেবা করে এবং অনুযাত্রী হইয়া তাহার আদেশানুসারে সত্যের মহিমা কীর্তন করিতে থাকে। কি প্রশংসা সত্যের মহিমা !

এই উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে আমাদের পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম সংস্থাপিত ; ফলতঃ সত্যই ব্রাহ্ম-ধর্ম। এই জন্যই ব্রাহ্ম-ধর্মে সকল মনুষ্যের অধিকার। ইহা যেমন ভারতবর্ষের, তেমনি ইংলণ্ডেরও ধর্ম ; ইহা যেমন পূর্বকালের, তেমনি বর্তমান সময়েরও ধর্ম। ইহা যেমন সূক্ষ্মদর্শী নানাবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতদিগের, তেমনি সরল-চিত্ত কৃষকদিগেরও ধর্ম। অন্যাত্ম ধর্মের ন্যায় ইহা জাতি-বদ্ধ বা সম্প্রদায়-বদ্ধ নহে। ইহাতে জাতির গৌরব নাই, দেশের গৌরব নাই। সকল মনুষ্যই স্বতাবতঃ ব্রাহ্ম ! যিনি যে পরিমাণে স্বাভাবিক নির্মল জ্ঞানের অনুসরণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। মনুষ্যাত্মার সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম সর্বব্যাপী ; আত্মার স্বধর্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম। দেশ কাল ও অবস্থা নির্বিশেষে সকলেরই ইহাতে অধিকার। জগৎ আমাদের দেব-মন্দির, পরমেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা, স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের ধর্মশাস্ত্র, উপাসনা আমাদের মোক্ষ পথ, আত্মশুদ্ধি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, সাধু ব্যক্তি মাঝেই আমাদের গুরু ও নেতা। এই উদার ব্রাহ্ম-ধর্মে সাম্প্রদায়িক লক্ষণ কিছুই নাই ; ইহাতে বিরোধের কারণ নাই। ইহা সাধারণ সম্পত্তি। স্মরণ্য ব্রাহ্ম-

সমাজ সাম্প্রদায়িক সমাজ নহে ; যাঁহারা এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসক হইয়া তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগেরই এই সমাজ ।

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্বে এই ১১ মাঘ দিবসে অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন, অত্যন্ত-প্রশস্ত-হৃদয়-বিশিষ্ট মহাত্মা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্ম-সমাজেব সূত্রপাত করেন । সেই দিবসে প্রীতি-বিস্ফারিত হৃদয়ে তিনি সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকদিগকে এক সাধারণ উপাসনা-গৃহে সত্য-স্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আহ্বান করিলেন ; এবং ব্রহ্মোপাসনা-রূপ অমূল্য ধনে সকলেরই যে অধিকার আছে ঐ গৃহ প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতে এই সুসমচার ঘোষণা করিলেন । সেই দিন অবধি কত শত লোকে এই ব্রাহ্ম-সমাজের সুশীতল আশ্রয় লাভ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্মের সাহায্যে সত্যের প্রসাদে, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়াছেন, মনকে উন্নত করিয়াছেন এবং আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন । দেখ কেমন আশ্চর্য্য-রূপে অগ্নে অগ্নে ব্রাহ্ম-সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তির রাজ্য, প্রীতির রাজ্য, প্রশান্ত হইতেছে ! কত শত লোক সাম্প্রদায়িক সকল প্রকার শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক প্রশস্ত হৃদয়ে সত্যের সাধারণ ভূমিতে সকলের সহিত উচ্চতম বিমলতম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন ; বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিবাদ ; বিসম্বাদ হইতে মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ হইয়া সকল জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায় হইতে ধর্মতত্ত্ব সংকলন করিতেছেন, সকলের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ হিতকর কার্য্য সাধন করিতেছেন, এবং উন্নত প্রীতি-যোগে সকলকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন । দেখ, জগৎ যে পরিবারের গৃহ, ঈশ্বর যে পরিবারের পিতা মাতা, সেই পরিবার ক্রমে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে ! এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার চিত্ত না মহোল্লাসে অদ্য উৎফুল্ল হইতেছে, ব্রাহ্ম-ধর্মের মহিমার পরিচয় পাইয়া কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত হইতেছে ?

ব্রাহ্ম-ধর্মের উদার ভাব দেখিয়া অদ্য যেমন মন প্রশস্ত হইতেছে, তেমনি ইহার আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পরাক্রম দেখিয়া আমাদের আত্মা উৎসাহে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে । এই পঞ্চত্রিংশ বৎসর

মধ্যে ইহার অগ্নি এ দেশকে কেমন উজ্জ্বল করিয়াছে ; কত কত পরিতাপকার বিষয় বিপত্তি, কত ভয়ঙ্কর কুসংস্কার এই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। শত সহস্র বর্ষে যে সকল কুসংস্কার এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্ম-ধর্মের বলে সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, সমুদয় ভারতবর্ষে যে সকল ভ্রমের আয়তন তাহাও ক্রমে চূর্ণ হইতেছে। এই ভারতভূমি পৌত্তলিকতার দুর্গ স্বরূপ, ইহা কঠিন অভেদ্য কুসংস্কার প্রস্তরে নির্মিত, অগণ্য পরাক্রম শালী বিরোধী বিপক্ষেরা সত্য-পরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশে প্রতিজ্ঞাক্রূত হইয়া নিকাশিত খড়্গা ধারণ পূর্বক প্রহরীর ন্যায় নিয়ত এই দুর্গকে রক্ষা করিতেছে ; সেই দুর্গের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্মের জয়পতাকা উড়িয়ায়মান, এবং সেই বিরোধী দলের কত কত লোক এক্ষণে সত্য ধর্মের পদাবলুণ্ঠিত হইতেছে। সাধু ব্রাহ্মেরা সত্যের প্রভাবে আপনাদিগকে ও পরিবার এবং স্বদেশকে ভয়ঙ্কর কুসংস্কার হইতে প্রমুক্ত করিয়া আনন্দ মনে জয়ধ্বনি করত সমুদয় ভারতভূমিকে নিনাদিত করিতেছেন। সর্লক্ষ্যজ্ঞান ঈশ্বর যাঁহাদের সহায়, এবং জীবন্ত জ্ঞান সত্য যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদের নিকটে যে নির্জীব জীর্ণ ভ্রম নিচয় আপনা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ব্রহ্ম বলের সম্মুখে কি পার্থিব কোন বল তিস্তিতে পারে ? দেখ, ক্রমে কেমন পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। পরিবার মধ্যে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী সম্ভাবে মিলিত হইয়া নির্বিঘ্নে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন ; বৃদ্ধেরা গম্ভীর ভাবে জ্ঞানের সহিত ব্রাহ্ম-ধর্মকে আলিঙ্গন করিতেছেন, যুবকেরা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ইহার সত্য সকল অমুঠানে পরিণত করিতেছেন, কোমল-হৃদয় মহিলারা বিশুদ্ধ প্রীতি-পুষ্প ব্রহ্ম পূজা করিতেছেন। এ মহৎ জয় কেবল সত্যেরই বলে, এমন রমণীয় শোভা কেবল ব্রাহ্ম-ধর্মেরই সৌন্দর্য্য।

ব্রাহ্মগণ ! অদ্যকার উৎসবে ব্রাহ্ম-ধর্মের উদার ভাব ও দুর্জয় বল সমাক্রমে হৃদয়ে ধারণ কর এবং বিগত বর্ষের উন্নতি সমালোচনা করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর এবং আগামী বর্ষের

জন্ম জ্ঞান-শিক্ষা কর; ইহাই এ মহোৎসবের যথার্থ তাৎপর্য। গত বর্ষে ঈশ্বর-প্রসাদে ভারতভূমির দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং নানাদিকে কতিপয় উৎসাহী ভ্রাতা দলবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গ-দেশেরও নানা দিকে প্রচারকদিগের পরিশ্রমে ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি হইয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার দ্বারা বর্তমান কালে যাহা কিছু ফল ফলিত হইয়াছে তাহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর যেরূপ অজস্রধারে করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে এখন বিশেষ রূপে যত্ন করিলে প্রচুর ফল লাভ হইবে। আর একটি শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; পূর্বে ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব ও বৈর ভাব ছিল তাহা ক্রমে অনেক হ্রাস হইয়াছে; এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ব্রাহ্ম-দিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক আগ্রহ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন। সাধু ব্রাহ্মদিগের প্রশস্ত প্রীতি, সত্যাত্মরূপ ও বিনয় দর্শনে অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং যাহারা ব্রাহ্ম-ধর্মে বিশ্বাস করেন না তাহারাও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মজীবনের মহত্ত্ব দেখিয়া ঘৃণা ও ক্রোধ বিসর্জন দিতেছেন। এমন সময়ে আমরাদিগের যত্ন ও অধাবসায় সহঅংশে বৃদ্ধি করা কর্তব্য। প্রচারের ক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে, সমুদয় ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-ধর্ম পরিব্যাপ্ত হইবার পূর্ব লক্ষণ দেখা দিতেছে। হে ব্রাহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মগণ! তোমরা ব্রাহ্ম-ধর্মের বীজ লইয়া এই বিস্তীর্ণ উর্বরা ভারত-ভূমিতে রোপণ কর। যে অমূল্য ধন লাভ করিয়াছি, তাহাতে কেবল আপনাদিগের অভাব মোচন করিয়া শয্যাতে শয়ান থাকিও না, কেবল আপনাদিগের আত্মাকে চরিতার্থ করিয়া ক্ষান্ত থাকিও না। দেশস্থ ভ্রাতা ভগিনীদিগের আত্মার রোদন-ধ্বনিতে বোধ হইতেছে যেন গগন বিদীর্ণ হইতেছে; তাহারা যেন চতুর্দিক হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, ইহার উদার সদাশ্রমে অংশী হইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন। আমরা কি এ সময়ে দয়া শূন্য-হৃদয়ে উপেক্ষা করিব? না গর্হিত ভাবে আপনাদিগের তৃপ্তি সুখ প্রদর্শন পূর্বক

ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তিদিগকে অনাদর করিব ? আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ধর্মাতাবে ছুঃখী জাতা ও ছুঃখিনী ভগনী-দিগকে আশ্রয় দিবার জন্য চতুর্দিকে ধাবিত হও ; সত্যান্ন দ্বারা ক্ষুধিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর, শাস্তি বারি দ্বারা পিপাসু হৃদ-য়কে শীতল কর ।

হে পরমাত্মন ! তুমি আমারদের পিতা ও প্রভু ; বাহাতে দৃঢ়ব্রত হইয়া চির দিন তোমার পদ সেবা করিতে পারি, এ প্রকার একাগ্রতা ও ধর্মবল বিধান কর । আমারদের ধন সম্পত্তি আমারদের শরীর মন, আমারদের মান মর্যাদা, সকলই তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি আমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার মঙ্গল কার্যে নিয়োগ কর, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া, তোমার পবিত্র নাম কীর্তন করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবনকে সার্থক করিতে পারি ।

৭*

ও একমেবাদ্বিতীয়ং ।

—
১৭৮৬ শক ।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

আজ মাঘের একাদশ দিবস, আজ বঙ্গভূমির—সমুদায় ভারত-ভূমির একমাত্র উৎসব দিন । আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে—মৃত্যু মুখ হইতে বিমুক্ত হইলে যেমন সেই দিনটী সকলেরই চির-স্মরণীয় হইয়া থাকে, সেই রূপ এই মাঘের একাদশ দিবসটী স্বদেশানুরাগী ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি মাত্রেই স্মরণ পথে চির মুদ্রিত থাকা নিতান্তই কর্তব্য । কেন না এই দিনে এই অসহায় মৃতকল্প বঙ্গভূমির প্রকৃত প্রাণ সঞ্চার হয়—এদেশের সকল সূত্র সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয় । বঙ্গদেশে যে সকল কুরীতি কদাচার এত দিন একাধিপত্য করিতেছিল, এই দিন হইতে এমন একটা কার্যের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইল, বাহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে

এ দেশের সকল অভাব বিদূরিত হইতেছে, যাহার প্রসাদে প্রতি গৃহের—প্রতি আত্মার সকল অনটন বিমোচন হইয়া। আমারদিগের জন্ম ভূমির বিষয় মুখ প্রসন্ন হইতেছে। চির দুঃখিনী বঙ্গ মাতার স্বাধীনতারূপ অমূল্য হার পরিধানের সময় লক্ষ্য করিবারও কাল উপস্থিত হইয়াছে। যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম এ দেশের সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সম্যক-রূপে উদ্ভিত হয়েন নাই, তখন যে কখনও বঙ্গভূমির দুঃখের নিশা অবসান হইবে ইহা ভাবিয়া স্থির করাও কঠিন হইত। এখন তো আমরা গণনার কাল প্রাপ্ত হইয়াছি—এখন তো উন্নতির সোপান লাভ করিয়াছি। এখন আমরা বর্ষ গণনার সঙ্গে সঙ্গে গণনা করি, যে দেশের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইল,—হৃদয় কি পরিমাণে পাপ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইল,—আত্মা কত দূর উন্নত হইল। কোন সদাশয় মহাত্মা কতই আমারদিগের কোন না কোন একটা অভাব নিরাকৃত হইলে, তাঁহার নিকটে কত কৃতজ্ঞ হই, বিনয় বচনে তাঁহাকে কত সাধুবাদ প্রদান করি, কিন্তু যিনি ধর্মের প্রবর্তক, সকল মঙ্গলের একমাত্র আয়তন; যাহা হইতে দেশের অভাব প্রতি গৃহ—প্রতি পরিবার—প্রতি আত্মার গভীরতম অভাব বিদূরিত হইয়াছে, সেই ত্রিভুবনের রাজার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি যত্ন ও আয়াস সাধ্য! তাঁহাকে স্মরণ করিতে কি আজ উন্নতির প্রয়োজন! আজ মাঘের একাদশ দিবস, আজ ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপনের প্রথম দিন। ইহা উচ্চারণ করিবা মাত্রই শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, নয়ন যুগল প্রেক্ষিতে পরিপূর্ণ হয়, হৃদয়ের অভাস্তর হইতে যুগপৎ প্রীতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব ঈশ্বরের প্রতি উচ্ছসিত হইয়া কণ্ঠ নিরোধ করিয়া ফেলে! চারিদিকে ঈশ্বরের মহিমা জাজ্বল্যমান সন্দর্শন করিয়া, এই শোভা সৌন্দর্যের অভাস্তরে, এই সাধকদের মুখমণ্ডলে তাঁহার সত্য জ্যোতি বিকীর্ণ দেখিয়া বিশ্বয়রসে হৃদয় প্লাবিত হইতেছে। অনন্তের মহিমা ব্যক্ত করিতে গিয়া রসনা অসাড় হইয়া যাইতেছে—তাঁহার গুরু ভার ধারণ করিতে গিয়া হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে কি মনোহর দৃশ্য! শত সহস্র বাক্তি শান্ত সংযতে-
 দ্রিয় হইয়া সেই দেব দেবের পূজার নিমিত্ত একত্রিত হইয়াছেন,
 আনন্দোন্মীলিত—নিমীলিত নয়নে সকলে আমারদিগের “সাক্ষাৎ
 পিতা, পুরাতন পিতামহ” পরমেশ্বরের অর্চনার জন্ত—তঁাহার
 ধ্যান ধারণার নিমিত্ত সমাগীন হইয়াছেন, সকলে এক লক্ষ্য এক
 হৃদয় হইয়া এক বাক্যে ঈশ্বরের প্রসাদ-বারি যাচুণ করিতে-
 ছেন, ইহা সন্দর্শন করিলে মনুষ্য মাত্রেই তো হৃদয় কমল
 প্রস্ফুটিত হইবেই, দেবতারাও এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিতে
 প্রার্থনা করেন।

ঈশ্বর-সর্বস্ব প্রশান্তায়া গৃহপতির এই সমুদায় আয়োজন—
 সমুদায় আমন্ত্রণ কেবল ঈশ্বরেরই জন্ত। তিনি ঈশ্বর হইতে
 আপনার মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, সমুদায় বঙ্গভূমির মঙ্গল লাভ
 করিয়া আনন্দে উত্তমিত হইয়া চারিদিকে এই সকল মঙ্গলাচরণ
 করিতেছেন। আজ ত্রিভুবনের রাজার পদ ধূলি তঁাহার আশ্রমে
 পতিত হইবে, আজ সেই ভুবনেশ্বরের পূজা তঁাহার গৃহে সুস-
 পন্ন হইবে, এই জন্ত তো সপরিবারে হৃদয়-খাল প্রীতি-কুসুম
 পূর্ণ করিয়া তঁাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন—তঁাহার উৎসব
 আনন্দ জনিত পবিত্রতর স্নেহের ভাগী করিবার জন্ত আমার-
 দিগকেও আহ্বান করিয়াছেন, আমরা তঁাহার নিমন্ত্রণে—ঈশ্ব-
 রের সন্মুখে আহ্বানে নানা স্থান হইতে প্রস্ফুটিত প্রীতি-কুসুম
 লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই দেব দেবের পূজার উপ-
 চার লইয়া সকলে একত্রিত হইয়াছি। আইস সকলে মিলে ঈশ্ব-
 রের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই, হৃদয়ের পরিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতা উপহার
 তঁাহাকে দিয়া জীবন স্বার্থক করি। আপনার উন্নতি, দেশের
 উন্নতি, প্রাণসম ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতির জন্ত সকলে মিলে তঁাহার
 মহদ্যশ ঘোষণা করি।

হে অখিল-মাতা বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বর! আমরা তোমার
 পূজার জন্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তোমাকে লইয়াই আমা-
 রদিগের উৎসব আনন্দ স্নেহ সৌভাগ্য সকলই। আমরা তোমার
 চিরপ্রীত চিরানুগত দাস—আমাদের প্রতি তোমার এত করুণা!

আমারদিগকে নিতান্ত নিরাশ্রয় একান্ত অসহায় দেখিয়া তোমার ব্রাহ্ম-ধর্মের শীতল ছায়ায় আনয়ন করিয়াছ, তুমি আমারদিগকে নির্ধন নিরর্থ দেখিয়া কৃপা করিয়া দেব ছল্লত ব্রাহ্ম-ধর্মের অধিকারী করিয়াছ। তুমি দীন হীন মলিন বঙ্গ দেশের অভাস্তর হইতে অমৃত-খনি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ইহাকে জীবন যৌবনে পুনরুত্থিত করিতেছ। ধন্য ধন্য নাথ! ধন্য তোমার করুণা! তোমার প্রসাদ গুণে ছুর্দলও বল লাভ করে, ভীরুও সাহসী হইয়া উঠে।

হে ছুর্দলের বল, গতি হীনের গতি পরমেশ্বর! তুমি এই গৃহ স্বামির মঙ্গল কর। তুমি ইহাঁর সন্তান সন্ততিগণকে তোমার জ্ঞান-ধর্মে—তোমার প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত কর। সংসারের পর্কত সমান তরঙ্গের মধ্যে তোমার অভয় পদ আশ্রয় করিয়া যথা সর্বস্ব পণ করত যেমন ইন্দি নির্ঝিয়ে শান্তি উপকূলে উপনীত হইয়া স্বীয় নিবাস নিকেতনের মধ্যে তোমার এই সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তেমনি যেন চির কাল অবাধে এখানে তোমার পূজা সম্পন্ন হয়। তোমার পবিত্র নাম যেমন এখানে বাহিরে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে, তেমনি যেন ইহাঁর বংশ পরম্পরা ক্রমে সকলের হৃদয় পটে তোমার পবিত্র ধর্মের মঙ্গল ভাব সকল চির মুদ্রিত থাকে।

যাঁহার গৃহে আজ সমুদায় বঙ্গভূমির—ভারত ভূমির শান্তি স্বস্তায়ন হইতেছে, যাঁহার আত্মানে আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হইয়া তোমাকে লাভ করিতেছি তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা না করিয়া কি হৃদয় স্তব্ধ হইতে পারে?

হে ঈশ্বর! তোমার নাম সর্বত্র ঘোষিত হউক, তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক, তোমার ধর্ম সমুদায় পৃথিবী ময় ব্যাপ্ত হউক, এই আমারদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

১৭৮৬ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

তৃতীয় বক্তৃতা।

বাহিরে বান্ধবগণের আনন্দকর সমাগম অন্তরে সেই চির জীবন-সখার মধুময় আবির্ভাব, অদাকার এই মহোৎসবের মধুরতা। ও আমাদের জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিল। যে প্রকার প্রত্যাশা করিয়া এই মহোৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা পরিপূর্ণ হইল। স্নিগ্ধমূর্তি স্নহদ্বাগের প্রীতি বিকশিত মুখমণ্ডল দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চির-স্নহদের আবির্ভাব অনুভূত হইল। আত্মা তেজস্বী হইল, মন বিনীত হইল, হৃদয় কোমল হইল, জ্ঞান পরিভূপ্ত হইল, প্রীতি চরিতার্থ হইল, ইচ্ছা পবিত্র হইল, প্রাণ শীতল হইল। কি শুভক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্ম আবির্ভূত হইয়াছিল! কি আশ্চর্য্য গতিতে ইহা প্রসারিত হইতেছে! কি মধুর ভাবে জন-সমাজে শুভ সাধন করিতেছে! ভবিষ্যতে কি মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিবে!

যখন বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতর আলোক প্রতি আত্মার স্বাধীনতা আবিষ্কৃত করিল, মনুষ্যের অজান্ততা বিলুপ্ত করিল, সমুদায় ধর্ম-শাস্ত্রে ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল, সেই উপযুক্ত সময়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম আবির্ভূত হইয়া সেই প্রতাগাচার সহিত প্রতি আত্মার সাক্ষাৎ যোগ প্রকাশিত করিল; স্বাধীনতার মধুর ভাব, কর্তব্যের সরল পথ, প্রীতির প্রকৃষ্ট রীতি শিক্ষা দিতে লাগিল। এক দিকে চির-সেবিত অন্ধকারে স্নেহবন্ধন-বশত বিদ্যার বিপক্ষে, বিজ্ঞানের বিপক্ষে, স্বাধীনতার বিপক্ষে, সত্যের বিপক্ষে কোলাহল; অন্য দিকে অন্ধকার হইতে মহমা আলোকে গমন করিয়া স্মৃতিবিধি অন্ধতা; এক দিকে জড়ের ন্যায়—যন্ত্রের ন্যায় কর্তৃত্ব-হীন হইয়া আলস্যকে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ভাবিয়া কাপুরুষতা, অন্য দিকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া পৌরুষের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারের আনুগত্য; এক দিকে প্রকৃতির অতীত স্বতন্ত্র পুরুষকে আপনার সমান নীচ ভূমিতে প্রকৃতির শৃঙ্খলার

মধো আনিবার নিমিত্ত প্রয়াস, অন্য দিকে প্রকৃতিকেই প্রকৃতির অগ্রীত গুণে অলঙ্কৃত করিবার জন্য আগ্রহ ; এক দিকে ঈশ্বরের কর্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া ঈশ্বরের পরিবর্তে শূন্যের উপর প্রীতি বন্ধনের চেষ্টা; অন্য দিকে ঈশ্বরের কার্যে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া ঈশ্বরেই বিস্মৃত হওয়া ; ব্রাহ্ম-ধর্ম এই উভয় দিকের মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া নিতান্ত অসংগত পরস্পর বিরুদ্ধ এই উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য বিধান করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইল।

স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া কোন আত্মার অবনাননা করা ব্রাহ্ম-ধর্মে উদ্দেশ্য নয় ; কিন্তু সকল আত্মাকেই যথার্থ স্বাধীনতায় উত্থাপিত করা ইহার অভিসন্ধি। জ্ঞানের আলোক নির্বাণ করিয়া অন্ধকার উৎপন্ন করা ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জ্ঞানের যথার্থ গতি নিরূপণ করাই ইহার অভিসন্ধি। একটা সংকীর্ণ সম্প্রদায় নির্মাণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সমাজ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকল সমাজের পরস্পর বিনম্রাদিতা উৎপন্ন করিয়া সকলকে এক প্রীতি-সূত্রে বন্ধন পূর্বক সেই সাধারণ শান্তি-নিকেতনে প্রবেশিত করাই ব্রাহ্ম-ধর্মের অভিসন্ধি। কোন সত্যের বিন্দুমাত্রও বিলুপ্ত করা ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকল স্থানের সকল সত্য সংগ্রহ করিয়া সেই সত্য স্বাক্ষরের মহিনাকে মহীয়ান করাই ব্রাহ্ম-ধর্মের অভিসন্ধি। অজ্ঞানের প্রতি, দুর্বলের প্রতি, পাপীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া আপনার অনুদারতা প্রদর্শন করা ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকলের আত্মাকে সংশোধন করিয়া ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করাই ব্রাহ্ম-ধর্মের অভিসন্ধি। এই সকল উচ্চতম উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত ব্রাহ্ম-ধর্মের অবিভাব।

আমরা ব্রাহ্ম-ধর্মের একান্ত পক্ষপাতী। ব্রাহ্ম-ধর্ম আমাদিগকে যে আনন্দ—যে উৎসব আনিয়া দেয়, তাহা আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করে। ব্রাহ্ম-ধর্ম আমাদিগকে যে উপদেশ দেয়, আমাদের জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা একত্র হইয়া তাহা অঙ্গীকার করে। যেখানে ব্রাহ্ম-ধর্মের আলোচনা হয়, সহস্র কর্ম

পরিভাগ করিয়াও সেখানে যাইবার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়। ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি যাহার বিন্দুমাত্রও স্নেহদৃষ্টি দেখিতে পাই, মনের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাই। অধিক কি, স্বদেশের কোন বৃত্তান্ত শুনিলে চির প্রবাসীর হৃদয়ের তাব যে প্রকার হয়, ব্রাহ্ম-ধর্মের নামোজ্জ্বেল শুনিলে আমাদের মন সেইরূপ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

কেন ব্রাহ্ম-ধর্ম আমাদের এ প্রকার করিল? কেন আমরা ব্রাহ্ম-ধর্মের এমন পক্ষপাতী হইলাম? কেন ব্রাহ্ম-ধর্ম আমাদের গকে চির কালের জন্য আকর্ষণ করিয়া রাখিল?

এই জন্য যে—ব্রাহ্ম-ধর্ম আমাদের সেই আরাম স্থান ব্রহ্মনিকেতনে লইয়া যায়; সেই প্রাণাধিক বন্ধুকে আমাদের হৃদয়ে আনিয়া আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া দেয়; যখন চাই তখন সেই সর্ব-সম্পূর্ণ হারিণী মূর্তি আমাদের সম্মুখে আনিয়া দেয়; পাপে পতিত হইলে সেই পতিত পাবনকে স্মরণ করিয়া দেয়; সকল কার্যে সেই সঙ্গল হস্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতিকে দ্বিগুণিত করিয়া দেয়; শোক দুঃখে আকুল হইলে সেই প্রেম চক্ষুর সম্মুখে লইয়া সান্ত্বনা প্রদান করে এবং অন্তরের ঋণ সকল উদ্বেল হইয়া আমাদের অশান্ত করিবার উদ্যোগ করিলে সেই শান্ত স্বরূপের গুণ গান করিয়া শান্তি শিক্ষা দেয়। মরুভূমি সদৃশ সংসার ক্ষেত্রে যে এক মাত্র ছায়া আমাদের বিশ্রাম স্থান, ব্রাহ্ম-ধর্ম অতি সহজে অতি নিকটে তাহা আমাদের আনিয়া দেয়। আমাদের চরম স্থান পরমাত্মা নিষ্ঠুর নিয়ন্তা নহেন, কিন্তু পিতার ন্যায় হিতার্থী, ও জননীর ন্যায় কোমল ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই মধুময় ভাব। তিনি কেবল অপরূপ মহুয্যদিগের দোষ দর্শন করিবার নিমিত্তই বিশ্বত-চক্ষু নহেন, কিন্তু ভক্ত জনের বাঞ্ছা কল্পতরু; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই আশাকর উপদেশ। তিনি উদাসীন ও মুক সাক্ষী নহেন, কিন্তু আমাদের চির-জীবন-সহায় ও চিরন্তন উপদেষ্টা; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই নিগূঢ় মত। তিনি কেবল পাপের দণ্ডদাতা নহেন, কিন্তু পাপী জনের পরিত্রাতা; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই শীতলকর সান্ত্বনা।

যে তাঁহার একান্ত আজাকারী, তিনি কেবল যে তাহাকেই পরিত্রাণ করিবেন এমন নহে, চির জীবন যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তিনি তাহাকেও পরিত্রাণ করিবেন; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই অসাধারণ উদারতা। স্বর্গ-ধামে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত যত্ন আর অলিঙ্গন অপেক্ষা করিতে হইবে না, স্বাধীন ভাবে একটি কর্তব্যের অনুষ্ঠান কর, নিজ হৃদয়ের মধ্যেই সেই স্বর্গ দেখিতে পাইবে; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই অমূল্য উপদেশ। আপনার উপর কর্তৃত্ব কর, স্বাধীন হইবে; ঈশ্বরে প্রেম বন্ধন কর, পরিতৃপ্ত হইবে; ইচ্ছাকে সাধু কর, কর্তব্যের পথ সরল হইবে; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই তৃপ্তিকর আদেশ। ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর কর, আপনার পৌরুষ অবলম্বন কর, পাপের উপর জয় লাভ কর, অকুণ্ঠিত্যে চলিয়া যাও; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই তেজস্কর বাক্য। ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই সকল মহত্তম উপদেশ। এই জন্য ব্রাহ্ম-ধর্মের এত গৌরব ও এত আকর্ষণ।

এই সর্বাঙ্গ-সুন্দর ব্রাহ্ম-ধর্মই অদ্যকার উৎসব ভূমি নির্মাণ করিল, উৎসবদ্বার উদ্ঘাটিত করিল, সকলকে আহ্বান পূর্বক এখানে সমবেত করিল, স্বর্গের আনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিল, আমাদের মুদ্রিত চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিল। অতএব আজি, ব্রাহ্ম-ধর্মেরই জয় ঘোষণা কর, ব্রাহ্ম-ধর্মের গুণ গরিমা গান কর; আর মহোৎসবের আনন্দ, যত পার, উপভোগ কর। কেবল ব্রাহ্মদের জন্ম নয়, কেবল ভারতের জন্ম নয়, সমুদায় পৃথিবীর জন্মই এই উৎসব দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। সকলের মন সমভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, এমন বাহ্য সৌন্দর্য্য এ উৎসবে কিছুই নাই; তবে এখানকার এই সামান্য বাহ্য সৌষ্ঠব যদি কোন দীন হীন নয়ন মন আকৃষ্ট করে, করুক, কিন্তু ইহার যে স্থান হইতে আকর্ষণ-শক্তি যিনির্গত হইতেছে, তাহা তোমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ঐহারা ধন চান, রত্নগর্ভা পৃথিবীকে খনন করুন, মান সমুদ্র চান, রাজ-প্রাসাদে গমন করুন, কেবল প্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিতে চান, স্বেচ্ছাচারের সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত আছে, তথায়

প্রস্থান করুন; প্রভুত্ব চান, আপনার দাস দাসীর নিকটেই অবস্থান করুন, যদি ধর্মবল চান, প্রেমবল চান, আরাম চান, শান্তি চান, ঈশ্বরকে চান, এই উৎসবের অংশভাগী হউন। এখানে পনের অমুরোধ নাই, সমুদ্রের অমুরোধ নাই, প্রভুত্বের অমুরোধ নাই; পদের অমুরোধ নাই; এখানে ঈশ্বরের অমুরোধ, প্রেমের অমুরোধ, ধর্মের অমুরোধ, কর্তব্যের অমুরোধ। সংসারে যাহা লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বের বিচার হয়, এখানে তাহা নাই, এখানে যিনি ঈশ্বরের যত নিকটবর্তী তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এখানে সকলই বিপরীত; যিনি এখানকার আপনার শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই চান না, তিনিই এখানকার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি এখানকার কোন কার্যের প্রভুত্ব করিতে চান না; তিনিই সকল কার্যের প্রভু। যিনি যশের বিন্দুমাত্রও চান না, তিনিই এখানকার প্রধান বশস্বী। যিনি এখানে মান সমুদ্র চান না, এখানে তাঁহারই মান সমুদ্র অধিক। যিনি আপনার সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি এখানকার সর্বাপেক্ষা ধনবান। যিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, এখানকার সমস্তই তাঁহার জন্য থাকে। অধিক কি, সংসারে যখন রাত্রি, এখানে তখন দিবা, সংসারে যখন দিন, এখানে তখন রাত্রি, সংসারে যিনি নিরন্তর জাগিয়া আছেন, এখানে তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, সংসারে যিনি নিদ্রিত এখানে তিনি জাগ্রৎ। আমাদের উৎসবের এই অবস্থা, এই গতি, এই ভাব, এই ভঙ্গী; ইচ্ছা হয়, উৎসব-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর; আমাদিগকে আপ্যায়িত কর, আপনারাও আপ্যায়িত হও। বাহিরে থাকিয়া দর্শন করিলে ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, হয় ত সকলই বিশৃঙ্খলা—সকলই প্রাহেলিকা দেখিবে। অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। “ব্রহ্মবাক্যমিদমগ্রাসীৎ নানাং কিঞ্চনাসীৎ; তদ্বদং সর্বমসৃজৎ।” “পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।” এই টুকু এই প্রকাণ্ড বাণীর ভিত্তিভূমি। “তদেব নিত্যং জ্ঞান মনস্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ববাপী

সর্বনিয়ন্তৃ সর্বশ্রয় সর্ববিৎ সর্বশক্তিমদ্রুবং পূৰ্ণমপ্রতিম-
মিতি ।” “ তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ড স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য,
নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশ্রয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, এক-
মাত্র, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ ; কাহারও
সহিত তাঁহার উপমা হয় না ।” তাঁহার জীবন । “ একমাত্র তাঁহার
উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় ।” এইটি তাঁহার
ফল । “ তন্মিন্ন প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ।”
“ তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করা
ই তাঁহার উপাসনা ।” এইটি আমাদের উৎসব ।

ব্রাহ্মগণ ! শ্রদ্ধা ব আশ্পদ, প্রেমের আশ্পদ, স্নেহের আশ্পদ
ভ্রাতৃগণ ! আজি যেন তোমাদিগকে বহু দিনের পর দেখিতেছি,
কুশল জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও । আমাদের সেই বরুণা-পূর্ণ
পিতা, স্নেহ পূর্ণ মাতার সংবাদ কি ? এই এক বৎসর তিনি কি
তোমাদের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজমান আছেন ? সংপূজের যত দূর
উচিত, সেই পরিমাণে এই এক বৎসর কি তাঁহার সেবা করিতে
পারিয়াছ ? তাঁহার প্রসন্নতা কত টুকু উপার্জন করিয়াছ ? তিনি
যখন যাহা বলিয়াছেন, প্রীতির সহিত তাহা প্রতিপালন
করা - এখানে বিষয় বিপত্তি অনেক, তপস্যার কি
রূপ উন্নতি হইয়াছে ? এখানে প্রলোভন যথেষ্ট, অবলম্বিত
ব্রতের ত ভঙ্গ হয় নাই ? এখানে পদে পদে শত্রু, প্রেমের বল ত
ভ্রাস হয় নাই ? এখানে দয়া গুণের সংকোচক ধূর্ত প্রতারণা
অনেক, রূপা পাত্রও যথেষ্ট, দয়ার ত ব্যাঘাত হয় নাই ? এখানে
পরস্পর অপরাধী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, ক্ষমাগুণ ত বর্ধিত
হইয়াছে ? এখানে সংকর্ষের প্রতিবন্ধক অনেক, তোমরা ত
নিরুৎসাহ হও নাই ? এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মত ভেদের
যথেষ্ট সম্ভাবনা, তজ্জন্য ত বিদ্বেষ ভাব উপস্থিত হয় নাই ?
এখানে সকলে সমান পূণ্য উপার্জন করিতে পারে না, তজ্জন্য
তোমাদের উদাবতার ব্যাঘাত হয় নাই ? যেখানে ঈশ্বরের জয়
ঘোষণা করা উচিত, সেখানে ত আপনার জয় ঘোষণা করিতে

যাও নাই? যেখানে ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করা উচিত, সেখানে আপনার মহিমাকে ত স্ফীত করিতে যাও নাই? ব্রাহ্ম-গণ! আমরা কি জ্ঞান ধর্মে এত দূর উন্নত হইয়াছি, যে আমাদের আর ভাঙ্গিতে হইবে না? ইহা কখনই না। আমরা সেই সর্ব-সাক্ষীর সমক্ষে যে কত অপরাধ করিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস হইয়া কত বার যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। অতএব আজি সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এই সম্বৎসর কাল তিনি যে অমূল্য করুণার সহিত আমাদের প্রতিপালন করিয়াছেন, রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ ভাপ হইতে যে রক্ষা করিয়াছেন, স্বহস্তে কত বিস্তৃত সুখ—আনন্দ আমাদের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আজিক্রতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিব। ভবিষ্যতে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ভয়ানক পাপে পতিত হইতে না হয়, এবং যাহাতে তাঁহার কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম বল প্রার্থনা করিব।

হে বিশ্বপিতা অখিল-মাতা পরমেশ্বর! তোমারই অমূল্য প্রীতি উপভোগ করিতে করিতে আমরা নির্দোষে সম্বৎসর অতিবাহিত করিলাম। তোমারই সুকোমল অঙ্কে অধিকৃত হইয়া এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিলাম। এই বৎসর মধ্যে ~~কত কত কত~~ তুমি স্নেহের সহিত প্রদান করিয়াছ তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। আমাদের সংশোধনের নিমিত্তে তুমি যে সকল শোক, দুঃখ, বিপদ প্রেরণ করিয়াছিলে তাহাতে তোমারই মঙ্গল ভাব অমূল্য করিয়াছ, এক্ষণে কোটি কোটি নমস্কার পূর্বক তোমার চরণে কৃত-জ্ঞতা উপহার দিতেছি, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর।

হে মঙ্গল দাতা মুক্তি দাতা পরমেশ্বর! তুমি সকলের অন্ত-র্যামী ও সকল হৃদয়ের অধীশ্বর! আমাদের পাপ পুণ্য, ধর্মাদর্শ, উন্নতি অবনতি সকল জানিতেছ। তোমাকে আর কি বলিব। আমাদের আত্মাকে গ্রহণ কর এবং এই মলিন আত্মা দ্বারা যাহাতে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হয়, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন হয়, তাহাই কর। দণ্ড পুরস্কার তোমারই হস্তে।

১. মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর ! তোমার মঙ্গল রাজ্য বিস্তার
কর, তোমার প্রেম শিক্ষা দাও, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার
অনুগত কর, পৃথিবীর সর্বত্র তোমার জয়-ঘোষণা ঘোষিত
হউক, তোমার নাম কীর্তিত হউক, নর নারী সকলে মিলিয়া
তোমার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে থাকুক ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং ।

294.56/MAG/R/15



23277

